পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 87 Wednesday, 26 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৮৭ সংখ্যা ❋ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১, বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

৩০ এপ্রিল উদ্বোধন হবে জগন্নাথ ধামের, ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। আগামী ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন হবে দিঘার জগন্নাথ মন্দির। আগের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল থেকে মন্দির চত্বরে শুরু হবে যজ্ঞ। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক থেকে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের জন্য সরকারি ট্রাস্ট গঠন করা হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি জানান, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের জন্য ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এদিন ক্যাবিনেটের বৈঠকে ওই ট্রাস্ট পাশও করানো হয়। মন্দির ট্রাস্টের চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। ২৭ জনের কমিটিতে ইসকন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, দিঘার মাসির বাড়ি, কালীঘাট মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের একজন করে সদস্যকে রাখা হয়েছে। শীঘ্রই কালীঘাটের স্কাইওয়াকেরও উদ্বোধন হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী পরশুদিন মন্দিরের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড বৈঠক করবে। সেখানে মন্দিরের উদ্বোধন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবেন। জগন্নাথ ধামের জমি এবং বাড়ি হিডকোর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাকি সিদ্ধান্ত ট্রাস্ট নেবে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি হাইড তুলতে চাই না। আমার নিজের যতটা ক্যাপাসিটি তার মধ্যে থেকেই আমি কাজ করতে চাই।'' এ প্রসঙ্গ টেনে আনেন কুম্ভ মেলার কথাও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যোগীবাবু হয়তো রেগে যাবেন, কিন্তু যেটা সত্যি সেটা তো আমাকে বলতেই হবে।'' সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলায় অমৃতস্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কুম্ভমেলার ভিড়কে কেন্দ্র

করে দিল্লি স্টেশনেও পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুধু স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট নয় কুম্ভ মেলাকে কেন্দ্র করে রেল দুর্ঘটনা, একাধিক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা গেলেন, সকলে যেন ক্ষতিপূরণ পান সেটা সরকারের দেখা উচিত। মনে করিয়েছেন, গঙ্গাসাগরকে নিয়ে তাঁরা কী ধরনের ব্যবস্থা নেন। এদিকে মঙ্গলবার থেকে নতুন করে পথ চলা শুরু করল ৬টি চা বাগান। এর কোনওটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোনওটি আবার নাম কা ওয়াস্তে খোলা থাকলেও কর্মীরা বেতন পাচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। মঙ্গলবার থেকে এমন ৬টি চা বাগানে নতুন করে কাজ শুরু হল। শীঘ্রই চা বাগানের ২৬ হাজার শ্রমিকের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নের বৈঠক থেকে একথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''৩ বছরের জন্য ওই ৬টি চা বাগানকে লিজ দেওয়া হল। চা উৎপাদন থেকে কর্মীদের সঠিক সময়ে বেতন, পিএফ-সহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা ওরা করলে ভবিষ্যতে চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর করা হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গড়ে দেওয়া হয়েছে।'' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''টি প্ল্যান্টের জমির সঙ্গে কোনও আপস নয়। চা বাগানের জমি কাউকে ফ্রি হোল্ড দেওয়ার নিয়ম নেই। লিজে থাকে। চা বাগানের আইন একই রয়েছে। আমরা সেটা মেনেই চলছি। তবু উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের একাংশের সঙ্গে কিছু লোক নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছেন। এর পিছনে কিছু ভূতুড়ে রাজনৈতিক দল রয়েছে।'' এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি কাটাতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি বলেন, ''আইনে বলা আছে যেখানে চা জন্মায় সেটা ক্ষতি করা যাবে না, কিন্তু যেখানে চা চাষ হচ্ছে না বা জমি ব্যবহার না হয়ে পড়ে রয়েছে সেখানকার ১৫ শতাংশ জমিতে টুরিজিম প্রজেক্টের জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। সেখানে হোটেল-সহ পর্যটনের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে নিয়োগের ৮০ শতাংশ স্থানীয়দের মধ্যে থেকেই করতে হবে।'' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভাবী বিক্রি ঠেকাতে আলুচাষিদের কাছ থেকে ৯০০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল আলু ক্রয় করা হবে। সম্প্রতি রাজ্যে বৃষ্টি পরিস্থিতির মধ্যেই ডিভিসি জল ছাড়ে। তাতে দক্ষিণবঙ্গের একাংশে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতি ঠেকাতে সরকারিভাবে চাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে তাঁদের আলুও ক্রয় করেছে রাজ্য।

মাথায় ইট মেরে খুন, গোড়ালি কেটে দেহ ঢোকানো হয় ট্রলিব্যাগে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ কুমোরটুলিতে ট্রলিব্যাগে যার দেহ মিলেছে তার সঙ্গে ধৃতদের বচসা হয়েছিল বলে খবর। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় তাদের মধ্যমগ্রামের বাড়িতে গেছিলেন, নাকি তাঁকে ডাকা হয়েছিল, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। সূত্রের খবর, জেরায় বারবার বয়ান বদলাচ্ছেন ধৃতরা। তাতেই ধন্দ বাড়ছে পুলিশের। এই ঘটনায় যারা গ্রেফতার হয়েছেন তারা মা-মেয়ে। নাম ফাল্গুনী ঘোষ ও আরতি ঘোষ। নিহত মহিলা ফাল্গুনীর পিসিশাশুড়ি। কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার প্রাথমিক তদন্ত বলছে, মধ্যমগ্রামের বাড়িতেই তাঁকে খুন করেন ফাল্গুনী। সঙ্গ দেন তাঁর মা। তবে জানা গেছে, খুনের আগে তিনজনের মধ্যে বচসা হয়েছিল। রাগের জেরে পিসিশাশুড়ির মাথায় ইট মেরে ফাল্গুনী খুন করেন তাঁকে। সূত্রের খবর পুলিশকে ফাল্গুনী জানিয়েছেন, রাগের বশে পিসিশাশুড়িকে দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। তারপর ওঠার পর ফের ঝামেলা শুরু হয়। তখনই তাঁর মাথায় ইট মারেন তিনি। মৃত্যু হয় পিসিশাশুড়ির। তবে দেহ লোপাট কোথায় করা হবে, তা মাথায় আসছিল না তাঁদের। এরপরই ট্রলিব্যাগে তা ঢোকানোর কথা মাথায় আসে। তবে ট্রলিতে পুরো দেহ না ঢোকায় গোড়ালি কেটে তা ঢোকানো হয়। ফাল্গুনী আদতে সত্যি বলছেন কিনা তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে পুলিশের। কারণ ইতিমধ্যে বয়ান বদলাতে দেখা গেছে তাঁকে। আর সবথেকে বড় কথা, ঠিক কবে খুন করেছেন তারা,

পিসিশাশুড়ি কেন বাড়িতে এসেছিলেন, কী নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল, তার ব্যাপারে এখনও পরিষ্কার করে কিছু বলেননি তিনি। যদিও স্থানীয় সূত্রে খবর, গয়না বা সম্পত্তি নিয়ে দুই পক্ষের ঝামেলা হতে পারে। এমনিতেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে ফাল্গুনীদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, তাঁদের বাড়িতে রাতে অচেনা লোকজন আসত। পাড়া-পড়শিদের সঙ্গেও তাঁদের অনেকবার ঝামেলা হয়েছে। তাই বিগত কয়েক মাস ধরে ফাল্গুনীরা কার্যত একঘরে হয়েই থাকতেন। জানা গেছে, নিজের বরের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই ফাল্গুনীর। তিনি কর্মসূত্রে অসমে থাকেন। মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বীরেশ পল্লীতে গত আড়াই বছর ধরে ভাড়া রয়েছেন মা-মেয়ে। ওই ভাড়া বাড়িতেই প্রৌঢ়াকে খুন করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। ফাল্গুনীর কথায়, দুদিন আগে খুন করেছিলেন তিনি। মৃতদেহের পচা গন্ধ ঢাকতে রাসায়নিক স্প্রে করে রাখা হয়েছিল। শেষে দেহ লোপাটের জন্য জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের ফেস্টে ২ কোটির অনুদান নিয়ে প্রশ্ন, হাইকোর্টে মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বাসরিক উৎসবের (ফেস্ট) জন্য দু'কোটি টাকা অনুদানের সিদ্ধান্তকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এবার সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করার অনুমতি মিলল। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই অনুমতি দেয়। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে পারে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ফেস্ট আয়োজনের জন্য দু'কোটি টাকা অনুদানের ঘোষণা করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের দাবি, সরকারি অনুদানের ফলে এই ক্ষেত্রে নতুন করে দুর্নীতির আশঙ্কা রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, আগে থেকেই মেডিক্যাল কলেজে বাসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখন ক্লাব অনুদানের মতো এখানেও সরকারি টাকা ঢালার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আবেদনকারী আইনজীবী এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জানান, রাজ্যের কোনও মেডিক্যাল কলেজেই

নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি বা ছাত্র সংসদ নেই। এই পরিস্থিতিতে সরকারি অনুদানের অর্থ কীভাবে খরচ হবে, তা নিয়ে ক্রমশ জলঘোলা হচ্ছে। সেই অর্থের অপব্যবহারের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সরকারি হাসপাতালগুলিতে যেখানে এখনও রোগীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে, সেখানে 'ফেস্ট'-এর জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা কতটা ঠিক, সেই প্রশ্নও তুলেছেন আবেদনকারী। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, ছাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার সঙ্গেই এই বিষয়টিকে যুক্ত করে শোনা হবে।

নাগরিক হেনস্থা কমাতে বড় পদক্ষেপ!

কলকাতাবাসীকে আর দুটো ট্যাক্স দিতে হবে না, ঘোষণা মেয়রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ কর জমা দেওয়া নিয়ে কলকাতাবাসীর অনুযোগের অন্ত ছিল না। শহরবাসীর মতে, 'থাকি রাজ্যের রাজধানীতে, অথচ দু দু'জায়গায় কর দিতে হয়'! মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন জবাবি ভাষণে এ নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে শহরবাসীকে আর দু'জায়গায় কর দিতে হবে না। 'এক শহর এক নিয়ম', এই নীতিতে শহরবাসীকে এখন থেকে একটাই মাত্র ট্যাক্স দিতে হবে। সাধারণত পুরসভা এলাকার বাসিন্দাদের শুধুমাত্র পুরসভাকেই কর দিতে হয়। পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে কর দিতে যেতে হয় বিএলআরও বা ভূমি সংস্কার দফতরে। কিন্তু কলকাতাবাসীর ক্ষেত্রে পুরসভার পাশাপাশি বিএলআরও দফতরেও কর দিতে হয়। দু'জায়গায় কর জমা দিতে গিয়ে হয়রানিরও শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। সারা রাজ্যের জন্য এক নিয়ম অথচ তাঁদের জন্য আলাদা নিয়ম কেন, এ নিয়েও শহরবাসীর তরফে অতীতে বারে বারে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। দেরিতে হলেও পুর কর্তৃপক্ষ সেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়ায় খুশি নাগরিকরা। কী সেই সমাধান? পুরসভা সূত্রের খবর, বিএলআরও দফতরের খাজনা বা মিউটেশন সরাসরি বন্ধ করার ক্ষমতা পুরসভার নেই। এজন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। বিষয়টি জটিল। এদিকে শহরবাসীরও হেনস্থা কমানো জরুরি। তাই এ ব্যাপারে পুরসভার তরফে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের সচিবের সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা করা হয়।

পুরসভা সূত্রের খবর, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জিএসটির মধ্যে যেমন এসজিএসটি এবং সিজিএসটি থাকে অনেকটা সেই আদলে কলকাতা পুরসভার কর ও বিএলআরও খাজনা এক সঙ্গে আদায় করা হবে। এরপর নিজেদের প্রাপ্য টাকা বুঝে নেব পুরসভা। এর ফলে শহরবাসীকে দু'জায়গায় কর জমা দিতে যেতে হবে না। হয়রানি যেমন কমবে তেমনই পুরসভা এবং বিএলআরও দফতরও নিজেদের প্রাপ্য ভাগ করে নেবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''ইতিমধ্যে কলকাতা পুরসভার তরফে রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত মিললেই চালু হয়ে যাবে এই নতুন নিয়ম।'' মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করলেন ভবিষ্যতে কলকাতা লন্ডনের চেয়েও উন্নত হবে। বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে তিনি তাঁর জবাবি ভাষণে বলেন, ''যাদবপুর থেকে টালিগঞ্জ জলের প্রকল্পের জন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'' এর পাশাপাশি প্লাস্টিক রোড নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। মেয়র এদিন বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গই প্রথম প্লাস্টিক রোড নির্মাণ শুরু করে, যা পরে অন্যান্য পুরসভাগুলিও গ্রহণ করেছে।'' তাঁর কথায় উঠে আসে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেআইনি নির্মাণ। বাঘাযতীন-সহ শহরের নানা বাড়ি নিয়ে যখন উত্তাল পরিস্থিতি তখন মেয়রের দাবি, ''বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আজহাদ মোল্লা বাগানের ঘটনার পর এই বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৫ হাজার নির্মাণ কাজের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। ৫০০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং ১৫০টিরও বেশি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে।'' কীভাবে কলকাতা লন্ডনের চেয়েও উন্নত হবে? তার একটা আন্দাজ তিনি দিলেন মঙ্গলবার। ২০ হাজার আনঅ্যাসেস প্রপার্টিকে অ্যাসেসমেন্টের আওতায় আনার হচ্ছে বলে জানালেন। কলকাতার অভ্যন্তরে আলাদা কর আরোপ করা হবে না। অ্যাডেড এরিয়ার জন্যও একই কর ব্যবস্থা চালু থাকবে, যেখানে এতদিন নাগরিকদের দু'টি কর দিতে হত। এই নতুন কর ব্যবস্থার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। রাস্তা, জল ও শহরের পরিকাঠামোর পর উন্নত শহরের অন্যতম মূল ভিত্তি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রাজ্য সরকার কতোটা এগিয়ে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফিরহাদ হাকিম। বলেন, ''কোভিড পরিস্থিতিতে যখন বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল, তখন একমাত্র কলকাতা পুরসভা ২৪ ঘণ্টা নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে।''

মমতার সঙ্গে মঞ্চে থাকবেন অভিষেক ইনডোর-বৈঠকের নকশা যেভাবে সাজানো হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূলের শেষ বর্ধিত কর্মিসভা হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে। তার পর থেকে গত এক বছরের বেশি সময়ে কোনও বড় কর্মিসভা হয়নি। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোরের বৈঠক নিয়ে তাই দলের মধ্যেও কৌতূহলের পারা চড়ছে। তার কারণ বহুবিধ। এক, প্রায় দেড় বছর আগে যে শেষ কর্মিসভা হয়েছিল, তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন না। মঞ্চে বা সভাস্থলে তো নয়ই, নেতাজি ইনডোরের আশপাশে তাঁর কোনও ছবি বা পোস্টারও ছিল না। দুই, এবারের সভাকে ঘিরে রদবদলের চিন্তাও অনেককে ভাবাচ্ছে। এবারের সভায় অভিষেকের থাকা বা না থাকার সম্ভাবনা নিয়েও দলে

জল্পনা ছিল। তার সঙ্গত প্রেক্ষাপটও রয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে মমতা ও অভিষেকের মধ্যে আপাতভাবে একটা মতান্তরের ছবি দেখা গিয়েছে। একুশের ভোটের পর থেকে সংগঠন কার্যত একা হাতে দেখছিলেন অভিষেক। কিন্তু আরজি কর কাণ্ড উত্তর সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এও বলতে শোনা গেছে যে, তিনিই শেষ কথা। তিনিই দল চালাবেন। তবে কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোরের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকবেন। এবং সেই কারণে দুটি ফুলের তোড়ার আয়োজন রাখতে বলা হয়েছে। ছাব্বিশের ভোটের দিকে তাকিয়ে দুজনেই সাংগঠনিক সংস্কার ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে কথা বলবেন। তাঁদের বক্তৃতার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে, ভোটার তালিকায় ভুয়ো তথা ভূতুড়ে ভোটার। তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদল অনেক দিন ধরেই বকেয়া রয়েছে। তা সে অঞ্চল, ব্লক বা জেলা স্তরে হোক বা মন্ত্রিসভায়। দলের ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন তথা ছাত্র, যুব, শ্রমিক সংগঠনের রদবদলের বিষয়টিও বকেয়া রয়েছে। অনেকে মনে করছেন, নেতাজি ইনডোরের মঞ্চ থেকেই এক প্রস্ত রদবদলের ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। তাঁদের মতে, দিদি কী করবেন তা স্পষ্ট না হলেও এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে তৃণমূলে পোড় খাওয়া প্রৌঢ় নেতারা মনে করছেন, নেতাজি ইনডোরে প্রায় ১৪ হাজার কর্মী, নেতার সামনে হয়তো এমন কোনও ঘোষণা হবে না। কর্মিসভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা হবে। আরও একটি ঘটনা এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। ফেব্রুয়ারির শেষে তথা ২৭ ফেব্রুয়ারি এই সভা করার ব্যাপারে গোড়ায় আপত্তি ছিল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর। কারণ, ২৬ তারিখ শিবরাত্রি। জেলায় অনেক নেত্রী বা নেতা ওই দিন উপোস রাখেন। তার পর দিনই সভা করা ঠিক হবে না বলে মত ছিল তাঁর। কিন্তু গত শুক্রবার রাতেই কালীঘাটে স্থির হয়ে যায়, ২৭ তারিখেই সভা করতে হবে। শনিবার বারবেলায় দিদির সঙ্গে অভিষেকের দেখা হয়। তার পরই মিলন সমিতির মাঠে বসে থাকা সুব্রত বক্সী-ফিরহাদ হাকিমদের কাছে ফোন আসে, সভা হবে বৃহস্পতিবারই। এখন তারই তোড়জোড় চলছে।

রেখার ব্রহ্মাস্ত্র! আবগারি-কাণ্ডে বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করতেই সাসপেন্ড ১২ আপ বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ নির্বাচন মিটেছে। নতুন সরকারও গড়েছে। কিন্তু তাতেও নামেনি রাজনৈতিক পারদ। সপ্তাহের শুরুতেই রাজধানীর বুকে বাঁধল হইচই। নতুন সরকার গড়ার পরেই 'আপের শেষ দেখে নেওয়ার' হুঁশিয়ারিটা পদ্ম শিবির দিয়ে দিয়েছিল। এবার সেই 'শেষ দেখার' পর্বই যেন শুরু হল রাজধানীর বুকে। নির্বাচনের সময় থেকে বিজেপি সুর চড়িয়েছিল যে ক্ষমতায় এলে আপের একাধিক 'কেলেঙ্কারির' ক্যাগ বা সিএজি রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনবে তারা। সেই কথা মতোই কাজে নেমে পড়েছে পদ্ম শিবির। বিধানসভায় আয়োজিত তিন দিনের বিশেষ অধিবেশনে আপের আমলে ঘটা আবগারি কেলেঙ্কারি নিয়ে ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করল তারা। আর তারপরেই বাঁধল হইচই। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার অধিবেশনের শুরু থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে টানা স্লোগান চালাতে দেখা যায় বিজেপিকে। অধ্যক্ষ থামানোর চেষ্টা করলেও, তাতে কান দেননা আপ বিধায়করা। আর সেই হই হট্টগোলের মধ্যে বিধানসভায় নিজেদের ব্রহ্মাস্ত্র বের করে বিজেপি। আপের আবগারি কেলেঙ্কারির ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত। তারপরেই সুর একেবার সপ্তমে। দ্বিতীয় দিনেই উত্তাল হল অধিবেশন। তবে একদিকে আপের বিরুদ্ধে বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করল বিজেপি। অন্যদিকে, আপ চলল অম্বেডকর ইস্যুতে। কেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর ঘর থেকে অম্বেডকরের ছবি সরিয়ে মোদির

ছবি বসানো হয়েছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলল তারা। যার মাশুলও গুনতে হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। হইচই, উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরির দায়ে বিধানসভা থেকে এক দিনের জন্য সাসপেন্ড হলেন আপের ১২ বিধায়ক। সাসপেন্ড হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশি মারলেনাও। মুলতুবি অধিবেশন। তবে সাসপেন্ড হওয়ার পরে কিন্তু থেমে থাকেনি সেই ১২ আপ বিধায়ক। বিধানসভার অন্দর থেকে বেরিয়ে ওই চত্বরেই হাতে বাবা অম্বেডকরের ছবি হাতে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ দেখায় তারা। পদ্ম শিবিরের দিকে তোপ দেগে অতিশি আবার বলেন, ''মোদি কি বাবা অম্বেডকরের থেকেও বড়? উনি তো মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের ঘরে অম্বেডকরের ছবি সরিয়ে দিয়ে নিজের ছবি বসিয়ে দিয়েছেন।'' অবশ্য, আপের এই অম্বেডকর ইস্যুর পাল্টা ক্যাগ রিপোর্টকে রেখেছে বিজেপি। এদিন প্রবেশ ভর্মা বলেন, ''সময় ঘনিয়ে এসেছে। যে ক্যাগ রিপোর্টের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করছিলাম তা এবার সামনে আসছে।''

২০০টি সিএনজি বাস কিনছে রাজ্য পরিবহণ দফতর, অর্থ দফতরের সম্মতি মিলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিমধ্যেই সরকারি বাস আগের থেকে বেশি রাস্তায় নামানো হয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে রুট নতুন

করা হয়েছে। সরকারি বাস পরিষেবা নিয়ে যাতে কোনও ক্ষোভ তৈরি না হয় সেটা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কদিন আগে তো এই দফতরকে সাইলেন্ট ডিপার্টমেন্ট বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। এবার যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে নতুন বাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। আর সেটা যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য পরিবহণ দফতরকে আর্থিক অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দফতর। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ১৫ বছর হয়ে যাওয়া বাস-সহ অন্যান্য যানবাহন শহরের রাজপথ থেকে তুলে ফেলতে বলা হয়েছে। কারণ সেটা না করলে বায়ুদূষণ মারাত্মক বেড়ে যাবে। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, এই কারণে বড় এবং মাঝারি মাপের তিন ধরনের বাতানুকূল বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই তিন ধরনের বাসের নাম দেওয়া হয়েছে মিডি, সেমি এবং ডিলাক্স। শহরের পথে বাস কমে যাওয়ায় যাত্রীদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বলে অভিযোগ। সেই সমস্যা দ্রুত মেটাতেই টেন্ডার প্রক্রিয়া করে নতুন বাস রাস্তায় নামাতে চাইছে পরিবহণ দফতর। চলতি বছরের দুর্গাপুজোর আগেই এই সিএনজি বাস কলকাতার রাজপথে নামানো হবে। তেমনই পরিকল্পনা করা হয়েছে। নতুন এই ২০০টি সিএনজি বাস কেনার জন্য ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে অর্থ দফতর। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই বহু পুরনো বাস তুলে দেওয়া হয়েছে। তাতে পথে বাস কম মিলছে বলে অভিযোগ। আর তাই বাস কিনে সেই অভাব পূরণ করতে চায় রাজ্য সরকার। ১২ মিটারের সেমি ডিলাক্স বাস ১২০টি কেনা হচ্ছে। যার প্রত্যেকটির দাম ৬৫ লাখ টাকা। আর একই মাপের ডিলাক্স বাস ৫০টি কেনা হচ্ছে। যার প্রত্যেকটির দাম ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ৯ মিটার লম্বা মিডি বাস ৩০টি পথে নামবে। যার একটি বাসের দাম ৪২ লক্ষ টাকা। এই আবেদন অর্থ দফতরের কাছে আগেই জানিয়েছিল পরিবহণ দফতর। তাতে সম্মতি মিলেছে। এই তড়িঘড়ি ব্যবস্থার পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর সেই ভর্সনা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন বাস কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পরিবহণ দফতর। শহরের বুকে যে সরকারি বাস বাড়ানো হয়েছে সেটা এখন দেখা যাচ্ছে। তার উপর লেডিস স্পেশাল বাসও চালু হয়েছে হাওড়া থেকে। এবার নতুন সিএনজি বাস নামানোর বিষয়টি নিশ্চিত হতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে ৯০০ জন বাসচালক এবং কন্ডাক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবহণ দফতরের এক অফিসার বলেন, ''এখন বেশ কিছু নতুন বাস কেনা হচ্ছে। যাতে পরিবেশবান্ধব সব কিছু থাকবে। তাই অনেক ভাবনাচিন্তা করেই ২০০টি সিএনজি চালিত বাস কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রী পরিষেবা এবং পরিবেশ দূষণ দুটি কাজ একসঙ্গে হবে।''

হিমাচলে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস, জারি কমলা সতর্কতা

শিমলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, এই সময়ে হিমাচল প্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। এই মর্মে কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি প্রত্যাশিত।এই সময়ের মধ্যে লাহৌল-স্পিতি, কিন্নর এবং কাংড়া, চাম্বা, শিমলা, কুল্লু, মান্ডি এবং সিরমাউরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চাম্বা, কাংড়া, কুল্লু এবং মান্ডি জেলায় ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত। একইরকম আবহাওয়া থাকবে ২৭ ফেব্রুয়ারিও। এরপর ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি শিমলা এবং সিরমাউরের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি এবং তুষারপাত হতে পারে। আবার উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর এবং সোলানে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

বঙ্গোপসাগরে ভূমিকম্প কেঁপে উঠল কলকাতাও, তীব্রতা ৫.১

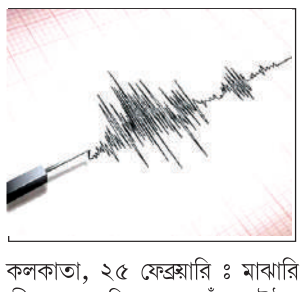

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বঙ্গোপসাগর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৬.১০ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল বঙ্গোপসাগরের ৯১ কিলোমিটার গভীরে। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এবং উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া, কাঁথি, দিঘায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশেও ঢাকা-সহ পশ্চিম প্রান্তের উপকূলের কিছু অঞ্চলে কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে কলকাতাও। কম্পন অনুভূত হয়েছে ওড়িশাতেও। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, হলদিয়া থেকে ২৮৬ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং কলকাতা থেকে ৩৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

আইএসএলঃশীর্ষ ছয়ের লড়াইয়ে কারা এগিয়ে, দেখে নেওয়া যাক

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আইএসএল ২০২৪-২৫ লিগ পর্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সব দলেরই কমপক্ষে দুটি খেলা বাকি আছে এবং অনেকেই শীর্ষ ছয় স্থানের জন্য লড়াই করছে।২০২৩-২৪ ফর্ম্যাট অনুসারে, শীর্ষ দুটি দল সরাসরি সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে, আর তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী দলগুলি অবশিষ্ট স্থানের জন্য একক লেগের প্লেঅফে প্রতিযোগিতা করে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, যারা গতবারের মতোএবারও আইএসএল শিল্ড ধরে রাখার প্রথম দল। তারাই এখনও পর্যন্ত একমাত্র দল যারা সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে।আর এফসি গোয়া, জামশেদপুর এফসি এবং বেঙ্গালুরু এফসি - দ্বিতীয় স্থানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে এখানে এফসি গোয়া ২১ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানের লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে।আর প্লে-অফে ৩টি স্থান নিশ্চিত করতে যে ৮টি দল রয়েছে তারা হল- বেঙ্গালুরু এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড,মুম্বাই সিটি এফসি, ওড়িশা এফসি, কেরলব্লাস্টার্স,ইস্টবেঙ্গল এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও চেন্নাই এফসি।

কৃষক কল্যাণই এনডিএ সরকারের অগ্রাধিকারঃপ্রধানমন্ত্রী

ভাগলপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষক কল্যাণই এনডিএ সরকারের অগ্রাধিকার, দেশের অন্নদাতাদের আশ্বস্ত করে গত সোমবার এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারের ভাগলপুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের ১৯-তম কিস্তির অর্থ বন্টনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি লালকেল্লা থেকে বলেছিলাম, বিকশিত ভারতের চারটি শক্তিশালী স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভগুলি হল দরিদ্র, কৃষক, মহিলা এবং যুবক। এনডিএ সরকারের অগ্রাধিকার হল কৃষকদের কল্যাণ।আরজেডি তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের নাম না করেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, একজন কৃষকের কৃষিকাজের জন্য ভালো বীজ, পর্যাপ্ত ও সস্তা সার, সেচের সুবিধা, রোগ থেকে পশুদের সুরক্ষা এবং দুর্যোগের সময় ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা প্রয়োজন। এর আগে এসব দিক থেকে কৃষকরা সমস্যায় ঘেরা ছিল। যারা পশুখাদ্যে দুর্নীতি করে তাঁরা কখনওই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না। এনডিএ সরকার এই অবস্থার পরিবর্তন করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আগে ইউরিয়ার জন্য কৃষকদের ওপর লাঠিচার্জ করা হত, আর ইউরিয়া কালোবাজারি হতো। বর্তমানে কৃষকরা পর্যাপ্ত সার পান। এমনকি করোনা সংকটের সময়েও আমরা কৃষকদের সারের অভাবের সম্মুখীন হতে দিইনি। এনডিএ সরকার না থাকলে কী হতো? এনডিএ সরকার না থাকলে এখনও কৃষকদের সারের জন্য লাঠি চার্জের মুখোমুখি হতে হতো। যদি এনডিএ সরকার না থাকত, তাহলে কৃষকরা ৩০০০ টাকার বিনিময়ে এক ব্যাগ ইউরিয়া পেতেন।অন্যদিকে বিগত ১০ বছরে দেশে কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পিএম-কিষাণ-এর ৬ বছর পূর্ণ হওয়ায় দেশজুড়ে আমাদের কৃষক ভাই ও বোনদের অনেক অনেক অভিনন্দন। এটা আমার জন্য অত্যন্ত তৃপ্তি এবং গর্বের বিষয় যে, এখনও পর্যন্ত তাদের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছেছে। আমাদের এই প্রচেষ্টা অন্নদাতাদের সম্মান, সমৃদ্ধি এবং নতুন শক্তি দিচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, গত ১০ বছরে আমাদের প্রচেষ্টার ফলে দেশে কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষকদের দেওয়া আর্থিক সহায়তা বাজারে পৌঁছানো তাঁদের কাছে সুগম হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষির খরচ কমেছে এবং তাঁদের আয়ও বেড়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও আরজেডি-র তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ কৃষকদের কল্যাণ করতে পারবে না। বিহারের ভাগলপুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের ১৯-তম কিস্তির অর্থ বন্দনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কৃষির জন্য এই (কংগ্রেস এবং আরজেডি) লোকজন যে বাজেট রেখেছিল, আমরা সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তার থেকে বহুগুণ বেশি টাকা পাঠিয়েছি। কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ এটা করতে পারবে না। এই কাজটি কেবল সেই সরকারই করতে পারে, যে সরকার কৃষকদের কল্যাণে নিবেদিত। কংগ্রেস হোক অথবা জঙ্গলরাজ সরকার (আরজেডি), আপনাদের সমস্যা তাদের কাছে কোনও গুরুত্ব পায় না।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আগে যখন বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি হতো, তখন এই মানুষগুলি (আগের সরকারগুলি) কৃষকদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিত। আপনারা যখন ২০১৪ সালে এনডিএ-কে আশীর্বাদ করেছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম এমনটা আর হবে না। এনডিএ সরকার 'পিএম ফসল বীমা প্রকল্প' তৈরি করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকরা দুর্যোগের সময় ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা পেয়েছেন।

প্রয়াগরাজকে বদনাম করতে কোনও খামতি রাখেনি সপাঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, তাঁরা (সমাজবাদী পার্টি) প্রযাগরাজকে বদনাম করতে কোনও খামতি রাখেনি। আপনারা প্রয়াগরাজ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রয়াগরাজকে অপমান করার উপায় খুঁজছিল। কিছু মানুষ সংসদে বলছিলেন, মহাকুম্ভে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে। কিন্তু মহাকুম্ভের সময় ২৮ হাজার মানুষ তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস শুধুমাত্র ভারতকে বদনাম করতে চায়। তাঁদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে হতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, গত সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে 'মুখ্যমন্ত্রী বিবেকাধিন কোশ' থেকে জনসাধারণকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাও আবার কোনও বৈষম্য ছাড়াই। যখন সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় ছিল, তখন শুধুমাত্র সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের টাকা দেওয়া হত। বিজেপি সরকারে অর্থ দেওয়া হচ্ছে কোনও বৈষম্য ছাড়াই। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশে মাত্র ১৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছিল। আমাদের সরকার গঠনের পর প্রতিটি জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আরো ৩১৫টি পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃআরো ৩১৫টি পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল ত্রিপুরার মন্ত্রিসভা। গত শনিবার মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট পদগুলি পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যে দপ্তরগুলির জন্য এই ৩১৫ জনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলি হল, বন দপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, অর্থ দপ্তর, সমবায় দপ্তর, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তর। এই ৩১৫টি পদের মধ্যে ২টি পদ প্রমোশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দিতে গিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার মুখপাত্র তথা পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বন দপ্তরের অধীনে ১০৪ টি ফরেস্টারের পদ পুরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বন দপ্তর বোর্ড তৈরি করে পরীক্ষার মাধ্যমে এই পদগুলি পূরণ করবে। এছাড়া রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অধীন ট্রেজারি ডাইরেক্টরিতে অডিটর হিসেবে ১৪০টি পদ পূরণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে। এই ১৪০টি অডিটরের পদে অর্থ দপ্তর বোর্ড গঠন করে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে।সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী আরো জানান, সমবায় দপ্তরে অডিটর, ইনভেস্টিগেটর, স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনভেস্টিগেটর গ্রুপ সি নন গেজেটেড ৩০টি পদ পূরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরে ৩৪টি সুপারভাইজারের পদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী আরো জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীন দুটি বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার গেজেটেড পদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের ইউডিসি দুটি এবং গ্রুপ ডি তিনটি পদ পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, এর মধ্যে পর্যটন দপ্তরের ইউডিসি দুটি পদ প্রমোশনের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে।

নারায়ণ তুমি আরও সিরিয়াস হও...'', স্বাস্থ্য সচিবকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে ফের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নাম করে সোমবার বলেন নারায়ণ, তুমি আরও সিরিয়াস হও। নিজেদের যোগাযোগ আরও বাড়াও।এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিবকে বলেন, তোমাকে আরও আইএএস দিয়েছি। আমার খারাপ লেগেছিল শুনে, সুপ্রিম কোর্টে একজন বলেছিলেন, বাংলার হাসপাতালে তুলো পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, কোনও ভাবেই মেয়াদ উত্তীর্ণ 'এক্সপায়ার্ড ওষুধ' স্যালাইন ব্যবহার করা যাবে না। প্রতি ৩ মাস অন্তর পরীক্ষা করবেন সুপার, প্রিন্সিপালরা।মমতা বলেন,নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে বলব সব মেডিক্যাল কলেজে স্পোর্টস ও কালচারাল সক্রিয়তা বাড়ুক। কলেজ টু কলেজ প্রতিযোগিতা হোক। হাসপাতালের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক। মানসিকতার বিকাশ হোক। ইএসআই কর্পোরেশনের ডাক্তারদের জন্য আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা করব। সিনিয়রদের বলব, জুনিয়রদের ওপর সব ছেড়ে দেবেন না। আপনারা আট ঘণ্টা অন্তত সরকারি হাসপাতালে দিন। কোনও জরুরি রোগী থাকলে সরকারি হাসপাতালে ডেকে নিয়ে চিকিৎসা করুন।প্রসঙ্গত, আর জি কর-কাণ্ড এবং তার পরবর্তী আন্দোলনে বার বার প্রশ্ন উঠেছিল স্বাস্থ্যসচিবের ভূমিকায়। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম দাবি ছিল স্বাস্থ্যসচিব পদ থেকে নিগমের অপসারণ। তবে মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই পাশে থেকেছেন নিগমের। প্রতি বারই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবি মানা সম্ভব নয়।নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার, হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ ১০ দফা দাবিতে সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অনির্দিষ্টকাল অবস্থানে বসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ওই ১০ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ। মমতা সেখানে আচমকা চলে যান। তার পরে তাঁর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের একাধিক বৈঠক হয়। প্রতিটি বৈঠকেই নিগমকে অপসারণ করার দাবি ওঠে। কিন্তু প্রতিটি বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন, নিগমকে সরানোর প্রশ্ন ওঠে না। যদিও আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল-সহ কয়েক জন পদস্থ পুলিশ অফিসার এবং স্বাস্থ্য আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।সেই নিগমের কাজ নিয়ে এ বার চিকিৎসকদের সম্মেলনেই প্রকাশ্য মঞ্চে অনুযোগের সুর মমতার গলায়। দফতরে আধিকারিক স্তরে মতানৈক্য কমাতে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করতে বললেন তিনি।

টালার প্রাক্তন ওসি-র সিম কার্ড তাঁরা এখনই ফেরত দেবে না, হাইকোর্টকে সিবিআই

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আর জি কর মামলার তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে শিয়ালদহ আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা স্পষ্ট জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজি মণ্ডলের সিম কার্ড তারা এখনই ফেরত দেবে না।সিবিআই এই আর্জির প্রেক্ষিতে জানিয়েছে, ওই সিম কার্ডটি তদন্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাতে অনেক কিছু তথ্য থাকতে পারে যা তদন্তের গতি বাড়াবে। তাই এখনই সেই সিম কার্ড ফেরত তাঁরা দিতে পারবেন না। এছাড়া তাঁদের তরফে এও জানানো হয়েছে, খুব দ্রুত এই মামলার অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হবে।দিন কয়েক আগে, সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালতের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁদের সেই আবেদনের শুনানিতেই আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল

''আর জি কর কাণ্ড স্বাধীন ভারতে এ রাজ্যের সব থেকে কালিমালিপ্ত অধ্যায়'', দাবি শুভেন্দুর

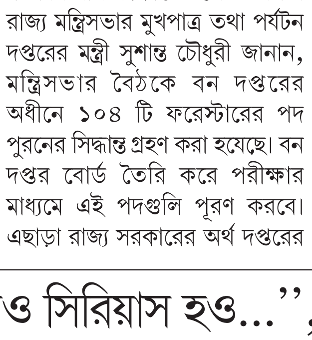

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এক্স হ্যান্ডলে শুরু ও শেষে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লিখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত সোমবারের ভূমিকার সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেছেন, আর জি কর ধর্ষণ কাণ্ড স্বাধীন ভারতে ঘটা পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে কালিমালিপ্ত অধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে সেই বার্তা পুনরায় পোস্ট করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।ওঁদের পোস্টে লেখা, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার বোনটি আজও বিচার পাননি। বোন অভয়ার বাবা মা প্রতিদিন বিচারের দাবীতে মহামান্য আদালতের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। বোন অভয়ার সহকর্মী চিকিৎসকরা এখনো বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত ও সংঘবদ্ধ।এরকম একটা প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী ধনধান্য স্টেডিয়াম থেকে সরকারি চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন যা আদপে চিকিৎসকদের আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার এক সুস্পষ্ট পরিকল্পিত ছক।সরকারি চিকিৎসকদের আন্দোলনের ফলে দেশে বিদেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ পুড়েছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জীর্ণ দশা দেশের সামনে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে, যা অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অস্বস্তিকর।আজ সরকারি চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণার ফলে চিকিৎসকদের বেতন যে যসামান্য বেড়েছে তার সাথে যে পরিমাণ সামান্য শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয় তা যোগ করে মাসের শেষে যে টাকা তারা হাতে পাবেন তা দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে একই পদে কর্মরত চিকিৎসকরা যে বেতন পান তার থেকে অনেকটাই কম, সুতরাং এই বেতন বৃদ্ধিতে সরকারি চিকিৎসকরা উপকৃত হবেন না। আর নার্স, স্বাস্থ্য কর্মচারীরা ও এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োজিত হাসপাতালের কর্মচারীগণ এই বেতন বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হলেন তাদের বিষয়ে সরকারের কোনও চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে মনে হয় না।এছাড়া সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি চিকিৎসকদের চিকিৎসার কাজ থেকে জোর করে ডেকে এনে একটি সভায় উপস্থিত করালেন। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে রোগীরা পরিষেবা পেলেন না, এতে ওনার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। আসলে তিনি নিজের ভাষণ শোনাতেই চিকিৎসা পরিষেবা থেকে চিকিৎসকদের বিরত রেখে একটি কর্মব্যস্ত দিনে এমন একটি সভা করলেন।মমতা ব্যানার্জী এছাড়াও প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে ফেস্ট আয়োজন করার জন্য দু'কোটি টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। বিগত দশ বছর ধরে মেডিক্যাল কলেজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। এত দিন শাসকদলের ছাত্র নেতারা ফেস্টের টাকা নয়ছয় করতো, এ বার মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির লাইসেন্স দিয়ে দিলেন।রোগী পরিষেবা যেখানে নিম্ন মানের সেখানে এই অনুদান মানানসই? রোগীদের স্যালাইন বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে, সেখানে ২ কোটি টাকা ফেস্টের জন্য অনুদান! এটা কি নির্বাচনের আগে ঘুষ?আর মন্ত্রী শশী পাঁজার নেতৃত্বে চিকিৎসকদের সংগঠন তৈরি করা আসলে ডাক্তারবাবুদের আন্দোলন থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের সংগঠন ভূমিষ্ঠ করার উদ্যোগ,যা আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন তৈরী করার চক্রান্ত মাত্র।মমতা ব্যানার্জী আসলে ভয় পেয়েছেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন তার সরকারের অপশাসন, তোষণের রাজনীতির কারণে সমাজের একটা বড়ো অংশের ভোট তার বিরুদ্ধে যাবে, তাই সরকারি চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধি, মেডিক্যাল কলেজগুলিকে দু'কোটি টাকা এই সব ঘোষণা ২০২৬ বিধানসভার প্রাক্কালে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার একটা সুচতুর কৌশল মাত্র।

ছোট শহরে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া গেলে, বড় প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ কমবেঃরাষ্ট্রপতি

পাটনা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ছোট শহরে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া গেলে, বড় প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ কমবে। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার পাটনার বাপু সভাঘরে পাটনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (পিএমসিএইচ) শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এআই এবং রোবোটিক্সের উদাহরণ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার রোগীদের চিকিৎসায় সক্ষমতা ও নির্ভুলতা বাড়াবে।৫৪০০ শয্যা বিশিষ্ট পিএমসিএইচ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল হিসেবে গড়ে উঠতে পেরে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবায় কাজ করার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিজয় কুমার সিনহা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহা শিবরাত্রিতে শেষ মহাকুম্ভ মেলা, ভিড় সামলাতে সবরকম বন্দোবস্ত

প্রয়াগরাজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভমেলা বুধবার মহা শিবরাত্রির দিন সরকারিভাবে শেষ হচ্ছে। প্রশাসন দিনটি চিত্তাকর্ষক এবং সুচারুভাবে সব কিছু সম্পন্ন করার জন্য সব রকম বন্দোবস্ত করেছে। সুরক্ষা এবং পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রয়াগাজের জেলাশাসক রবীন্দ্রকুমার মান্দাদ বলেছেন, মেলায় আশা পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা এবং সুবিধা দেওয়াই তাঁদের অগ্রাধিকার।বিভিন্ন স্নানের ঘাট এবং মন্দিরগুলিতে প্রতিনিয়ত পরিষ্কারের কাজ চলছে বলেও তিনি জানান। আজ বিপুল ভিড় সামাল দিতে আরও বেশি সংখ্যক পুলিশ হোমগার্ড, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং প্রশাসনিক দলকে কাজে লাগানো হয়েছে। আজ মহাকুম্ভ মেলা চতুর্থ তথা শেষ শাহী স্নান। মঙ্গলবার থেকেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী প্রয়াগরাজ এসে পৌঁছেছেন।

অসম শীঘ্রই উত্তর-পূর্বের উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠবেঃপ্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অসম স্টার্টআপ হাবে পরিণত হচ্ছে, শীঘ্রই উত্তর-পূর্বের উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০ বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামো শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছেন, অসম উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি উপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠবে।প্রধানমন্ত্রী জানান, তার সরকার এই অঞ্চলে যোগাযোগ, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, ভারত কম খরচে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য মিশন মোডে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, গত কয়েক বছরে অসমের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বাড়ল দিল্লি বিধানসভার অধিবেশনের মেয়াদ, সাসপেন্ড ২১ জন এএপি বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ আরও দু'দিনের জন্য বাড়ল দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন। ৩ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন। এদিকে, বিধানসভায় অনভিপ্রেত আচরণের জন্য আম আদমি পার্টির মোট ২১ জন বিধায়ককে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২১ জন এএপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।মঙ্গলবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিধানসভায় হইচই শুরু করেন এএপি বিধায়করা। প্রথমে ১১ জন এবং পরে আরও একজনকে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়। পরে দিল্লি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্তা মোট ২১ জন এএপি বিধায়ককে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করেছেন।

সুতন্দ্রার খুনীদের পরিচয় বের করে তা প্রকাশের দাবি তথাগতের

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সুতন্দ্রার খুনীদের পরিচয় বের করে তা প্রকাশের দাবি করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি এক্সবার্তায় এ নিয়ে মন্তব্য করেন।তথাগতবাবু লিখেছেন, সুতন্দ্রাা মুখোপাধ্যাযকে কারা গাড়ির ধাক্কা দিয়ে খুন করল তাদের পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক । মনে হচ্ছে তারা প্রভাবশালী, সেইজন্য তাদের গাড়ি ধরা পড়া সত্ত্বেও তাদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না ! মিডিয়ার প্রতি ও বিরোধী দলগুলির প্রতি আবেদন, তাদের পরিচয় খুঁজে বের করুন ও প্রকাশ করুন।প্রসঙ্গত, সোমবারের ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই এসইউভি-র আরোহীরা গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কেন তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সুতন্দ্রা পরিবারের প্রশ্ন, এত সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কেন এখনও পুলিশ চিহ্নিত করতে পারল না যে ওই গাড়িতে কারা ছিল? কেন ওই গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা এখনও পুলিশি নাগালের বাইরে? জাতীয় সড়কে রেষারেষির ঘটনা কেন টহলদার পুলিশদের নজর এড়াল, উঠছে সেই প্রশ্নও।

ফের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, ৮০ জনের রাজ্য কমিটিতে মহিলা সদস্য ১৪ জন

হুগলি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সম্পাদক পদে মহম্মদ সেলিমের উপরেই আস্থা রাখল সিপিআই (এম)। হুগলির ডানকুনিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সিপিএমের ২৭তম সম্মেলনে নবগঠিত রাজ্য কমিটির প্রথম সভায় সেলিমকে সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্য সম্পাদক পদে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি দলের রাজ্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন।এই সম্মেলনে সিপিএম-এর ৮০ জন সদস্যের যে নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে রয়েছেন দলের ১৪ জন মহিলা সদস্য। তালিকায় রয়েছেন দেবলীনা হেমব্রম, রমা বিশ্বাস, রূপা বাগচি, গার্গী চ্যাটার্জি, বিলাসীবালা সহিস, কণিনিকা ঘোষ, মধুজা সেন রায়, শ্যামলী প্রধান, মীনাক্ষী মুখার্জি, আত্রেযী গুহ, শেখ হাসিনা, গীতা হাঁসদা, জাহানারা খান ও কেনিজ রবিউল ফতিমা (আলেয়া)। সর্বসম্মতিক্রমেই রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মহম্মদ সেলিম। সেইসঙ্গে পাঁচ জন বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে স্থান পেয়েছেন - বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, অমিয় পাত্র, রবীন দেব এবং জীবেশ সরকার।

মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস, জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা

মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃমুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল মুম্বইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার ও বুধবার এই দু'দিন তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকায়। এই মর্মে হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে অনেকটাই।আইএমডি, মুম্বই মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ও বুধবার মুম্বই এবং আশেপাশের অঞ্চলে তাপপ্রবাহের প্রেক্ষিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, কারণ এই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ফেব্রুয়ারি মাসের স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১২ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২৬ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০৯ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ০১০ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ০৭ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ০৬ ফাল্গুন, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আবারও কিছু দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে। দার্জিলিঙে হতে পারে তুষারপাত।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তার পরের তিন দিনে তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গেও মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিঙের কোথাও কোথাও তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১১মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৬মিনিট

১মার্চ আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও হাসপাতাল সামগ্রী প্রয়োজনীয়তার প্রদর্শনী

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অল বেঙ্গল প্রাইভেট নার্সিং হোমস অ্যান্ড হসপিটালস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের সহযোগিতায় শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এস এম সি মেড এক্সপো '২৫ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ১ মার্চ থেকে ৩ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও হাসপাতাল সামগ্রী প্রয়োজনীয়তার প্রদর্শনী হবে জানালেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সভাপতি এবং মেড এক্সপোর'২৫ এর আহ্বায়ক মলয় পিট। শুভ উদ্বোধন হবে আগামী ১ মার্চ ২০২৫, শনিবার, সকাল ১১টায়। এই বহু প্রতীক্ষিত প্রদর্শনীতে সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রদর্শনের কেন্দ্র হিসাবে এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে। যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের অগ্রগতির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং চিকিসা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত সকলের মধ্যে সংযোগ গড়ে উঠবে। প্রধান আকর্ষণ সমূহউদ্বোধন হবে ১লা মার্চ, ২০২৫, সকাল ১১টায় বিশিষ্ট অতিথি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণ করবেন প্রায় ২,০০০চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ প্রায় ১৫০ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ১০০ ওষুধ কোম্পানি অংশগ্রহণ করবে। রোগী পরিষেবাঃ রোগীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করার এবং উন্নত চিকিৎসা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ঃ এশিয়ার খ্যাতনামা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ও ক্যান্সার সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরেশ কুমার সিংভী ১লা ও ২রা মার্চ, ২০২৫-এ উপস্থিত থাকবেন।প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও শিল্পের অন্তর্দৃষ্টি এই সম্মেলনে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার ভবিষ্যতের নতুন পথ উন্মোচন করবে এবং অত্যাধুনিক উদ্ভাবন সমূহ সকলের সামনে তুলে ধরবে। যেমন।এআই এর মাধ্যমে চিকিৎসা সমাধান, হাসপাতাল অটোমেশন এবং পরবর্তী প্রজন্মের রোগ নির্ণয়ের প্রযুক্তি। লাইভ প্রদর্শনী, যেখানে সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি তুলে করা হবে। বিশেষজ্ঞদের প্যানেল আলোচনা যেখানে এআই-এর ভূমিকা, রোগ নির্ণয়, রোগীর যত্ন ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় কীভাবে পরিবর্তন আনছে তা নিয়ে আলোচনা হবে।শিল্প উদ্যোগী, নীতিনির্ধারক ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পেশাদারদের সাথে নেটওয়ার্কিং-এর সুযোগ।উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রচারের লক্ষ্যে SMC MedExpo ২০২৫ চিকিসা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য গুলোর উপর আলোকপাত করবে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলবে।আগামী ১ মার্চ ২০২৫, শনিবার, সকাল ১০টায়ঃ ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কংগ্রেস - এর পরিচালনায় ছয় দেশের শতাধিক বিজ্ঞানীদের নিয়ে ১৬তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন - এর শুভ উদ্বোধন। এই উপলক্ষে আয়োজিত কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এম ডি, এস আই সার্জিকালের সঞ্জয় মুখার্জি, আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুজিত ভট্টাচার্য্য ও সংস্থার কোষাধক্ষ আব্বাসউদ্দীন মোল্লা, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের আহবায়ক শংকর মণ্ডল, ও নির্জন নন্দী সহ আরো অনেকে।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে রেলওয়ে পরিষেবার বিশেষ ব্যবস্থা

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভ ২০২৫-এর চূড়ান্ত অমৃত স্নান ২৬শে ফেব্রয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে পবিত্র স্নান করতে প্রয়াগরাজে পৌঁছেছেন। রবিবার এবং সোমবার, বিহারের পাটনা, দানাপুর, মুজাফফরপুর, গয়া, সাসারাম, কাটিহার, খাগরিয়া, সহরসা, জয়নগর এবং দারভাঙ্গার মতো স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল। একইভাবে, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, লখনউ, অযোধ্যা, বারাণসী, কানপুর, গোন্ডা, দিনদয়াল উপাধ্যায় এবং ঝাঁসি সহ স্টেশনগুলিতে প্রয়াগরাজগামী যাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট, জবলপুর, সাতনা এবং খাজুরাহোর মতো স্টেশনগুলিতেও প্রচুর ভিড় দেখা গেছে, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ, বোকারো, রাঁচি, গড়ওয়া এবং মেদিনীনগরের মতো স্টেশনগুলি থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজের দিকে রওনা হয়েছেন। অমৃত স্নানের পরে, বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং ভক্ত তাদের নিজ নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে, যার ফলে রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ভিড় হতে পারে।এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, পূর্ব উপকূল রেলওয়ে এবং উত্তর রেলওয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে এবং সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সতর্ক এবং কর্তব্যরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। মৌনি অমাবস্যার দিনে রেলওয়ে সফলভাবে ৩৬০ টিরও বেশি ট্রেন চালিয়েছে, ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে। মহা শিবরাত্রি স্নানের পরে, অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং প্রয়াগরাজের কাছাকাছি স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত কোচ স্থাপন করা হয়েছে, যা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হবে। সূত্রগুলি ইঙ্গিত দেয় যে মহাকুম্ভের সময় প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল প্রায় ১৩,৫০০ ট্রেন চালানোর। মহাকুম্ভের ৪২তম দিন পর্যন্ত, ১৫,০০০-এরও বেশি ট্রেন চালানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিপুল সংখ্যক বিশেষ ট্রেন। পুরো ব্যবস্থাটি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও সতীশ কুমারও ট্রেনের কার্যক্রমের উপর নিয়মিত নজর রাখছেন। তিনটি জোনাল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজাররাও তাদের দল নিয়ে রেলওয়ে ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কাজ করছেন।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সমস্ত জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের নির্দেশ দিয়েছেন যে মহাকুম্ভে যাত্রীদের আরামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। মহাশিবরাত্রিতে প্রত্যাশিত ভিড় বিবেচনা করে, রেলওয়ে প্রশাসন ভক্তদের সুবিধার্থে নিরাপত্তা, আশ্রয়, সহজ টিকিট বিতরণ এবং বিপুল সংখ্যক ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। প্রয়াগরাজের বিভিন্ন স্টেশনে ১,৫০০-এরও বেশি বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মী এবং ৩,০০০ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়াগরাজে রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সের ২৯টি স্কোয়াড, মহিলা রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সের ২টি স্কোয়াড, ২২টি ডগ স্কোয়াড এবং ২টি বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াডও মোতায়েন করা হয়েছে। মহাকুম্ভে তীর্থযাত্রীদের উন্নত ভ্রমণ পরিষেবা প্রদানের জন্য স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, সিভিল ডিফেন্স টিম এবং অন্যান্য সকল বিভাগ কাজ করছে।মসৃণ পরিবহন নিশ্চিত করার জন্য, প্রয়াগরাজ এলাকার সমস্ত স্টেশনে অভ্যন্তরীণ চলাচল পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে ভক্তদের তাদের গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে। প্রয়াগরাজ জংশনে, ভক্তদের যাত্রী আশ্রয়কেন্দ্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, রেলওয়ে তার জরুরি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে এবং খুসরো বাগে লোকজনকে আটকে রাখে, যাত্রী আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে নিরাপদে এবং পদ্ধতিগতভাবে ট্রেনে ওঠার ব্যবস্থা করে। প্রয়াগরাজ জংশনের কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে প্রয়াগরাজ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সমস্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন, ট্রেন পরিষেবায় কোনও ব্যাঘাত এড়াতে এবং ভক্তদের তাদের গন্তব্যে পাঠানোর জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও, প্রয়োজনে যে কোনও তীর্থযাত্রীর জন্য বিভিন্ন স্টেশনে স্থাপিত পর্যবেক্ষণ কক্ষে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছিল।২০২৫ সালে মহাকুম্ভে যোগদানকারী ভক্তরাও রেলওয়ের ডিজিটাল পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। লক্ষ লক্ষ যাত্রী ওয়েব পেজ এবং কুম্ভ অ্যাপটি অ্যাক্সেস করেছেন। মহাকুম্ভের শেষ সপ্তাহান্তে, রেলওয়ে দল নিয়মিত এবং বিশেষ ট্রেন পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। রবিবার, রেলওয়ে সফলভাবে ৩৩৫টি ট্রেন পরিচালনা করেছে, ১৬ লক্ষেরও বেশি মানুষকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে।

স্কুল শিক্ষা বিষয়ক সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি রিপোর্ট জমা

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভালো পড়ুয়া থাকলেও অনেক স্কুলে নিদৃষ্ট বিষয়ে পড়ানোর শিক্ষকের অভাব রয়েছে বলে বিধানসভার স্কুল শিক্ষা বিষয়ক সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কমিটির সভাপতি কালীপদ মন্ডলের নেতৃত্বে সদস্যরা সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুল পরিদর্শন করে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে একইভাবে যোগ্য শিক্ষকদের কথা মাথায় রেখে নিদৃষ্ট স্কুলে পড়ুয়া-শিক্ষকের অনুপাত সঠিক রয়েছে কিনা তা যাচাই করার সুপারিশ করেছে। রিপোর্টে ইংরাজি মাধ্যমে সরকারি স্কুলের চাহিদার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোলপ্লাজার কাছে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। সূত্রের খবর, একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায় রাস্তার ধারে। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্নিফার ডগ নিয়ে এসে ব্যাগটির তল্লাশি চালায় বম্ব স্কোয়াডের পুলিশ। যদিও ব্যাগ থেকে বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাম্প্রতিক অকাল বৃষ্টি এবং ডিভিসির ছাড়া জলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে। বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় তাদের মোট ৩২১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে বেশ কিছু জেলায় আলু ও ধান চাষের ক্ষতি হয়েছে। বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ডিভিসির ছাড়া জলেও আলু নষ্ট হয়ে গেছে। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই ভিজে যাওয়া আলু কিনে নেওয়া হচ্ছে। সুফল বাংলার মাধ্যমে সেগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে। এছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ আলুর সহায়ক মূল্যও প্রতি কুইন্টাল ৯০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

গড়িয়ায় তেলের উৎসের সন্ধানে এবার লাগানো হলো ক্যামেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ তেলের রহস্য উন্মোচনে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুরসভাকে।বাড়ির দেওয়াল থেকে গড়িয়ে পড়ছে তেল। কিন্তু সেই তেলের উৎস কী তা বুঝতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরাও। গত প্রায় দেড় মাস ধরে এই তেল রহস্য নিয়ে তোলপাড় চলছে রাজ্যে। আতঙ্কে গড়িয়ার সরকার পরিবারও। এ বার সেই রহস্যের সমাধানে সরকার বাড়িতে লাগানো হলো সিসিটিভি ক্যামেরা। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার তরফে সরকার বাড়ির তৈলাক্ত দেওয়াল রং করা হয়েছে। এরপর সেই দেওয়াল তাক করে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। কী ভাবে তেল গড়িয়ে পড়ছে দেওয়াল থেকে?তা খতিয়ে দেখার জন্যই মূলত এই ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। কিছুদিন আগেই ওই তেল চিটচিটে দেওয়ালে রং করে দিয়েছিল রাজপুর সোনারপুর পুরসভা। কিন্তু তা ফের আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছে।ইতিমধ্যেই এই তেলের উৎস জানতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সদস্যরা সরকার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁরা তেলের নমুনাও সংগ্রহ করেছিলেন। যদিও সেই রিপোর্ট এখনও সামনে আসেনি। রাজপুর সোনারপুর পুরসভা সূত্রে জানা গেল,এই

তেলের উৎস মাটির নিচে থেকে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বরং তা বাইরে থেকেই লাগছে দেওয়ালে। আর সেই কারণেই এই সিসিটিভির নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবার। জানা যায়,ওই বাড়ির দেওয়ালে সামান্য গর্ত করে তেলের উৎস খোঁজার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু আপাতত তা স্থগিত রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে কোনও তথ্য ধরা পড়ে কি না, তার উপর নির্ভর করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য,গত ২০২৩ সালের মে মাসের পর থেকে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার গড়িয়ার বাসিন্দা রতন সরকারের বাড়ির একটি দেওয়াল থেকে গড়াতে শুরু করে তেল। ১৯৭৪ সালে এই বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই সময়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এই তেল গড়ানোর কারণ জানার জন্য পুরসভা এবং নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত আবেদন করা হয় সরকার পরিবারের পক্ষ থেকে। তাঁর পর থেকে এর ডউৎসের সন্ধানে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুরসভাকে।

কেন বেঁটে হচ্ছে জিরাফ, চিন্তায় আলিপুর চিড়িয়াখানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন বছরে আলিপুর চিড়িয়াখানায় জিরাফের পরিবারে এসেছে নতুন সদস্য। কিন্তু প্রথমটা বোঝা না গেলেও পরে বোঝা

গিয়েছে, এই জিরাফ গুলোর উচ্চতা কম হচ্ছে। কেন সেই প্রশ্ন নিয়ে চলছে চর্চা। গত সোমবার আলিপুরে এক জিরাফ ফুটফুটে একটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। নয়া সদস্যকে নিয়ে জিরাফের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০টি। বংশবৃদ্ধি হলেওজিরাফের উচ্চতা নিয়ে চিন্তিত আলিপুর কর্তৃপক্ষ। উচ্চতা বজার রাখতে নয়া জিরাফের খোঁজ চলছে বলে আলিপুর চিড়িয়াখানা তরফে জানতে পার গিয়েছে। দেশের চিড়িয়াখানাগুলির মধ্যে সর্বাধিক জিরাফ রয়েছে আলিপুরে। অন্য আবাসকিদের তুলনায় এদের পরিবারও ক্রমশ বাড়ছে। পশুপাখির বিনিময় প্রথার ক্ষেত্রে ভিন রাজ্যের চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের প্রথম পছন্দ থাকে আলিপুরের জিরাফ। তাই জিরাফকে দিয়ে আলিপুরে নয়া নয়া সদস্য নিয়ে এসে থাকে। ওড়িশার নন্দনকানন থেকে গত বছর বাঘ-সহ একাধিকঅতিথি এসেছিল আলিপুর। পরিবর্তে এখানথেকে তাদের দুটি জিরাফ পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া নিউটাউন হরিণালয়ে যে দুটি জিরাফ রয়েছে তারাও আলিপুর থেকে গিয়েছে। এক সময় জিরাফের পরিবার অনেক বড় ছিল। বিনিময় করতে করতে এই সংখ্যা কমে ৯-এ এসে দাঁড়ায়। তিনটি পুরুষ ও ছয়টি স্ত্রী জিরাফ। সদ্যোজাতকে নিয়ে জিরাফকুল বেড়ে হল দশ। সদ্যোজাত মা এখন নয়া শাবকে আগলে রেখেছেন। আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, সদ্যজাত মা ওবাচ্চা দুজনেই সুস্থ রয়েছে। ১৯৮৬ সালে জার্মান থেকে দু জোড়া জিরাফ নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদেরই বংশধর তৃণা মুনিয়া, লক্ষ্মী, বিথির, বুবলি, মঙ্গল। এদের অনেক ভাই বোন ভিন রাজ্যেও রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক জানান, অন্য রাজ্যের চিড়িয়াখানাতেও জিরাফ রয়েছে। তবে আলিপুরের মতএত সংখ্যক নেই। কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে একই পরিবারের মধ্যে বংশোবৃদ্ধি। ফলে জিনাগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই উচ্চতাও কমতে থাকছে। সাধারণত একটি পুরুষ জিরাফের সর্বাধিক উচ্চতা থাকে ১৪ থেকে ১৫ ফুট। স্ত্রী জিরাফের উচ্চতা তুলনামূলক কম হয়। বছরের পর বছর একই জিনের সঙ্গে প্রজনন ঘটায় আলিপুরে জিরাফের উচ্চতা কিছুটা কমে যাচ্ছে। কেন তা হচ্ছে তা নিয়ে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম ২০১৪ এর আওতায় আনার দাবিতে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবকে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃপ্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং লাইব্রেরিয়ানদের সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম ২০১৪ এর আওতায় আনার দাবিতে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের নিকট ডেপুটেশন কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ। মঙ্গলবার দুপুরে শিবপুর মন্দিরতলায় ব্যানার হাতে আন্দোলনকারীরা শ্লোগান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ তাদের আটকায়। এদিন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কিংকর অধিকারীকে সাঁত্রাগাছি থেকে পুলিশ আটক করে বলে আঃ দালনকারীদের অভিযোগ। নবান্ন এবং শিবপুর মন্দিরতলায় নিরাপত্তার কারণে এদিন পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এই কর্মসূচি

সম্পর্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি অরূপ কুমার দে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে হেলথ স্কিম চালু করেছিল তা রাজ্য সরকারি এবং পুরসভার কর্মচারিদের জন্য। সেই হেলথ স্কিম যাতে রাজ্য সরকারের বেতনপ্রাপ্ত সকল কর্মচারিদের দেওয়া হয় তারজন্য সরকারকে অনেকবার আবেদন করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট থেকে তথ্য তুলে বিকাশ ভবনে দেখানো হয়েছে। ১৪ বছরে যে মেডিক্যাল অ্যালাউন্স দিতে হয় সেই টাকা না দিয়ে মাত্র ২ বছরে টাকা ব্যয় করলে ক্লেম করলে দিতে পারে। আমরা আগাম একাধিকবার ইন্টিমেশন দিয়েছি। কিন্তু কোনও সদুত্তর আসেনি। আমরা নবান্নে একটা ডেপুটেশন জমা দিতে চাই। আমাদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখা করে তাঁর হাতে ওয়েস্টবেঙ্গল হেলথ স্কিমের যে দাবি এটা জানানোর জন্য বলেছিলাম। আমরা আইন সংগতভাবে ন্যায্য দাবি জানাতে এসেছি। তা সত্যেও আমাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এই কারণে পরবর্তীকালে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে আমরা বাধ্য হব।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে জেটআরইউসিসি সভা আয়োজন করে

কলকাতা, ২৫ ফেব্রয়ারী ঃ জোনাল রেলওয়ে ব্যবহারকারীদের পরামর্শদাতা কমিটির ১০৪তম সভা ২৫.০২.২০২৫ তারিখে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। জেটআরইউসিসি সভায় মাননীয় সাংসদ শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী, মাননীয় সাংসদ শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, মাননীয় সাংসদ শ্রী খিরু মাহাতো, মাননীয় সাংসদ শ্রী কালিপদ সরেন খেরওয়াল, মাননীয় বিধায়ক শ্রী শ্যামল মণ্ডল এবং অন্যান্য সম্মানিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জেটআরইউসিসি-এর ১৮ জন সম্মানিত সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, মাননীয় সদস্যদের SER-এর সাম্প্রতিক সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি যাত্রী

সুবিধা, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি, মালবাহী লোডিং বৃদ্ধি, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশন পুনর্বিকাশ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পরিচালনা, এক স্টেশন এক পণ্য প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করে ট্রেন পরিষেবা, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতির জন্য তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। সদস্যদের পরামর্শ ও দাবির মধ্যে ছিল ট্রেন পরিষেবার সময়ানুবর্তিতা, ট্রেন রুট সম্প্রসারণ, ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ, ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, মহামারী-পূর্ব ট্রেন পরিষেবা পুনরুদ্ধার ইত্যাদি। তারা লিফট, এসকেলেটর, টয়লেট, প্ল্যাটফর্ম শেড, যাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প ইত্যাদি স্টেশনগুলিতে আরও যাত্রী সুবিধার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। মহাব্যবস্থাপক, শ্রী অনিল কুমার মিশ্র তার ভাষণে বলেন যে মাননীয় সদস্যদের পরামর্শ ও দাবির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মহাব্যবস্থাপক রেল প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তারা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে রেলওয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান পরামর্শও প্রদান করেছেন।

১১ বছর আগের খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা তৃণমূল কাউন্সিলরের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ ফেব্রয়ারি ঃ এক মাছ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় পানিহাটি পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর তারক গুহের যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিল বারাকপুর আদালত। সঙ্গে সাজা হয়েছে তারকের ভাইপো নেপালসহ আরও ৪ জনের। এই মামলায় ৩ জনকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছেন বিচারক। গত সপ্তাহেই এই ঘটনায় তারকসহ ৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল পুলিশ। এই ঘটনায় পানিহাটিজুড়ে তৃণমূলের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় গত ২১ ফেব্রয়ারি তারক গুহকে আদালতের নির্দেশে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুজোর সময় পানিহাটির গান্ধীনগর এলাকায় চুরির অপবাদ দিয়ে দুর্গা মণ্ডপে বেঁধে পিটিয়ে খুন করা হয় পেশায় মাছ ব্যবসায়ী শম্ভু চক্রবর্তীকে। সেই ঘটনায় তৎকালীন তৃণমূল নেতা তারক গুহসহ ১০ জনের বিরুদ্ধ খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পেয়ে খুনের মামলা দায়ের করে পুলিশ। এদের মধ্যে ২ জন এখনও ফেরার। বাকি ৮ জনের মধ্যে ৩ জনকে বেকসুর খালাস করেছে আদালত। আর শাস্তি হয়েছে ৫ জনের। খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত তারক গুহ ২০২২ সালে তৃণমূলের টিকিটে পানিহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হন। নিহত শম্ভু চক্রবর্তীর ছেলে অভিযোগ করেছেন, কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে মামলা তুলে নিতে তাদের লাগাতার চাপ দিতে থাকে তারক ও তার দলবল। এমনকী ১৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তারক ও তার ভাইপো নেপালের নাম তুলে নিতে চাপ দেয় তারা। মঙ্গলবার, ছিল সাজা ঘোষণা। ২০১৪ সালের পিটিয়ে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর তারক গুহ-সহ নেপাল গুহ, জয়দেব মুখার্জি, শ্যামল দাস ,হরিপদ সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করেন ব্যারাকপুর আদালতের বিচারক। পাঁচ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা শোনান তিনি।

ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধিকে কটাক্ষ সুকান্তর, বললেন পরিস্থিতি সামলাতে চান মমতা

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ ফেব্রয়ারি ঃ সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, এটি সংকট থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা মাত্র। আর জি কর ঘটনার পর চিকিসকদের মধ্যে তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী পরিবেশ তৈরি হ। সেই পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উল্লেখ্য, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্ন থেকে শুরু করে পোস্ট ডক্টরেট ট্রেনি পর্যন্ত সর্বস্তরের ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধি করছে রাজ্য সরকার। সোমবার কলকাতার আলিপুরে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে চিকিসকদের সম্মেলনে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন ১৫ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর আওতায় পড়ছেন ডিপ্লোমাধারী সিনিয়র রেসিডেন্ট, স্নাতকোত্তর স্তরের (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) সিনিয়র রেসিডেন্ট এবং পোস্ট ডক্টরেট সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারেরা। এ ছাড়া ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষানবিশ (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি) চিকিসক এবং পোস্ট ডক্টরেট শিক্ষানবিশ ডাক্তারদের বেতন ১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রমজানের এক মাস পুর এলাকায় বাড়তি জল দেবে হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রমজানের এক মাস পুর এলাকায় বাড়তি জল দেবে হাওড়া পুরসভা। পুরসভার বৈঠকে নেওয়া হলো সিদ্ধান্ত। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে পবিত্র রমজান মাস। এই উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারেও রমজান মাসে প্রতিটি ওয়ার্ডে অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহ করবে হাওড়া পুরসভা। সোমবার পুরসভার এক বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রের খবর, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উৎসবেই অতিরিক্ত জল সরবরাহ করা হয় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে। আগামী রমজান মাসেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য অতিরিক্ত জল সরবরাহ করা হবে যাতে তাঁদের সুবিধা হয়। ভোরের দিকে প্রতিদিন এই অতিরিক্ত জল দেওয়া হবে। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী জানান, সোমবার পুরসভার জলের দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী পবিত্র রমজানের সময় এক মাস ধরে হাওড়া পুরসভা ভোরের দিকে অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহ করবে। প্রতি বছরের মতো এবছরেও রমজানের সময় ভোর ৩-৪৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সেই অতিরিক্ত জল দেওয়া হবে। যাতে সংখ্যালঘু ভাইদের রমজানের সময় কোনও অসুবিধা না হয় সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা রাখব হাওড়া পুরসভা ঠিকভাবে জল সরবরাহ করতে পারবে। যে কোনও সম্প্রদায়ের যে কোনও উসবে হাওড়া পুরসভা এইরকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

চন্ডীতলা থানার প্রাক্তন আইসি জয়ন্ত পালকে গ্রেফতারের দাবিতে চন্ডীতলা থানা ঘেরাও বিজেপির

বিকি মান্না, হুগলী, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চন্ডীতলা থানার প্রাক্তন আইসি জয়ন্ত পালকে গ্রেফতারের দাবিতে চন্ডীতলা থানা ঘেরাও বিজেপির, কিছুদিন আগে চন্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল হাওড়ায় বান্ধবীর সাথে ঘুরতে গিয়ে গুলি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তার কাছ থেকে বেআইনি অস্ত্র সহ আরো বিভিন্ন জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, পাশাপাশি তার বেআইনি সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে, তারপরেই তাকে চন্ডীতলা থানা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, বিজেপি নেতাকর্মীদের দাবি চন্ডীতলা থানার আইসি কে সাসপেন্ড বা অপসারণ করলেই হবে না, তাকে অতি দ্রুততার সাথে গ্রেফতার করতে হবে , তার বিরুদ্ধে যাতে ইডি তদন্ত করে, এবং তাকে যাতে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হয়, শুধুমাত্র বিজেপি নেতাকর্মীরাই নয় প্রাক্তন তৃণমূল জেলা পরিষদ সদস্য সুরজি মন্ডল-কেও বলতে দেখা গিয়েছিল জয়ন্ত পালের দাদাগিরি এবং অসামাজিক কাজের কারণে তিনি মুখ খুলেছিলেন, বিজেপির ও মূলত সেই একই দাবি, ভোটের সময় বিজেপির নেতাকর্মী দের বিনা কারণে জেল খাটানো হয়েছিল এই জয়ন্ত পালের নেতৃত্বে , জয়ন্ত পাল বেআইনি অস্ত্র থেকে শুরু করে বেআইনি সম্পত্তি এবং নারী ঘটিত কাণ্ডে জড়িয়েছে, তার কারণে তার বিরুদ্ধে যাতে ইডি তদন্ত করে তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয় সেই দাবি রাখছে বিজেপি নেতাকর্মীরা। চন্ডীতলা সিনেমা হলের সামনে থেকে বিজেপি নেতাকর্মীরা মিছিল করে চন্ডীতলা থানা ঘেরাও করে, প্রাক্তন আই সি জয়ন্ত পালের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়, পাশাপাশি তারা জানিয়েছেন যদি আগামী দিনে জয়ন্ত পালের বিরুদ্ধে কঠিন আইন প্রণয়ন না করা হয় তাহলে তারা বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন, তারা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবে যাতে দোষী কোনরকম ভাবে ছাড়া না পায়, ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে প্রাক্তন চন্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তার এই কু-কর্মের কারণে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮৭ সংখ্যা, বুধবার ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩১

বাঙালীর আমেরিকা জয়

বাঙালির আমেরিকা জয়। বিবেকানন্দ ছাড়া বাকিদের কথা তো তেমন ভাবে আমরা জানিই না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, এনারা সবাই অধ্যাত্মবাদে জিতেছেন মার্কিন হৃদয় আর সবাই বঙ্গসন্তান। প্রথম নামটি কলকাতার মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। এক সময় আমেরিকায় বেদ প্রচারে ছোটখাটো আলোড়ন তুলেছিলেন। তারপর স্বদেশে ফিরে এসে ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জামাই কলকাতার অ্যাটর্নি প্রফেশনে স্বনামধন্য হন। তাঁর জন্ম ১৮৫৮, দেহাবসান ১৯৩৬ সালে। দ্বিতীয় জন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মোহিনীমোহনের থেকে প্রায় কুড়ি বছরের বড়। ব্রাহ্মবাণী প্রচারের দুঃসাহসে আমেরিকায় যান এবং বছর পাঁচ পরে ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে সেখানে কলকাতার অনাহূত বক্তা রামকৃষ্ণ শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে আলোড়ন ফেলে দেন তা আজও ভোলা যায়নি। রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রা উনিশ শতকের মস্ত বড় এক ঘটনা। স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবন লাভ করেননি, কিন্তু একজন দূরদর্শী ম্যানেজমেন্ট বিশারদের মতো চারজন রামকৃষ্ণ শিষ্যকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ (১৮৬৫-১৯২৭), স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯), স্বামী তুরীয়ানন্দ (১৮৬৩-১৯২১) ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (১৮৬৫-১৯১৫)। এঁরা সকলেই কলকাতার ছেলে। শেষোক্ত জন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকালেই ২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে বোমার আঘাতে আহত হন ও কয়েক দিন পরে ওদেশেই মারা যান। এরপর, আরও একজন বাঙালি পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় বিপুল সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর আদি নাম মুকুন্দলাল ঘোষ, পরবর্তী কালে পরমহংস যোগানন্দ। ২২ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে ২৭ বছর বয়সে (১৯২০) জাহাজে আমেরিকায় যান এবং ভারতীয় প্রচারকদের মধ্যে দীর্ঘতম সময় (১৯২০-৫২) প্রবাসে কাটিয়ে ওদেশেই দেহরক্ষা করেন। তাঁর 'যোগদা সৎসঙ্গ' এখনও বিশ্বের নানা অংশে প্রাণবন্ত হয়ে আছে। এঁর আত্মজীবনী 'অটোবায়োগ্রাফি অব এ যোগী' আজও লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এখানেই শেষ নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আরও দুই বাঙালির নাম আটলান্টিকের ওপারে বিস্ময়কর ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন হলেন সি কে ঘোষ। প্রথম পর্বে চট্টগ্রাম থেকে আসেন পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমে এবং সেখান থেকে মাত্র আট ডলার পকেটে নিয়ে একজন ভক্তের দেওয়া এরোপ্লেন টিকিটে নিউ ইয়র্কে। যথাসময়ে গ্রিনউইচ ভিলেজে আশ্রম নেওয়া এবং 'শ্রীচিন্ময়' নামে বিশ্ববন্দিত হন। ইনি ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্ক কুকলিনে শ্রীচিন্ময় মেডিটেশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠা করেন। নিউইয়র্কেই হয় তাঁর দেহাবসান মার্কিন মুলুকে বাঙালি সাধকদের এই ধারাবাহিক বিজয় কাহিনি আজও তেমন ভাবে কেন আমাদের গর্বের কারণ হয়ে ওঠেনি তা ঠিক বোধগম্য নয়। বিশেষ করে এখন যার কথা বলবো, অর্ধশতাব্দী পরেও তিনি আম বাঙালির কাছে অচেনাই রয়ে গেলেন। আটলান্টিকের ওপারে তাঁর মত বিপুল সম্মান ও স্বীকৃতি স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে আর কেউ পাননি।

দক্ষ অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল

অভিনেতা বরেণ্য শ্রী পাহাড়ী সান্যালের জন্মের দেড় বছর পর মা মারা যান। বাবা সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, সেখান থেকেই তিনি সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা পান। তাঁর যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন পিতৃ বিয়োগ ঘটে। বড়দাদা তাঁকে মানুষ করেন। পাহাড়ী সান্যালের সংগীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ, তাঁকে বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ আনে। এখানে এসে অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনিও পাহাড়ীকে সন্তান সম ভালোবাসতেন। ক্রমশ ভালবাসা গভীর হতে লাগল। পরে সুরসাধক ভাতখন্ডেজি-র আমন্ত্রণে মেরিস কলেজ অব হিন্দুস্তানি মিউজিক-এ যোগ দেন। ওখানেই আলাপ হয় প্রতিভা সেনগুপ্তের সঙ্গে (মোরাদাবাদ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল)। দেখা প্রেম ভালবাসা সবই হয় অতুলপ্রসাদ সেনের প্রশ্রয়। ১৯২৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। যদিও প্রতিভা দেবী বয়সে বড় ছিলেন। আনন্দে কাটছিল। রেওয়ার কুমারের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই সময় শান্তিনিকেতনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে ছিলেন তিনি যাননি। অতুলপ্রসাদের গান তাঁর জন্যই পরিচিতি পায়। ১৯৩১ সালে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মায়। জন্মের তিন চারদিন পর স্ত্রী আর পুত্র দুজনেই মারা যায়। তখন কলকাতায় সায়গলের পর আর এক গায়ক অভিনেতার খোঁজ চলছে। পাহাড়ী সান্যাল তখন রামপুরে রাজসভায় হিসাব পরীক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বীরেন সরকার (অনেকের মতে প্রমথেশ বড়ুয়া) ১৯৩৩ সালে তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন। এবং তিনি নিউ থিয়েটার্স যোগ দেন। সায়গল পর আর এক গায়ক অভিনেতা। তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম ইহুদি কি লড়কি, পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতথী, অভিনয়ে সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল এবং রতন বাঈ। এই ছবিতেই ছিল উমাদেবী সঙ্গে তাঁর গাওয়া গান-প্রেম কি নাইয়া। চল্লিশের দশকের গোড়ায় পৃথ্বীরাজ কাপুরের সঙ্গে বম্বে পাড়ি দেন। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। বহু ছবি করলেন। পরিচয় হল মীরা দেবী সঙ্গে, ততদিনে মীরা দেবী ভি. শান্তারামের সঙ্গে শকুন্তলা আর কিশোর কুমারের সঙ্গে বাপ রে বাপ করে ফেলেছেন (নায়িকা নয়)। ভালোলাগা ভালবাসা হয়ে দ্বিতীয়বার পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। বাংলা হিন্দি মিলিয়ে প্রায় ১৫০ টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। যাঁকে দেখলে মনে হত পাশের বাড়ির কেউ ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্রের পাশাপাশি আর এক সংবেদনশীল অভিনেতা। দীপ জ্বেলে যাই-এ তাঁর অভিনয় বা অরণ্যে দিনরাত্রি-র সেই অতুলপ্রসাদের গান ভোলা যায় না। ভীষণ সৌখিন মানুষ ছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

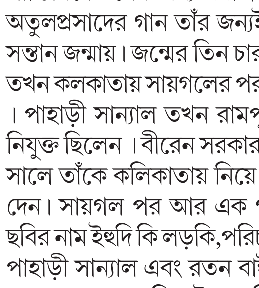

ঠাকুরত্ব বলতেন, সব সময়ে দেশমাতার হয়ে কাজ করো। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

মহাভারতে'র মতো মহাকাব্যের অনুবাদ করে প্রচার এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' গ্রন্থ রচনা করে সমাজকে ব্যঙ্গ প্রতিবাদ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮৪০ সালে জন্ম ও ১৮৭০ সালে মৃত্যু মিলিয়ে যাঁর আয়ুষ্কালের পরিধি মাত্র তিরিশ বছর ছিল, সেই অকালে লোকান্তরিত প্রতিভাবান তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনেতিহাসের দিকে তাকালে আজও বিস্ময়ের কোন অন্তঃ থাকে না। কারণ, এহেন স্বল্পায়তন আয়ুর সীমায় অবস্থান করেও তিনি যে কর্মকীর্তি ও সাহিত্যকীর্তি রেখে গিয়েছেন, সেসবই তাঁকে বাঙালির লোকস্মৃতিতে আরো অনেক দীর্ঘকাল যাবৎ বাঁচিয়ে রাখবে। কালীপ্রসন্ন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এবং ঊনবিংশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন। সমালোচকদের মতে, সেযুগে

রামমোহনের উদ্‌ঘোষিত সংস্কারমুক্তির বাণী, বিদ্যাসাগরের মানবতন্ত্র, দেবেন্দ্রনাথের প্রগতিবাদী রক্ষণশীলতা; ইত্যাদি বস্তু যেমন তিনি আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন, তেমনি আবার তৎকালীন সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনকে নিজের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়াছিলেন, জাতীয় ঐতিহ্যকে নিষ্ঠাসহকারে আঁকড়ে ধরেছিলেন, বাংলায় সুসাহিত্যসৃষ্টির পথটি প্রশস্ত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অপরিসীম উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন, সংবাদপত্রসেবা, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তাঁর নিজের স্থাপিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন প্রভৃতি জিনিস ঊনিশ শতকের নব্যবাংলার সংস্কৃতিবান পুরুষ কালীপ্রসন্নের সংকীতির ঐতিহাসিক স্মারক হয়ে রয়েছে। শিক্ষিত মন, উদার হৃদয়, সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সমাজ সচেতন কৌতূহলী দৃষ্টি; এই বিস্ময়জাগানো কর্মী মানুষটিকে বাংলার ইতিহাসে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। এসব ছাড়াও তাঁর আরেকটি অবিস্মরণীয় কীর্তি হল, সেযুগের বড় বড় বাঙালি সংস্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারতের মত একটি বিপুলকায় গ্রন্থের অনুবাদকর্ম-সম্পাদন। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় মহাভারতের এই গদ্যানুবাদ এবং এর মুদ্রণ ও বিতরণ করতে গিয়ে সেযুগের হিসেবে তাঁকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মত ব্যয় করতে হয়েছিল। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি অবিশ্বাস্য বা গল্পের মত বলে মনে হলেও এই ঘটনাটি কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য, তবে অবশ্যই বিস্ময়াবহ। তাঁর সময়ে তিনি দু'হাতে টাকা উড়িয়েছিলেন, তবে অধঃপতনের পথে নামবার জন্য নয়। আর এখানেই তাঁকে নিয়ে ইতিহাসের যত সমস্যা! কারণ, সেযুগের আর পাঁচজন বাবুর মত এই পথটি ধরে যদি তিনি আত্ম বিনাশের দিকে এগিয়ে যেতেন, তাহলে এতে হয়ত বিস্মিত হওয়ার কিছুই ছিল না। ঊনিশ শতকের বাংলার বাবু সমাজের ইতিহাসের সাথে যাঁরা পরিচিত রয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন যে, তৎকালীন কলকাতার বহু ধনী ঘরের সন্তানরা কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে মদ আর বারবিলাসিনীদের নিয়ে মেতে উঠেছিলেন, আর অসদুপায়ে অর্জিত টাকাকে ধুলো বলে জ্ঞান করে লাগামহীন উশৃঙ্খলতার বহ্ন্যুৎসবে পুড়িয়েছিলেন। এভাবেই তখনকার বাবুতন্ত্রের কলকাতা নিজের জঘন্য ইন্দ্রিয়ালুতা ও ঘৃণ্য ইতরামির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিল। এই নীতিবিবর্জিত 'বাবু-কালচার' সেযুগের সমাজে ক্লিন্নতার যে মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা তৎকালীন বিত্তবানদের দেহে-মনে মারাত্মক দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করেছিল এবং যার বিষক্রিয়ায় তাঁদের অনেকেরই তখন আত্মিক অপমৃত্যুও ঘটেছিল। অথচ কালী প্রসন্ন সেযুগের এই সমাজের মানুষ হয়েও তখন সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছিলেন।

তাঁর জীবনেতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের এই সন্তান নিজের জন্ম থেকেই অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত হয়েছিলেন। নিজের পিতার অকাল মৃত্যুর পরে কৈশোরেই তিনি বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই, তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহের তখন 'হঠাৎ-বাবু' হয়ে উঠতে কোন অসুবিধাই ছিল না, বরং তিনি চাইলে ধাপে ধাপে সর্বনাশের অতল গহ্বরের দিকে নেমে যেতে পারতেন; সেযুগের অন্যান্য বাবুদের মত তিনিও যদি নোংরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতেন; তাহলেও সেটা অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ শাসনে যুবক কালীপ্রসন্ন তাঁর নিজের আত্মার মহতী বিনষ্টির পথে পা বাড়াননি; উল্টে তিনি সেযুগের সবধরণের সামাজিক গ্লানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, বিভিন্ন জন কল্যাণমূলক বিচিত্র কর্মে নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং হিন্দুসমাজের সংস্কারের প্রবল ইচ্ছার বশীভূত হয়েছিলেন। সুতরাং কালীপ্রসন্নকে নিঃসন্দেহে একজন দেশপ্রেমী, লোকহিতব্রতী এবং মনুষ্যত্বের সাধক খাঁটি একজন মানুষ, বা একথায় বিরাট এক কর্মীপুরুষ বলা যেতে পারে। যদিও কালীপ্রসন্নের সাহিত্যকীর্তি কম কিছু নয়, কিন্তু তবুও সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁকে যথার্থ সাহিত্যিক বলা চলে না। কেননা, তিনি কোনদিনই বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের লেখনী চালনা করেননি। তাঁর রচিত 'হুতোম প্যাচার নকশা' নামের যে গ্রন্থটি তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুহীন খ্যাতি এনে দিয়েছে, সেটা কিন্তু তিনি আত্ম প্রকাশের তাগিদে রচনা করেননি। আসলে সাহিত্যসাধনা তাঁর কর্মসাধনারই বিশেষ একটি প্রকাশ মাত্র ছিল। তাঁর কর্মোক্ষম এখানে সাহিত্যের পথে চালিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর কলম থেকে কয়েকটি নাটকও বের হয়েছিল এবং সাহিত্যের দিক থেকে সেগুলোরও কিছু মূল্য হয়ত রয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর যেসব কীর্তি তাঁকে অমরত্বের মর্যাদা দিয়েছে, সেগুলি হল; ১৮৬৬ সালে সমাপ্ত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ এবং হুতোম প্যাঁচার নকশা। এগুলির মধ্যে প্রথমটিতে কালীপ্রসন্নকে যদি জাতীয় ঐতিহ্যের শক্তিমান ধারকরূপে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে দ্বিতীয়টিতে তিনি সমাজসংস্কারক শ্লেষশিল্পীর বা স্যাটায়ারিস্টের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি একজন শিল্পীর ভূমিকা গ্রহণ করলেও নিজের আসল উদ্দেশ্য টিকে কোথাও লুকিয়ে রাখেননি বলেই একজন সমাজসংস্কারকের কর্মস্পৃহা থেকেই তাঁর এই গ্রন্থের যে জন্ম হয়েছিল; একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। সমালোচকদের মতে; বাবু-উপাখ্যান, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামধারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সর্বাংশে বহুশ্রুত গ্রন্থ আলালের ঘরের দুলাল প্রণেতা টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কেও এই একইকথা প্রযোজ্য। এঁদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মূলতঃ একজন সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন।

এখনও পর্যন্ত প্রায় সব সাহিত্য সমালোচকই রায় দিয়েছেন যে, ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হুতোম প্যাঁচার নকশা এক অপূর্ব গ্রন্থ। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, এর ঠিক চারবছর আগেই টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং আলালের কিঞ্চিৎ প্রভাব যে হুতোমেও পড়েছিল, এই সত্যিটি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে এতে কিন্তু কোনভাবেই কালীপ্রসন্নের নিজত্ব ক্ষুন্ন হয়নি। বস্তুতঃ, এঁরা দু'জনেই তখন সমাজসচেতন সাহিত্য নির্মাণ করেছিলেন। তবে এগুলির মধ্যে আলাল জাতিতে হল উপন্যাস, আর কালীপ্রসন্নের নির্মিত নকশা হল সেযুগের রচনা-সাহিত্যেরই নমুনা যা টুকরো টুকরো ব্যঙ্গচিত্রের সমষ্টি ও বাস্তব গুণসমৃদ্ধ সমাজ-আলেখ্য। আরো ভালো করে বললে, এই গ্রন্থটিকে 'আজব শহর কলকেতা'র একটি সামাজিক গেজেট বলা চলে। কারণ, কলকাতাই মূলতঃ এর পটভূমি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে সেযুগের শিক্ষিত বাঙালি সমাজে রীতিমত হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। তখন এই গ্রন্থটির ওপরে একদিকে যেমন অজস্র নিন্দা বর্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আবার কেউ কেউ একে আন্তরিক অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন। অবশ্য গ্রন্থটির বিরুদ্ধ দলই তখন ভারি ছিল। তাঁরা কালিপ্রসন্নের এই নকশার প্রতি নিজেদের দারুণ বিরূপতা দেখিয়েছিলেন, গ্রন্থটিতে তাঁরা ভাষা ও ভাবের নীচতা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং এতে অশ্লীলতার পুঞ্জীকৃত আবর্জনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল যে, তৎকালীন বাঙালি সমাজের পাঁক ঘাটবার অত্যুৎসাহবশেই হুতোম প্যাঁচা বেশধারী কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কুরুচিপূর্ণ নকশার সৃষ্টি করেছিলেন। অন্যদিকে, সেযুগের যাঁরা এই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরা এর ভাষার বৈচিত্র্য ও সরসতা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন, এবং একইসাথে লেখকের সামাজিক -দুর্নীতি প্রদর্শনের দুঃসাহস চাক্ষুষ করে বিস্মিত বোধও করেছিলেন।

হুতোমের অঙ্কিত নকশা বহুবর্ণরঞ্জিত। তৎকালীন কলকাতার সমাজ এতে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, এবং সেযুগের অনেক ব্যক্তির বা 'হঠাৎ-বাবু'র ক্লেদাক্ত আলেখ্য এতে উন্মোচিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, হুতোমের ধারালো ঠোঁটের আঘাতে তাঁরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। সমগ্র গ্রন্থটিতে কালীপ্রসন্ন তৎকালীন কলকাতা শহরের ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের ওপরে যেমন নিজের তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হেনেছিলেন, তেমনি সকলের সামনে তাঁদের মুখোসটিও খুলে দিয়েছিলেন। এছাড়া নিজের নিপুণ তুলির টানে; কথার রঙে ও রেখায় তিনি সেযুগের এই আজব শহরটির যে আরো কত বিচিত্র চিত্র এঁকে ছিলেন, একথা লেখার ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। একারণেই তাঁর এই গ্রন্থটির অদ্ভুত মনোজ্ঞ বর্ণনা পড়লে আজও পাঠক-পাঠিকারা প্রত্যক্ষ ছবি দেখবার অনুভূতি লাভ করেন। একইসাথে এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার উপরে কালীপ্রসন্ন সিংহের নিপুণতারও পরিচয় দেয়। সমালোচকদের মতে; রঙ্গে-ব্যঙ্গে-কৌতুকে এই গ্রন্থের চিত্রগুলি সমুজ্জ্বল, এবং এতে বর্ণিত ক্ষুদ্রায়তন কাহিনীগুলি উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক, যদিও কোথাও কোথাও তাঁর বর্ণনা শ্লেষতিক্ত বলে দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের বাঙালিরা কতটা হুজুকপ্রিয় ছিলেন, তাঁরা কতটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন, ভক্তি ও ভয়ের কাছে তাঁরা কতটা দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন, এবং ধর্মান্ধতা কাটিয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে যে কি কঠিন ছিল; এই গ্রন্থের কতগুলি রচনা পড়লে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। সেযুগের এই মানুষগুলিই যে তখন বারোয়ারীর নামে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, রাতারাতি বড় মানুষ হয়ে ওঠবার জন্য জাল-জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন; সমকালীন ইতিহাসও কিন্তু এই একইকথা বলে। তখনকার এসব সামাজিক গ্লানির কিছুই হুতোমের নকশা থেকে বাদ পড়েনি বলেই দেখতে পাওয়া যায়। আর তাই উদার কণ্ঠে তাঁর চিত্রণ কুশলতার প্রশংসা করতেই হয়। এই গ্রন্থটি পড়ে শিক্ষিত সমাজের আত্মচেতনা ফিরে আসুক, না, এর দর্পণে নিজেদের মুখ দেখে ধনী অভিজাতেরা সুবুদ্ধির কূলে জেগে উঠুন,; এধরণের একটি অভিপ্রায় নিয়েই কালীপ্রসন্ন তাঁর এই নকশাটি সৃষ্টি করেছিলেন।

কিন্তু হুতোমের এই উদ্দেশ্যকে তখনকার অনেকেই সঠিকভাবে ধরতে পারেননি, এমনকি পরবর্তী সময়ের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্তও না। ঊনিশ শতকের কলকাতার বাবু-কালচারকে আশ্রয় করে কালীপ্রসন্ন সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে সামাজিক স্যাটায়ার রচনা করেছিলেন, বঙ্কিম কিন্তু সেটার প্রতি একেবারেই প্রসন্ন হতে পারেননি। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে লিখতে বসে হুতোম প্যাঁচার নকশাকে তিনি চরম উপেক্ষা করেছিলেন, এবং এর নিন্দাবাদে রীতিমত মুখর হয়ে উঠেছিলেন। অথচ, সমালোচকদের মতে, আলালের ঘরের দুলাল, এর জন্য তিনি যতোটা প্রশস্তি গেয়েছিলেন, সেটা প্রাপ্যের থেকেও অনেক বেশি ছিল। সুতরাং এদিক থেকে দেখলে বাংলার সাহিত্য সম্রাট কালীপ্রসন্নের সঙ্গে সুবিচার করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটির মধ্যে শুধু অতি-আত্যন্তিক অশ্লীলতার স্পর্শ দেখতে পাননি, একইসাথে পবিত্রতার অভাবও দেখতে পেয়েছিলেন। তাছাড়া, হুতোমের ভাষাও তাঁর ভালো লাগেনি। গ্রন্থটির ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।' বলাই বাহুল্য যে, তাঁর এই রায়কে অদ্ভুত ছাড়া কিছুই বলা চলে না। কিন্তু বঙ্কিমের চোখে হুতোমের নকশা যতটা অসুন্দর বা অশালীন বা অশ্লীল ঠেকেছিল, অন্য কারো চোখেই কিন্তু তেমন কিছু ঠেকেনি। এখনও পর্যন্ত প্রায় সব সাহিত্য সমালোচকই জানিয়েছেন যে, শুধুমাত্র 'মাহেশের রথযাত্রা' নামক রচনার খানিকটা অংশ ছাড়া এই গ্রন্থের অন্য কোথাও রুচিবিরুদ্ধতার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায় না; এবং যেটাকে ঠিক অশ্লীলতা বলা চলে, গ্রন্থটিতে তেমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এর সর্বত্রই নির্মল কৌতুক ও সরসতা; হিউমারের উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া গ্রন্থটির কোথাও গ্রাম্যতাদোষের ছায়াপাত ঘটেনি, আর সেকালের ভাঁড়ামির চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যায় না। একথা অবশ্যই ঠিক যে, হুতোম এতে এমন কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন, যেগুলি অধুনা ব্যবহৃত হয় না, অথচ এককালের বাঙালি ভদ্রসমাজে এই শব্দগুলো কিন্তু প্রায়শঃই ব্যবহৃত হত। তাই এধরণের কিছু কিছু শব্দ কারো কারো কাছে অশালীন বা অমার্জিত বলে মনে হলেও এগুলিকে লেখকের রুচিবিকৃতির পরিচায়ক বলে ধরলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হয়। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, বঙ্কিম হুতোম প্যাঁচার নকশাকে সুনজরে না দেখলেও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'কল্পতরু',র জন্য কিন্তু প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। অথচ সমালোচকদের মতে, এই গ্রন্থটিতে রুচিবিরুদ্ধতা রয়েছে। **লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।**

'পথে হল দেরী' শুটিংকরতে গিয়ে উত্তম - সুচত্রার মনোমালিণ্য

রবীন্দ্রকুমার শীল

পথে হল দেরী। ১৯৫৭ সাল। দার্জিলিঙের ঠান্ডা হাওয়া আর দূর পাহাড়ের কোলে তখন জমে উঠেছে 'পথে হল দেরি' ছবির শুটিং। অগ্রদূত পরিচালিত এই ছবি মুক্তি পাওয়ার পর টানা ১১ সপ্তাহ কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে চলেছিল; যা তখনকার দিনে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন; বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় জুটি। কিন্তু এই ছবির আউটডোর শুটিংয়ে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে গোপন টানাপোড়েন শুরু হয়, যার সাক্ষী ছিলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন ছিলেন অগ্রদূতের প্রধান সহকারী।

শুটিংয়ের জন্য গোটা ইউনিট তখন দার্জিলিঙে। সুচিত্রা সেন উঠেছিলেন 'মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল'-এ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী দিবানাথ সেন এবং তাঁদের ছোট্ট মেয়ে মুনমুন সেন। মুনমুনের তখন বয়স ছয়-সাত বছর। দিবানাথ সেন সঙ্গে এনেছিলেন একটি ৮ মিমি মুভি ক্যামেরা, মাঝে মাঝে সেটে ছবি তুলতেন আর পরিবারের মুহূর্ত গুলো ধরে রাখতেন। অন্যদিকে, উত্তমকুমার ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শুটিং শেষ হলে ইউনিটের অনেকেই আড্ডা দিতে চলে আসতেন মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে, যেখানে উত্তম-সুচিত্রার মধ্যেকার রসায়ন সকলের নজর কাড়ত।

একদিন দুপুরের লাঞ্চের পর হোটেলের নিচেই চলছিল শুটিং। সুচিত্রা সেন হোটেল থেকে বেরিয়ে শুটিং স্পটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেই সময় শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছিল একটি স্টিল ক্যামেরা। হঠাৎ করেই তিনি সুচিত্রার একটি ছবি তুলে ফেলেন; কিন্তু অনুমতি ছাড়াই। এতেই রেগে আগুন হয়ে যান সুচিত্রা। তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে একজনকে ডেকে বললেন, 'ওনাকে বলে দেবেন, এভাবে যেন আমার ছবি না তোলেন! এতে আমার কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়।' কথাগুলো এমনভাবে বলা হয়েছিল, যেন শম্ভুবাবুর কানে পৌঁছোয়।

সত্যিই তাই। শম্ভুবাবু শুনলেন এবং চোখ-মুখ গম্ভীর করে ক্যামেরা থেকে ফিল্মটি বের করে সামনের সবাইকে হতবাক করে দিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন। শুটিং ফ্লোরের বাতাসে তখন অদৃশ্য একটা চাপা উত্তেজনা।

পরদিন সকাল। শুটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃশ্যে উত্তম-সুচিত্রার এক সঙ্গে কাজ করার কথা। সবাই প্রস্তুত। হঠাৎই দেখা গেল, দিবানাথ সেন তাঁর ৮ মিমি ক্যামেরা দিয়ে সেই দৃশ্যের শুটিং রেকর্ড করছেন। উত্তমকুমার তখন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিভূতি লাহাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'খোকাদা, শ্যুটিংয়ের সময় কেউ যেন আমার ছবি না তোলে। আর বাইরের কেউ যেন এখানে থাকেন, আমি চাই না!' উত্তমের এই মন্তব্য কাকে উদ্দেশ্য করে, তা বুঝতে বাকী রইল না কারও।

সুচিত্রা সেনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। শট শেষ হতেই তিনি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। সোজা হোটেলের দিকে হাঁটা দিলেন। সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হল উত্তম-সুচিত্রার ঠান্ডা যুদ্ধ। শুটিংয়ের ফাঁকে যেখানে এতদিন প্রাণোচ্ছল হাসির রোল পড়ত, সেখানে এখন নিস্তব্ধতা। উত্তম-সুচিত্রার সম্পর্কের ভিত যেন নড়ে উঠল সেদিন। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। ইউনিটের সকলেই টের পাচ্ছিলেন, পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়।

দিন গড়াচ্ছিল, কিন্তু মনোমালিন্য কিছুতেই মিটছিল না। উত্তমকুমার যেন নির্বিকার; বেশ হাসিখুশিই আছেন। অন্যদিকে সুচিত্রা সেনের মুখে সেই চিরচেনা কঠোরতা। তিনি স্থির করলেন, ছবির শুটিং শেষ না করেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। পরিচালক থেকে শুরু করে ইউনিটের প্রত্যেকেই দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

পুতুল নাচের ইতিকথা

পুতুল নাচের ইতিকথা বইটি না পড়লে পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে আমার কঠিন অজ্ঞতা থেকে যেত। ভাবতাম পরকীয়া মানেই শরীরে শরীর মিশে যাওয়া! এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পেরেছি এই উপন্যাস পড়ে! স্পর্শ না করেও যে দীর্ঘদিন একই প্রেমে কাটিয়ে দেওয়া যায় তা জানতে পেরেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর চরিত্র কুসুম আর শশী চরিত্রে! শশী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সদ্য ডাক্তারি পাস করে সে গ্রামে আসে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিন্নতর সংস্কৃতি কিংবা সহজ ভাষায় উন্নত জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষমেশ সে আর প্রথাগত জীবনের বাইরে যেতে পারে না। গ্রামীণ জীবনের প্রতিবেশ -পরিবেশের বৈচিত্র্য আর বাস্তবতার ডালপালা সর্বোপরি কুসুমের প্রতি দুর্নিবার টান এমন ভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে যা ছিঁড়ে বের হওয়া শশীর সামর্থ্যের বাইরে। তার আর গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হয় না শহরের চাকচিক্যময় জীবনের উদ্দেশ্যে! শশীর চরিত্র পড়তে যেয়ে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে যাই। তখন মনে হয়েছে আসলেই আক্ষরিক অর্থে কিছু অসামান্য প্রেম সবকিছুর উর্ধে! চিরকালের নমস্য! সবাই এই প্রেম ধারণ করতে পারে না! কুসুম এ উপন্যাসের নায়িকা। তার পরিচয় হলো সে তেইশ বছর বয়সি মেয়ে, উপন্যাসের এক চরিত্র পরাণ-এর স্ত্রী, রহস্যময়ী এবং বিচিত্ররূপিনী নারী। তার খাম খেয়ালীপনা, খাপছাড়া প্রকৃতি তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। শশীর জন্য তার 'উন্মাদ ভালোবাসা' এই উপন্যাসের অন্তর্গত সৌন্দর্য। কুসুমের স্ফুট-অস্ফুট প্রেম শেষ পর্যন্ত অন্য রূপ নেয়, অন্য মাত্রা নেয়। রহস্যময়ী জীবনীশক্তিতে ভরপুর।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
মান্না হেমন্ত পরস্পরের শ্রদ্ধা

বিশেষ প্রতিবেদক

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ঃ এক কিংবদন্তির ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্কের গল্প। সঙ্গীত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যার সুরেলা কণ্ঠ আজও মানুষের হৃদয়ে গেঁথে আছে। শুধু কণ্ঠের জাদুতেই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্কের গভীরতাও তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায় বহুবার বলেছেন, তিনি কখনোই তাঁর স্বামীকে রেগে যেতে দেখেননি। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাটো মনোমালিন্য তো থাকেই! একবার হয়তো এমন হয়েছে, কোনো বিষয়ে হেমন্তবাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রাগ কখনোই প্রকাশ্যে আসেনি। মনের ঝাল মেটাতে চুপচাপ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, কিছুক্ষণ বাইরে সময় কাটিয়ে মন শান্ত হলে আবার ঘরে ফিরতেন। কিন্তু সংসারে কখনোই তিনি তাঁর রাগের ছাপ ফেলতেন না; এটাই এক মহৎ মানুষের অনন্য গুণ।

এক মজার ঘটনা ঃ শিলিগুড়ি সফর সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের এক ঘটনা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। তাঁর সঙ্গে গাড়িতে আছেন স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়, কমেডিয়ান অজিত চ্যাটার্জি, এবং বন্ধু পরিমল সেন। এয়ারপোর্টের পথে বেলা বললেন, 'তুমি শিলিগুড়ি থেকে কিছু একটা আনবে তো?' হেমন্তবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'শিলিগুড়ি থেকে? ওখানে এমন কী আছে যা কলকাতায় পাওয়া যাবে না?'

একটু মজা করে তিনি বললেন, 'গামছা আনবো?' বেলা হেসে উত্তর দিলেন, 'তাহলে তাই আনবে!' এই ছোট্ট সংলাপে ফুটে উঠেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মিষ্টি রসায়ন, যা প্রতিটি বাঙালি দম্পতির জীবনে প্রতিফলিত হয়।

মান্না দে'র দৃষ্টিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা গানের ইতিহাসে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে; এই দুই কিংবদন্তি শিল্পীকে নিয়ে নানা আলোচনা হয়। অনেকেই তাঁদের তুলনা করতে চান, কিন্তু মান্না দে নিজেই বলতেন, 'তুলনা অর্থহীন, কারণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাঁর স্বর্ণকণ্ঠ!' তিনি বহুবার আক্ষেপ করে বলেছেন, 'যদি আমার কণ্ঠেও হেমন্তের মতো সোনালী সুর থাকত!' মান্না দে-র প্রতি হেমন্তবাবুর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যখনই কোনো রাগাশ্রয়ী গানের প্রয়োজন হতো, তিনি বলতেন; 'এটা মান্নাবাবু ছাড়া আর কেউ গাইতে পারবে না!'

এক নিখুঁত শিল্পীর গল্প ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এক অবিশ্বাস্য দক্ষতা ছিল। তাঁর গান একবার গাইলেই রেকর্ডিং হয়ে যেত; একাধিকবার রিহার্সালের কোনো দরকারই হতো না!

একবার সুরকার রতু মুখোপাধ্যায়ের জন্য একটি গান রেকর্ড করতে তিনি মুম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন। বিমানে নেমেই সোজা স্টুডিওতে ঢুকে মাত্র একবারের চেষ্টাতেই গান রেকর্ড করে বিকেলের ফ্লাইট ধরে আবার মুম্বাই ফিরে যান!

রতুবাবু তখন মান্না দে'কে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে যেন হেমন্তদা এই গান দশ বছর ধরে প্র্যাকটিস করেছেন!' মান্না দে অবশ্য মজা করে বলতেন, 'আমার তো আগে একটু কণ্ঠ গরম করতে হয়, নাহলে গান বেরোতেই চায় না!'

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ বাংলা গানের দুই নক্ষত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে, যাঁদের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। ছিল শ্রদ্ধা এবং ভক্তি।

প্রতীক্ষার অবসান শেষ! ২৭ ফেব্রুয়ারীতেই নবদ্বীপে শুভ উদ্বোধন রাজ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ শিব মূর্তির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় পীঠস্থান নদীয়ার নবদ্বীপ ধাম। কথিত আছে নবদ্বীপ হেন গ্রাম শ্রী ভুবনে নাই, যহি অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঁই। অর্থাৎ শ্রীমন মহাপ্রভুর জন্মস্থান এই নবদ্বীপ যা বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবেও বলা হয়, আর নবদ্বীপ শহরের বুক চিরে বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী। আর এই ভাগীরথী নদীর এক প্রান্তে রয়েছে বর্তমানের নবদ্বীপ শহর যেখানে জন্মগ্রহন করেছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভু, আর নদীর অপর প্রান্তে নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর এলাকায় রয়েছে ইস্কনের প্রধান কার্যালয় মায়াপুর মন্দির। আর ইস্কনের উদ্যোগে সেখানে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মন্দির, যা ইতিমধ্যে সকলেই জানে, আর এবার বৈষ্ণব তীর্থ তথা মন্দির নগরী নবদ্বীপে তৈরী হচ্ছে এক প্রকাণ্ড স্বয়ং বসে থাকা শিব মূর্তি, যা উচ্চতায় রাজ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ বলেই দাবী এই শিব মূর্তি তৈরির উদ্যোগতাদের। নবদ্বীপ শহরের মণিপুর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে প্রভুপাদ তিনকড়ি গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী রাধাবল্লভ জিউ মন্দির, সহ তিনকড়ি গোস্বামী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। আর তাতে উদ্যোগেই নবদ্বীপ মণিপুর ঘাট সংলগ্ন শ্রী শ্রী তিনকড়ি গোস্বামীর সমাধি মন্দির বর্তমানে যাকে গৌরাঙ্গ বিহার নাম দেওয়া হ'য়েছে সেখানেই তৈরি হয়েছে এই শিব মূর্তি যা উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট। বিগত প্রায় একবছর সময় ধরে চলছে এই মূর্তি নির্মানের কাজ। নিচে কংক্রিটের ভিত করে তার ওপর লোহার রড, প্লাস্টার, ফাইবার সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মূর্তি। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে তিনকড়ি গোস্বামীর নাতি প্রভুপাদ গিরি গোপাল গোস্বামী জানান আমাদের মন্দিরের বিভিন্ন সেবা কার্য পরিচালিত হয় মন্দির তথা ঈশ্বরের আরাধনার পাশাপাশি, আর কথায় আছে শিব জ্ঞানে জীব সেবা, আর সকল মঠ মন্দিরে শিব মূর্তি থাকে, এরও এক ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে, পাশাপাশি আমদের গুরুদেবরাও ইচ্ছে ছিলো নবদ্বীপ ধামে একটি শিব মূর্তি তৈরি হোক, সেই ভাবনা থেকে ও সকল ভক্তের ইচ্ছেতেই এই বৃহৎ শিব মূর্তি তৈরি। কিন্তু নবদ্বীপ তো বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান সেখানে তিনি শিব মূর্তি কেন? প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান মহাদেব ছিলেন পরম ভক্ত, তার সাথে বৈষ্ণব সমাজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন চৈতন্য ভাগবতেও উল্লেখ আছে মহাপ্রভু বলছেন স্বয়ং মহেশ হলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভু, অর্থাৎ বৈষ্ণব জগৎ আর মহাদেব বিশেষ ভাবে জড়িত, এমন কোন স্থান বা বৈষ্ণব মন্দির নেই যেখানে মহাদেব নেই, এমনকি শিবচতুর্দশীও আমরা পালন করি, শ্রীমদভগবত সিদ্ধান্তেও আমরা পাই মহাদেব নিজে বলেছেন তিনি যার নামে বিভোর থাকি, নিরন্তর চিন্তা করি তিনি স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ। সুতরাং আমাদের এখানে এই বৃহৎ মহাদেবের মূর্তি দেখতে ভক্তরা আসবে আমরাও আশাবাদী। তিনি আরও জানান যে জায়গায় এই শিব মূর্তী তৈরি হচ্ছে সেখানে রয়েছে তাদের গুরুদেবের সমাধি মন্দির, তৈরি হয়েছে হাসপাতাল সহ বিবিধ সামাজিক কাজের পরিকল্পনা। আর সারা বিশ্বের মানুষ নবদ্বীপ ধামে তীর্থ বা ঘুরতে আসলেও সিংহ ভাগ মানুষ ছুটে যায় ইস্কনের মন্দিরে, সেখানে নবদ্বীপে এত বৃহৎ এই মহাদেবের মূর্তি ভক্তদের মনে জায়গা করে নেবে। তিনি বলেন এই মন্দিরের পাস দিয়েই বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী, মহাদেবের জটা থেকেও বেরোবে গঙ্গা, সাথে রয়েছে বিভিন্ন ফুলের বাগানও। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল ৮.০০ টায় ওই শিব মূর্তির উদ্বোধন করবেন শ্রী শ্রী বিনোদবিহারী দাস মহারাজ। এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিভিন্ন মঠ মন্দিরের সাধুসন্ত মহারাজগন। তিনি আরও জানান জানান, তিনকড়ি গোস্বামী মহারাজের সমাধিস্থল বর্তমানে গৌরাঙ্গ বিহার নামে পরিচিত, ওই স্থানে রাজ্যের সর্ববৃহৎ এই শিব বিগ্রহের উদ্বোধন হবে এছাড়াও পরবর্তীকালে ওখানেই আরো একটি রাধামাধবের মন্দির তৈরি করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, এই উপলক্ষ্যে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে এবং উদ্বোধনের দিন এখানে বিশেষ পূজাপাঠ ও শিবির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। তিনি শ্রী শ্রী বিনোদবিহারী দাস মহারাজের এক শিষ্য মানস দে বলেন নবদ্বীপের ওপর দিয়ে আছে গৌরাঙ্গ সেতু, বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ও ভিন রাজ্যের সংযোগের ক্ষেত্রে এই গৌরাঙ্গ সেতুর ভূমিকাও অনেক আর এই মহাদেবের মূর্তি এতটাই বৃহৎ হয়েছে গৌরাঙ্গ সেতু থেকেও যথেষ্ট দেখা যাবে, সুতরাং ভক্ত সহ বাইরের পর্যটকদের দৃষ্টিও যথেষ্ট আকর্ষণ হবে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও নবদ্বীপ সহ পর্যটকদের কাছে একটা অন্যতম দর্শনীয় স্থান হবে এই শিব মূর্তি, আর এর ফলে নবদ্বীপে আরও বেশি পর্যটক আগামী দিনে আসবে বলেও আশাবাদী।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ও/এসি/টি/২০৬ থেকে ২০৭/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ২১.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করেছেন: ক্রমিক নং ১, কেস নং : ও-এসি-টি-২০৬-২৪-২৫, কাজের নাম : সিনিয়র ডিইএন/২/এএসএন-এর অধীন লিভার সার্ভে প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্টেশন ইয়ার্ড ও শাখার গ্রেডিয়েন্ট যাচাই করার জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য: ৬৬,৩১,১১০ টাকা। বায়নামূল্য: ১,৩৩,৬০০ টাকা। ক্রমিক নং. ২, কেস নং : ও-এসি-টি-২০৭-২৪-২৫, কাজের নাম: এএসএন-ডিভিশনের শাখায় কেবিকে-বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ ব্রিজ নং ৫ডিকে-র রিগার্ডারিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য: ২,১১,৮২,৩১৬.০৮ টাকা। বায়নামূল্য: ২,৫৫,৯০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ : ৬ মাস (ক্র. নং ১-এর জন্য) ও ১২ মাস (ক্র. নং ২-এর জন্য)। বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা প্রতিটির জন্য। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে।

(ASN-350/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly

Notice inviting Tender no: **NIT NO: 008/NGP/2025**, dated: 25/02/2025 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **25/02/2025**. Last date of submission of Tender: **04/03/2025.** Date of Opening of Tender: **06/03 2025**. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice
Tender reference no: 185/SGPII/NIeT/15 th CFC(Tied)/24-25
Date: 25/02/2025.

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For implementation of Construction of New Drain with Slab within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **05/03/2025 up to 03.00 pm**. Bid Opening Date: **07/03/2025 at 03.00 PM**. Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice
Tender reference no: 186/SGPII/NIeT/15 th CFC(Untied)/24-25
Date: 25/02/2025.

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For implementation of Construction of PCC Road within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **05/03/2025 up to 03.00 pm**. Bid Opening Date: **07/03/2025 at 03.00 PM.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে আসতে চলেছে আমূল পরিবর্তন। এমনই এক গঠন মূলক আলোচনা সভা হয়েছে সাম্প্রতিক, উঠে এসেছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড, আসানসোলের মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভবিষ্যত এর কথা। ' মেডিকেল কলেজ ফিরে পাবে গৌরবময় ঐতিহ্য' বললেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের সুপার ডঃ অর্পণ গোস্বামী। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের সুপার এবং প্রিন্সিপাল ডঃ পঞ্চানন কুন্ডু এবং বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে কিছু নতুন যন্ত্রপাতি লাগানোর কথা হয়েছে আপাতত সঙ্গে নতুন সিটি স্ক্যান লাগানোর কথাও হয়। এছাড়াও প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে ফ্যাকালটিদের কাজের সময় বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছে। সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানান, মেডিকেল কলেজের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়েছে, রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, বেডের সংখ্যা বাড়াতে হবে, ডাক্তার এবং স্টাফেদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রয়াত হলেন সাংবাদিক দেবাশীষ বিশ্বাস, শোকের ছায়া সাংবাদিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াত হলেন সাংবাদিক দেবাশীষ বিশ্বাস। মৃত্যুকালে তার বয়স ৪০। রেখে গেলেন বাবা, মা, স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান। গত ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার কিডনির সমস্যা সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি হন। দীর্ঘ ৬ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে না ফেরার দেশে চলে যান। তার এই প্রয়াণে শোকাহত কোচবিহার জেলার সাংবাদিক মহলে। মঙ্গলবার সকাল ৮.০৫ মিনিটে তিনি প্রয়াত হন। পরবর্তীতে তাকে নার্সিং হোম থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কোচবিহার সদর মহকুমা প্রেস ক্লাব ও কোচবিহার প্রেস ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জেলার সকল সাংবাদিক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা তাকে ফুলমালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় কোচবিহার মহাশশ্মানে। দেবাশিষ বিশ্বাস দীর্ঘদিন 'সমাচার' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। পরবর্তীতে ' প্রতিদিন' পত্রিকার চিত্র সাংবাদিকের কাজ করতেন তিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি ছবি তোলার নেশা ছিল তার। চিত্র সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতিও জড়িয়ে ছিল উত্তরবঙ্গ জুড়ে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি কোচবিহারের বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিভিন্ন রোগের সাথে লড়াই করেন। তারপর গত ১৯ ফেব্রয়ারি বৃহস্পতিবার দেবাশিষ বিশ্বাস অসুস্থ হন। এরপর কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে দেবাশিষ বিশ্বাস না ফেরার দেশে চলে যান। তার ওই অকাল প্রয়াণে শোকাহত কোচবিহারের সাংবাদিক মহল। এদিন তার শেষ কৃত্য হয় কোচবিহার মহাশশ্মানে। এইবিষয়ে কোচবিহার জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি অনুপম সাহা দুঃখের সহিত জানান, 'বিশ্বাস আমাদের প্রেস ক্লাবে শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন। তার এই অকাল প্রয়াণে আমরা কোচবিহার জেলা প্রেস ক্লাবের সকল সাংবাদিকরা শোকাহত। তার এই অকাল প্রয়াণে তার পরিবারকে সমবেদনা জানানোর ভাষা না থাকলেও আমরা তার পরিবারের পাশে রয়েছি এবং থাকব।

প্রসূতি মৃত্যু ঘিরে উত্তাল বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল, ঘটনাস্থলে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রসূতি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হলো বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল। সন্তানকে স্তন পান করিয়েও, বাড়ি ফিরে যেতে পারলেন না বোলপুর মুলুকের বছর ২৩শের গৃহবধূ ফেনসি ঘোষ। এদিকে সদ্যজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে মায়ের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ঘটনায় চিকিৎসার গাফিলতিতে হাসপাতালে বিক্ষোভ শুরু করেন মৃতের পরিবার। নরমাল ডেলিভারির সময় জন্মদার কাটার পর সেলাই করতে গিয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সের গায়ে পা লাগে। রোগীর পরিবারের দাবি, কর্তব্যরত নার্সের গায়ে পা লাগায় রোগীকে অত্যচার করতে শুরু করে অভিযুক্ত নার্স। পরিবারের অভিযোগ, মেয়েকে অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে প্রায় চার ঘন্টা বেডে হাত-পা বাঁধে ফেলে রেখে দেয়। অবশেষে হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্স জানান মেয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় প্রস্তুতির। পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে তাদের মেয়ের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। কর্তব্যরত নার্স ও ডাক্তারের কঠোর শাস্তি দাবি জানান তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বোলপুর ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। পরিবারের সাথে কথা বলেন শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখার্জি চ্যাটার্জি। সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেন তিনি। শান্তিনিকেতন থানা ও বোলপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। প্রস্তুতির মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান তারা। উল্লেখ্য, তিন বছর আগে বিয়ে হয় লাভপুরে নবগ্রামের বাসিন্দা অচিন্ত্য ঘোষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরে পরিবারের সকলেই আনন্দে ছিলেন। সোমবার বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফেনসিকে। স্বাভাবিক প্রসব হয় তাঁর। ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্মদেন তিনি সন্তান জন্মাবার পর সুস্থ ছিল ফেনসি। তবে পরিবারের দাবি, হাসপাতালের গাফিলতিতে যেন কোন রোগীকে পরিবারহারা না হতে হয়। তার জন্য কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন তারা।

রেডিয়োকলারহীন বিগক্যাটের অবস্থান জানতে হিমশিম খাচ্ছে বনবিভাগ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিদিনই নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রেডিয়োকলারহীন বাঘের সঠিক অবস্থান জানতে হিমশিম খাচ্ছে বনবিভাগ। গত দুদিন ধরে বান্দোয়ান ও মানবাজার ২ নম্বর ব্লক এলাকার বনাঞ্চল এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুলিয়ায় প্রবেশ করা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে চালানো হচ্ছে নজরদারি। এলাকায় একাধিক বনকর্মীদের টিমকে মোতায়েন করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ট্রানকুলাইজার টিম। জঙ্গলে একাধিক ট্র্যাপ ক্যামেরা পাতা হলেও নতুন করে বাঘের কোনও ছবি ধরা পড়েনি। এদিকে বন দফতরের পাতা ফাঁদেও পা দেয়নি দক্ষিণরায়। ফলে, সেই বাঘ এখন কোথায়, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। গত তিনদিন আগে ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড়ের জঙ্গল থেকে বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘটি। বান্দোয়ান ও বোরো বনাঞ্চল এলাকার রাইকা পাহাড় সংলগ্ন ভাড়ারি পাহাড়, নেকড়া, আঁকরো, বড়কদম, হাতিরামগোড়া সহ একাধিক জঙ্গলে মিলেছে বাঘের পায়ের ছাপ। তারপর থেকেই বাঘকে বাগে আনতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বনবিভাগ। কদিন আগেই জানা গিয়েছিল, ফের বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ও বোরো বনাঞ্চল এলাকায়। রবিবার সকালে বান্দোয়ান ও বোরো বনাঞ্চল এলাকার ভাড়ারি, নেকড়া, আঁকরো, বড়কদম, হাতিরামগোড়া-সহ একাধিক জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। বাঘের পায়ের ছাপের খবর মিলতেই তৎপর হয়ে উঠেছিল পুরুলিয়ার বনবিভাগ। জঙ্গলে বসানো হয়েছে ট্র্যাপ ক্যামেরা। তড়িঘড়ি মোতায়েন করা হয়েছিল বনকর্মীদের। জঙ্গল-লাগোয়া এলাকায় পাওয়া পায়ের ছাপের সঙ্গে ওই বাঘের পায়ের ছাপের মিল রয়েছে কি না, বনবিভাগের তরফে খতিয়ে দেখাও হচ্ছিল সেটা। গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে কখনো ঝাড়খণ্ডে, কখনো বাংলার জঙ্গলে চরকি পাক খাচ্ছিল রেডিয়োকলারহীন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি। এক জেলা থেকে অন্য জেলা, এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতে চলেছে এটি। বাঘকে বাগে আনতে সব চেষ্টাই বৃথা যাচ্ছিল বন বিভাগের। গত কয়েকদিন আগে বান্দোয়ানের জঙ্গল ছেড়ে ঝাড়খন্ডের দলমা পাহাড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল বাঘটি। কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের বান্দোয়ানের জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপের দেখা মিললে আতঙ্ক ছড়াল জঙ্গল-লাগোয়া গ্রামগুলিতে। এদিকে সামনেই দোলযাত্রা। হোলি। বসন্তের আগে-পরে এই এলাকায় বহু পর্যটক যান। এবারেও যাবেন। কিন্তু তার আগে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় সর্বস্তরেই আতঙ্কের আবহ।

আগামী ৩০ মার্চ, ২০২৫ সোশ্যাল মিডিয়ার টিএমসি সাপোর্টার্স কমিউনিটি ২০ বছরে পড়ছে এই উপলক্ষ্যে আজ কলকাতার আস্থা কমিউনিটি হলে প্রস্তুতি মিটিং ও TMCS কমিউনিটির ২০বছরের লোগো উদ্বোধন হলো। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাল, মুখপাত্র রিজু দত্ত সহ যুব ও ছাত্র নেতৃত্ববৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের নেতৃত্ব - সায়ন্তন মুখার্জি, অর্ক সাহা, উপাসনা চৌধুরী, অর্পণ ব্যানার্জি , বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ সোমা মুখার্জী ও সারা বাংলা থেকে আগত TMCS কমিউনিটির নেতৃত্ব সদস্য সমর্থকরা।

মহাশিবরাত্রিতে আকন্দ ফুলের চাহিদা বেড়েছে, বাজারে দামও উর্ধ্বমুখী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ মহাশিবরাত্রি। শিবভক্তরা এই পবিত্র তিথিতে মহাদেবের পূজায় নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অংশ নেন। শাস্ত্র অনুযায়ী, শিবের আরাধনায় আকন্দ ফুল নিবেদন অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়, যা জীবনের নানা সমস্যার সমাধানে সহায়ক। এই ফুল দীর্ঘসময় সতেজ থাকে এবং নেতিবাচক শক্তিনাশ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই মহা এটি শিবলিঙ্গে অর্পণ করা হয়। সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনে এই ফুল। শিবের আরাধনায় আকন্দ ফুল উৎসর্গ করলে সৌভাগ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের বিভিন্ন বাজারে আকন্দ ফুলের চাহিদা ও দাম উভয়ই বেড়ে গেছে। সাধারণত গ্রামবাংলায় আকন্দ গাছকে বিষাক্ত মনে করা হলেও হিন্দু ধর্মে এটি বিশেষভাবে পবিত্র। শাস্ত্র মতে, ভগবান গণেশের অধিষ্ঠান আকন্দ গাছে, আর মহাদেবের অন্যতম প্রিয় ফুল এটি। তুলসী ও অশ্বত্থ গাছের মতোই আকন্দ গাছও পূজার উপযোগী বলে ধরা হয়। শিবরাত্রিতে আকন্দ ফুল নিবেদন করলে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি লাভ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। পাশাপাশি, শনিদেবের কৃপা পাওয়ার জন্যও এই ফুল গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্বাসের কারণেই মহাশিবরাত্রির আগে আকন্দ ফুলের বাজারে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে, যার ফলে দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিবভক্তদের কাছে আকন্দ ফুল শুধুমাত্র পূজার উপকরণ নয়, বরং এটি এক আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের প্রতীক। তাই মহাশিবরাত্রির প্রাক্কালে বাজারে আকন্দ ফুলের কদর তুঙ্গে পৌঁছেছে।

নতুন সিএনজি বাস কিনতে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে রেখে যাত্রী পরিষেবা আরও মসৃণ করতে রাজ্য সরকার ২০০টি নতুন সিএনজি বাস কিনতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই বাস কেনার জন্য আর্থিক অনুমোদন মিলেছে। আগামী দুর্গাপুজোর আগেই মিডি, সেমি এবং ডিলাক্স এই তিন ধরনের বাস নামানো হবে বলে রাজ্য পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। ১২০টি সেমি ডিলাক্স বাস, ৩০টি মিডি বাস এবং ৫০টি ১২ মিটারের মাপের ডিলাক্স বাস কেনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বাস কেনার জন্য ১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
At+P.O:-Daldali,P.S:-Hura,Purulia,PIN:-723130 Mail ID-daldaligp@gmail.com
TENDER NOTICE
NO:-04/DGP/2024-25

Separete Sealed Tenders in Printed from at Daldali Gram Panchayat are hereby invited by the Pradhan, Daldali Gram Panchayat for the **7(Seven)Nos.** Civil works. Last Date & Time of Dropping Tender Form **3/3/2025 upto 13.00 pm**. Date & Time of Opening of Tender **7/3/2025 on 14.00pm**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/-Pradhan
Daldali Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 87/Q of 2024-25

N.W- Repairing & Renovation of Total Internal Electrical wiring at Haldia Sub-Division Court, Haldia, Purba Medinipur.. Under Purba Medinipur Electrical Division. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last dt. application: 05.03.25 upto 01:00 PM Dt. of Opening: 07.03.25 at 1:00 P.M

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪২, তারিখ : ২৪.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৪৭। কাজের নাম:** তারকেশ্বর স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৩০,৭৭৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৬,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৯০ দিন। **ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৪। কাজের নাম:** হাওড়া স্টেশনে সাইনেজ বোর্ড স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য:** ৫২,৬৩,৪৭৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,০৫,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ২৭০ দিন। **ক্রমিক নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪২৫। কাজের নাম:** নতুন ডিআরএম ভবন ও সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতার সম্মুখভাগের আলোকসজ্জার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,১৬,৫৯,৪৭৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ২,০৮,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবেনা কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-630/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড

Phoenix ARC

রেজি অফিসঃ ওল্লাস টাওয়ার, তৃতীয় তল, ১৩৯/১৪০/বি/১, শহর রোড ক্রসিং এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে ক্রসিং, ভিলে পার্লে, মুম্বই-৪০০০৫৭, ফোনঃ ০২২-৬৮৪৯২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২-৬৭৪১২৩১৩, সিআইএনঃ ইউ৬৭১৯০এইচএম২০০৭পিএলসি১৬৮৩০৩, ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.phoenixarc.co.in

অনলাইনে সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয়

অনলাইন ই-নিলামের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI অ্যাক্ট) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (নিয়ম) এর ৮ ও ৯ নং নিয়মের অধীনে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং SARFAESI আইন এবং সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য বিধি অনুসারে অনুমোদিত কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদারদের সুরক্ষিত সম্পদের দখল অনুসারে, অনুমোদিত কর্মকর্তা নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদারদের জানানো হচ্ছে যে, ফিনিক্স ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি-অর্থবছর ২২-২১ (ফিনিক্স) (হিরো ফিনকর্প লিমিটেড কর্তৃক ৩০.১২.২০২১ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, ফিনিক্সের অনুকূলে ঋণ বরাদ্দ অনুসারে) যেমন আছে যেখানে আছে, যেমন আছে যা আছে এবং রিকোর্স ভিত্তিতে নয় শর্তে, অনলাইন ই-নিলাম এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যা SARFAESI আইনের বিধান এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ এবং ৯ নং নিয়ম অনুসারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে) **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নীচে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে করা হবেঃ

আইটেম নং. ১

ঋণগ্রহীতার নাম	**মেসার্স মুকেশ ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড** ২৪২, ১ম তলা, রবীন্দ্র সরণি, বুড়া বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭
সহ-দায়বদ্ধ/জামিনদার/বন্ধকদার/অংশীদারদের নাম	**শ্রী মুকেশ কুমার আগরওয়াল এবং শ্রীমতি সাবিত্রী দেবী আগরওয়াল**
৩.১০.২০১৯ তারিখের SARFAESI নোটিশ অনুসারে প্রদেয় পরিমাণঃ ১৮.০৯.২০১৯ তারিখের হিসাবে ২,২৪,৩০,৫৪৫.৪৫ টাকা (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং ভবিষ্যতের সুদ চুক্তিভিত্তিক হারে পূর্বোক্ত পরিমাণের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ।	
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ সমগ্র জমি, ১" এবং ২য় তল, মধ্যপাড়, শীতলাতলা, গুলুল, থানা ও পোস্ট অফিস চণ্ডীতলা, জেলা হুগলি চণ্ডীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে এবং এ.ডি.এস.আর. জননীর নিবন্ধন অধিক্ষেত্র এবং বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও চণ্ডীতলা-২, ডানকুনি হুগলির প্রশাসনের মধ্যে। **পূর্ব দিকে আছে বাঃ** সাধারণ পথ, **পশ্চিম দিকে আছে বা ঃ** বাঁশ বাগান, **উত্তর দিকে আছে বাঃ** সরকারি পাঠশালা, **দক্ষিণ দিকে আছে বাঃ** রবীন পাঞ্জি এবং রাধানাথ পাঞ্জির বাস্তু জমি। এলাকা পরিমাপঃ ইউনিট নংঃ জি১ (নিচতল) - ২৫৮৯.৬০ বর্গফুট। ইউনিট নংঃ ১ (প্রথম তল) - ২৭৮৭.৬০ বর্গফুট, ইউনিট নংঃ ২ (দ্বিতীয় তল) - ২৭৮৭.৬০ বর্গফুট।	
দখলের বিবরণ	২০০২ সালের SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে ফিনিক্স উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত দখল নিয়েছিল।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	অনুরোধে
সংরক্ষিত মূল্য	২,০৭,০০,০০০ টাকা (দুই কোটি সাত লক্ষ টাকা মাত্র)
বায়না টাকা জমা	২০,৭০,০০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি রেমিট্যান্সের বিবরণঃ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট - 'ফোনিক্স ট্রাস্ট অর্থবছর ২২-২১' ক্যারেন্ট অ্যাকাউন্টঃ ৫৮৪৬২৪২৯০৪ কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালিনা, মুম্বই, আইএফএসসি কোডঃ KKBK০০০০৬৩১	
বর্ধিত মূল্য	৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং এই গুণিতকে
বায়না টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) ব্যাংকিং বন্ধের আগে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) দুপুর ২টা থেকে ৩টার মধ্যে
সম্পত্তির টেন্ডার ডকুমেন্টের লিঙ্কঃ **https://phoenixarc.co.in/?p=5630**	

আইটেম নং. ২

ঋণগ্রহীতার নাম	**মেসার্স সবিতা ইন্ডাস্ট্রিজ,** ৪/১, ডব্লিউ রোড, উত্তর বাঁত্রা, শানপুর, দাসনগর, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০৫
সহ-দায়বদ্ধ/জামিনদার/বন্ধকদার/অংশীদারদের নাম	**সুজিত কুমার মন্ডল, শ্রী মিলন করার, শ্রীমতি তনুশ্রী করার এবং শ্রী মধুসূদন কারার**
১৭.০২.২০২০ তারিখের SARFAESI নোটিশ অনুসারে প্রদেয় পরিমাণঃ ১৭.০৯.২০১৯ তারিখের হিসাবে ১,৪৬,৮৭,৭৬৩.৮৮ টাকা (এক কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা অষ্টআশি পয়সা মাত্র) এবং ভবিষ্যতের সুদ চুক্তিভিত্তিক হারে পূর্বোক্ত পরিমাণের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ প্রায় ৪ কাঠা ১ ছটাক ১০ বর্গফুট জমির টুকরো এবং ১০০ বর্গফুট জমির একটি অংশ, যার পরিমাপ ১০০ বর্গফুট। বিনিময় দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং তার উপর একটি ভবন রয়েছে, যা মৌজা শুষ্ক পুলিশ স্টেশনে অবস্থিত - বাট্রা, পরগনা - বোরো, তৌজি নং ১০৪২, আর.এস. খতিয়ান থেকে ১৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৯২৪, আর.এস. দাগ থেকে ২৭৬, এল.আর. দাগ নং ৩৯১, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড, ১২১ নম্বর প্রাঙ্গণ, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, জেলা - হাওড়া। **সীমানাঃ উত্তরঃ** ব্যোমকেশ মান্নার জমি এবং বাড়ি **দক্ষিণঃ** গোপাল চন্দ্র পাত্রের জমি এবং বাড়ি **পূর্বঃ** অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও অন্যান্যদের জমি এবং বাড়ি **পশ্চিমঃ** পৌর ড্রেন	
দখলের বিবরণ	২০০২ সালের SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে ফিনিক্স সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছিল।
সংরক্ষিত মূল্য	৬১,২০,০০০ টাকা (একষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)
বায়না টাকা জমা	৬,১২,০০০ টাকা (ছয় লক্ষ বারো হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি রেমিট্যান্সের বিবরণঃ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট - 'ফোনিক্স ট্রাস্ট অর্থবছর ২২-২১' ক্যারেন্ট অ্যাকাউন্টঃ ৫৮৪৬২৪২৯০৪ কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালিনা, মুম্বই, আইএফএসসি কোডঃ KKBK০০০০৬৩১	
বর্ধিত মূল্য	৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং এই গুণিতকে
বায়না টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) ব্যাংকিং বন্ধের আগে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) বেলা ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে
সম্পত্তির টেন্ডার ডকুমেন্টের লিঙ্কঃ **https://phoenixarc.co.in/?p=5632**	

আইটেম নং. ৩

ঋণগ্রহীতার নাম	**মেসার্স বারাসাত অন্নেশন** গ্রামঃ হারপাড়া পিও-বেড়াবাড়িয়া, উত্তর ২৪, পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২১
সহ-দায়বদ্ধ/জামিনদার/বন্ধকদার/অংশীদারদের নাম	**শ্রী শ্যামল রায় চৌধুরী এবং শ্রীমতি বকুল রায় চৌধুরী**
১৭.০৫.২০২১ তারিখের SARFAESI নোটিশ অনুসারে প্রদেয় পরিমাণঃ ১৬.০৪.২০২১ তারিখের হিসাবে ১,৬০,২০,১৭৯.৩৭ টাকা (এক কোটি ষাট লক্ষ কুড়ি হাজার একশো উনআশি টাকা সাইত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং ভবিষ্যতের সুদ চুক্তিভিত্তিক হারে পূর্বোক্ত পরিমাণের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ।	
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ বিস্তৃতি এলাকা - জমির এক টুকরো, যার পরিমাপ প্রায় ১১২.৪৪ দশমিক এবং এর উপর অবস্থিত কাঠামো। সমীক্ষা নং. মৌজা- হরপাড়া, থানা- আমডাঙ্গা, পরগনা - আনোয়ারপুর, জেএল নং. ৮১, রে. সা. নং. ২৪১, তৌজি নং. ১৩, আর.এস. খতিয়ান নং. ৭৫৬, ৫১৯, ৫২০, ৫২৮, ৫০২ এবং ৫১২, এল.আর. খতিয়ান নং. ১১৩৮, ৪৬৮, ৭৩৫, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং. ৫২৯, ৫৩২ এবং ৫৩৫, বেরাবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। **সীমানাঃ উত্তরঃ** নদীর ধারে জমির ফালা **দক্ষিণঃ** ১২ ফুট প্রশস্ত ইট-নির্মিত রাস্তা **পশ্চিমঃ** ৩০ ফুট প্রশস্ত ময়না-মাধবপুর রাস্তা।	
দখলের বিবরণ	২০০২ সালের SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে ফিনিক্স সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছিল।
সংরক্ষিত মূল্য	৪,০৯,৫০,০০০ টাকা (চার কোটি নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)
বায়না টাকা জমা	৪০,৯৫,০০০ টাকা (চল্লিশ লক্ষ পাঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি রেমিট্যান্সের বিবরণঃ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট - 'ফোনিক্স ট্রাস্ট অর্থবছর ২২-২১' ক্যারেন্ট অ্যাকাউন্টঃ ৫৮৪৬২৪২৯০৪ কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালিনা, মুম্বই, আইএফএসসি কোডঃ KKBK০০০০৬৩১	
বর্ধিত মূল্য	৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং এই গুণিতকে
বায়না টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) ব্যাংকিং বন্ধের আগে।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) বিকেল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে
সম্পত্তির টেন্ডার ডকুমেন্টের লিঙ্কঃ **https://phoenixarc.co.in/?p=5634**	

ই-নিলামের শর্তাবলীঃ

১. SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে এবং ই-নিলামের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয় পরিচালিত হচ্ছে। নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড'-এর মাধ্যমে হবে। মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ই-নিলামের জন্য প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করার জন্য পরিষেবা প্রদানকারী। ২. বিড ডকুমেন্টের শর্তাবলী এবং এতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে নিলাম পরিচালিত হয়। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দরদাতারা ফিনিক্সের ওয়েবসাইট, www.phoenixarc.co.in এবং উপরে উল্লিখিত লিঙ্কগুলির পাশাপাশি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট, www.bankeauctions.com দেখতে পারেন, বিড ডকুমেন্টের জন্য, নিলামের জন্য রাখা সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ/বিড ফর্ম পেতে পারেন। ৩. দরদাতারা তাদের নিজস্ব অফিস/তাদের পছন্দের স্থান থেকে ই-নিলাম কোটেশন/বিডিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিটি দরদাতাকে নিজেই ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেট সংযোগ, নেটওয়ার্ক সমস্যা, সিস্টেম ক্র্যাশ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ফোনিক্স/পরিষেবা প্রদানকারী দায়ী থাকবেন না। ৪. ই-নিলামের বিশদ, সহায়তা, পদ্ধতি এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য, সম্ভাব্য দরদাতারা মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রী ভাবিক পান্ড্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১-১২৪-৪৩০২০২০/২০২১/২০২২/২০২৩/২০২৪, +৯১-৮৮৬৬৬৮২৯৩৭, ইমেল আইডিঃ support@bankeauctions.com; maharashtra@c1india.com.। ৫. দরদাতারা নিলামের জন্য রাখা সুরক্ষিত সম্পদের বিশদ যাচাই করতে দরপত্র ফর্ম পেতে ফোনিক্সের ওয়েবসাইট www.phoenixarc.co.in দেখতে পারেন। ৬. উপরে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে ই-নিলাম পরিচালিত হবে, যখন উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তি 'যেমন আছে যেখানে আছে' ভিত্তিতে এবং 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'রিকোর্স ছাড়াই' শর্তে বিক্রি করা হবে। ৭. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত পোর্টাল https://www.bankeauctions.com-এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং উপরে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। ৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য, আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাদের সুরক্ষিত সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্যের ১০ ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের বিবরণ, প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির ক্ষেত্রে বোর্ড রেজোলিউশন এবং টেন্ডার ডকুমেন্টে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত ঠিকানার প্রমাণপত্র উপরে উল্লিখিত ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখে বা তার আগে জমা দিতে হবে। আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাদের উপরে বর্ণিত সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ৯. সম্ভাব্য/ইচ্ছুক দরদাতাকে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তিনি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯ (এ) এর বিধান অনুসারে অযোগ্য নন এবং কেওয়াইসি ডকুমেন্ট সহ এই ধরনের অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে অথবা তার দরপত্র বাতিল করা হবে। ১০. সফল ক্রেতা/দরদাতাকে প্রতিটি আইটেমের জন্য তার দরপত্রের ২৫ শতাংশ (ইএমডি সহ) আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে উপরে উল্লিখিত নিলামের তারিখে ব্যাংকিং ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে জমা দিতে হবে, যা ফোনিক্স কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় বিক্রয় ব্যর্থ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত সফল ক্রেতা/দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১১. ই-নিলামে সফল না হওয়া অন্যান্য সকল দরদাতার ইএমডি ফোনিক্স কর্তৃক ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার ৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডিতে কোনও সুদ থাকবে না। ১২. ক্রয়ের মূল্যের বাকি পরিমাণ সফল ক্রেতা/দরদাতাকে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পনেরো (১৫) দিন বা তার আগে অথবা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যদি ব্যর্থতা দেখা দেয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত জমা করা সমস্ত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১৩. সম্পত্তি/সম্পত্তির পরিদর্শন বা আরও তথ্যের জন্য, সম্ভাব্য দরদাতারা শ্রী মহেশ মালুঞ্জকার/শ্রীমতী লক্ষ্মী সিং-এর সাথে নিম্নলিখিত ইমেল ঠিকানায় mahesh.m@phoenixarc.co.in/ laxmi.singh@phoenixarc.com/(ইমেল) অথবা +৯১-০৯৯২০৩৮১৬৮৪/+৯১-৮৬৫৫৬৫৩৩৪৩/+৯১-৭৫০৬৯৯৪৮১৮ (মোবাইল) যোগাযোগ করতে পারেন। ১৪. নিলামের যেকোনো পর্যায়ে, অনুমোদিত কর্মকর্তা ই-নিলাম/বিডঅফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/সংশোধন/বাতিল করতে পারেন অথবা নিলাম স্থগিত করতে পারেন, কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই। ১৫. প্রযোজ্য আইন অনুসারে সম্পত্তি হস্তান্তর/বিতরণ করার জন্য সফল ক্রেতা/বিডকারীকে যেকোনো বিধিবদ্ধ পাওনা, কর, প্রদেয় ফি, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে। ১৬. যেকোনো সময় সম্পত্তির কারণে সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ পাওনা, কর, হার, মূল্যায়ন, চার্জ, সোসাইটি পাওনা, ফি ইত্যাদি পরিশোধের দায়িত্ব শুধুমাত্র সফল দরদাতার। ১৭. সফল ক্রেতা/দরদাতা সোসাইটি/অন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে তার/তার/তার অনুকূলে অধিকার হস্তান্তরের জন্য প্রদেয় যেকোনো খরচ/ব্যয়/ফিচার্জ ইত্যাদির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। ১৮. ঋণগ্রহীতা/বন্ধক, যারা উক্ত বকেয়া পাওনার জন্য দায়ী, তারা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিকে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার নিয়ম ৮ ধারা (৬) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত নিলাম বিক্রয়ের বিষয়ে একটি নোটিশ হিসেবে বিবেচনা করবেন। ১৯. আগ্রহী দরদাতারা তাদের দর জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সুরক্ষিত সম্পত্তির মালিকানা এবং সুরক্ষিত সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা, আইনগত পাওনা সহ, ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করবেন। নিলামের বিজ্ঞাপনটি ফোনিক্সের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং করবে না। ফোনিক্সের অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না। ২০. সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে উল্লেখ করা হযেছে তবে, কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী/দায়বদ্ধ থাকবেন না। ২১. যদি উপরে নির্ধারিত ই-নিলাম কোনও কারণে ব্যর্থ হয়, তাহলে ফোনিক্সের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এবং SARFAESI অ্যাক্ট, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৫) এর বিধান অনুসারে অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার রয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬.০২.২০২৫

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড, (ফোনিক্স ট্রাস্ট-অর্থ বছর ২২-২১-এর ট্রাস্টি)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে? ব্যবহার করুন রোজমেরি তেল, দেখুন জাদু

চুলের যত্নে যুগে যুগে নানা চিকিৎসা ও অপচিকিৎসা চলেছে। টাক এক ঘণ্টায় ঢেকে যাক, চটকদার এমন বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ে হরহামেশা। এসব চিকিৎসা ও অপচিকিৎসায় কাজ হোক না হোক, চুলের যত্নে রোজমেরি তেল দারুণ এক দাওয়াই। দারুণ ভেষজ গুণসম্পন্ন এই তেল ব্যবহারে টাক মাথায় চুল গজায়, মাথায় থাকা চুলও থাকে ঝলমলে ও স্বাস্থ্যবান। স্বাস্থ্যকর নানা সুবিধার কারণে রোজমেরি তেলের সুনাম বহু বছর ধরেই। তবে সম্প্রতি ভূমধ্যসাগর পাড়ের সুগন্ধি গুল্মটি আবার জনপ্রিয়তা পেয়েছে প্রাকৃতিকভাবে চুল বৃদ্ধির করার ‘তেল হিসেবে। এ কারণে সাজঘরে জায়গা করে নিচ্ছে এই ভেষজ তেল।রোজমেরিগাছ থেকে নিষ্কাশন করা এই তেল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, প্রদাহরোধী যৌগ ও প্রয়োজনীয় নানা পুষ্টিতে ভরপুর। এসব উপাদান ফলিকলের উদ্দীপনা বাড়িয়ে চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যাঁরা চুল নিয়ে নানা সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা চুলের যত্নে নিয়মিত রুটিনের মধ্যেই যোগ করতে পারেন রোজমেরি তেল। এটা হতে পারে আপনার চুল গজানো থেকে শুরু করে চুল পড়া, ফাটা রোধসহ স্বাস্থ্যকর ঝলমলে চুল পাওয়ার ভালো সমাধান। চুল গজাতে কেন রোজমেরি তেল ব্যবহার করবেন- টাক মাথায় চুল গজাতে রোজমেরি তেল কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা জানার আগে জেনে নেওয়া ভালো চুল গজাতে কেন রোজমেরি তেল ব্যবহার করবেন।

১. মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়ঃ রোজমেরি তেল মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালন, ফলিকলে অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ বাড়ায়, যা চুলের বৃদ্ধি বাড়িয়ে চুলকে করে তোলে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী।

২. ডিএইচটি হরমোন কমায়ঃ ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন বা ডিএইচটি হরমোন চুল প।ার জন্য দায়ী। পুরুষের শরীরে এ হরমোনের আধিক্য ও নারীর শরীরে এর ভারসাম্যহীনতার কারণে চুল পড়ে গিয়ে টাক তৈরি হতে পারে। কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, রোজমেরি তেল শরীরে ডিএইচটি হরমোনের উপাদন ব্যাহত করে। ফলে চুল পড়া কমে গিয়ে উল্টো এর পুনরুপাদন বাড়ে।

৩. অ্যান্টি -অক্সিডেন্ট ও প্রদাহরোধী উপাদানঃ রোজমেরি তেলে প্রদাহরোধী উপাদান থাকে। এটি মাথার ত্বকে চুলকানি ও খুশকি হওয়া থেকে রক্ষা করে। এই চুলকানি ও খুশকি চুল পড়ার জন্য দায়ী। অনেক সময় মাথার ত্বকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল বেড়ে গিয়ে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি হয়। ফলে ত্বকের কোষের ক্ষতি হয়ে চুল পড়া বেড়ে যায়। রোজমেরি তেলে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় তা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়।

ভিসা বাতিলে কঠোর নীতি! আমেরিকার মতোই কানাডাতেও বিপাকে ভারতীয় অভিবাসীরা

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ খলিস্তানি ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে বিবাদের পর ক্ষমতাচ্যুত জাস্টিন ট্রুডো! কদিনের মধ্যেই কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম জানা যাবে। তার পরেও ভারত-কানাডা সম্পর্কের উন্নতি হল না! এবার ভারতীয়দের ভিসা বাতিলে কড়া পদক্ষেপ করল সে দেশের প্রশাসন। এর ফলে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানির পর কানাডাতেও সমস্যায় পড়তে চলেছেন ভারতীয় অভিবাসীরা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইতিমধ্যে ৩০০-র বেশি ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। ব্রিটেনে শুরু হয়েছে অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড়। সম্প্রতি জার্মানিতে ফ্রেডরিখ মার্জের নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে কট্টরপন্থীরা। নয়া ডানপন্থী সরকার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, শরণার্থী আইন,

অভিবাসীদের সামাজিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে কঠোর নীতির কথা ঘোষণা করেছে। এই আবহে গত ৩১ জানুয়ারি অভিবাসন নীতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে কানাডাও। প্রশাসনের নির্দেশে সীমান্ত আধিকারিকদের ‘ আবাসিক ভিসা’ বাতিলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অস্বস্তিতে ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে সে দেশে কাজ করতে যাওয়া কর্মী এবং কানাডার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া। ২০২৩ সালে কানাডায় খুন হয়েছিলেন খলিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-কানাডা সম্পর্কের অবনতি হয়। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, এই খুনের পিছনে নয়াদিল্লির হাত রয়েছে। যদিও ভারত সরকার অভিযোগ অস্বীকার করে। এই সংঘাতের প্রভাব পড়ে ভারত-কানাডা কূটনৈতিক সম্পর্কে। এবার কড়া অভিবাসী নীতি এনে ভারতীয়দের বিপাকে ফেলাই কী লক্ষ্য? উঠছে প্রশ্ন।

রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়াকে সমর্থন আমেরিকার! পুরনো নীতি ভেঙে কাছাকাছি পুতিন-ট্রাম্প, চাপে জেলেনস্কি

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ বছরের নীতি ভেঙে এবার উলটো পথে হাঁটল ট্রাম্প নেতৃত্বাধীন আমেরিকা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘের ভোটাভুটিতে আমেরিকা ভোট দিল রাশিয়ার পক্ষে। আমেরিকার পাশাপাশি রাশিয়াকে সমর্থন আরও ১৬টি দেশের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একে অপরের শত্রুদেশে পরিণত হওয়া আমেরিকা ও রাশিয়ার এই কাছাকাছি আসার ঘটনা বেনজির বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। পাশাপাশি এই ঘটনায় চাপ আরও বা।ল জেলেনস্কির। তিন বছর আগে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালানোর ঘটনায় ইউক্রেনের পাশে দাঁ।নোর পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘে ক।া সুরে রাশিয়ার সমালোচনা করেছিল আমেরিকা। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার মতো শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে ল।াই চালিয়ে যেতে ইউক্রেনকে অস্ত্র যুগিয়ে গিয়েছিল তকালীন বাইডেন সরকার। আমেরিকার বলে বলিয়ান হয়ে এত বছর ধরে রাশিয়ার সেনাকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হন জেলেনস্কি। তবে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। যুদ্ধ থামাতে তপর হয়েছেন তিনি। এমনকি জেলেনস্কিকে ‘ ’ বলে তোপ দেগেছেন। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়ে এবং রাশিয়ার তরফে দখল

করে রাখা জমি ফেরতের দাবিতে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পেশ করেছিল ইউক্রেন। ১৯৩ সদস্যের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় এই ড্রাফট রেজোলিউশন-এর শিরোনাম ছিল, ‘ অ্যা কমপ্রিহেন্সিভ, জাস্ট এন্ড লাস্টিং পিস ইন ইউক্রেন’। এই প্রস্তাবের ভোটাভুটিতেই ভিন্ন রূপে দেখা গেল আমেরিকাকে। ইউক্রেনের পেশ করা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিল ওয়াশিংটন। অর্থাৎ ভোটাভুটিতে মস্কোর পাশে দাঁড়াল তারা। ইউক্রেন ও ইউরোপিয়ান দেশগুলির পেশ করা এই রেজোলিউশনের পক্ষে ভোট পড়েছে ৯৩টি, বিপক্ষে অর্থা রাশিয়াকে সমর্থন করে ভোট দিয়েছে ১৮টি দেশ। ৬৫টি দেশ ভোটাভুটি থেকে বিরত ছিল। তার মধ্যে রয়েছে ভারত ও চিনও।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার এই নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আসলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধে থামাতে মধ্যস্তাকারীর ভূমিকায় নেমেছে আমেরিকা। এতদিন ধরে চলা যুদ্ধে আমেরিকার যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সেটাও ইউক্রেনের থেকে সুদে আসলে পুষিয়ে নিতে চান ট্রাম্প। এর জন্য ইউক্রেনের অর্ধেক খনিজ সম্পদের নিজেদের অধিকার দাবি করেছে হোয়াইট হাউস। তাতে গররাজি নন জেলেনস্কি। তিনি পালটা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ভার আমেরিকাকে নিতে হবে। ইউক্রেনকে ন্যাটোর অংশ করারও প্রস্তাব দিয়েছেন জেলেনস্কি তাহলেই এই প্রস্তাবে রাজি হবেন তিনি। কূটনৈতিক মহলের দাবি, যুদ্ধ যখন সন্ধির পর্যায়ে এসেছে সেখানে আমেরিকার স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে ইউক্রেনের রাষ্ট্রসংঘে যাওয়ায় নারাজ ওয়াশিংটন। যার জেরেই বিশ্বমঞ্চে ইউক্রেন বিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা গেল ট্রাম্পের আমেরিকাকে। অবশ্য রিয়াধে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বার্তালাপের পরই দুই দেশের পুরনো নীতিতে বড় বদলের আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

ধর্ষিতা তরুণীকে ফের ধর্ষণের অভিযোগ

বেঙ্গালুরু, ২৫ ফেব্রয়ারি ঃ ধর্ষণের অভিযোগ লেখাতে থানায় এসেছিলেন নির্যাতিতা। সেখানেই আবার ধর্ষিতা তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। ১৭ বছরের ধর্ষিতা তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ গ্রেফতার হয়েছেন এক পুলিশ কনস্টেবল সহ দুই অভিযুক্ত। জানা গেছে, বেঙ্গালুরুর বোম্মানাহল্লি থানায় ধর্ষণের অভিযোগ লেখাতে এসেছিল ওই তরুণী। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পোরবন্দরে ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, মৃত্যু ২

পোরবন্দর, ২৫ ফেব্রয়ারি ঃ পোরবন্দর-দ্বারকা সড়কে ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, যার জেরে দুই তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে পোরবন্দর-দ্বারকা সড়কের কুচদি গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে কর্ণাটকের তীর্থযাত্রীবাহী একটি বাসের সংঘর্ষ হয়। তাতে দুই তীর্থযাত্রী নিহত হন। জানা গেছে, এই দুর্ঘটনায় ১২ তীর্থযাত্রী আহত হয়েছেন। বাসটি সোমনাথ থেকে দ্বারকা যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের পোরবন্দরের ভবসিংহজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাড়ল দিল্লি বিধানসভার অধিবেশনের মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রয়ারি ঃ আরও দু'দিনের জন্য বা।ল দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন। ৩ মার্চ পর্যন্ত বা।ানো হয়েছে দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন। এদিকে, বিধানসভায় অনভিপ্রেত আচরণের জন্য আম আদমি পার্টির মোট ২১ জন বিধায়ককে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত ২১ জন এএপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিধানসভায় হইচই শুরু করেন এএপি বিধায়করা। প্রথমে ১১ জন এবং পরে আরও একজনকে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়। পরে দিল্লি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্তা মোট ২১ জন এএপি বিধায়ককে আগামী ২৮ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করেছেন।

Name Change

I,Kazi Nijamuddin (Old Name) S/O– Late Kazi Kabiruddin resident of Atai, Khargram, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742159 do hereby decrale that I have changed my name from Kazi Nijamuddin to Kazi Nizamuddin and hencefort I shall be known as Kazi Nijamuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Kazi Nizamuddin & Kazi Nijamuddin both are same and one identical person.

Name Change

I,Kartar Ali Mondal (Old Name) S/O– Hamejuddin Mandal resident of Bhatgachhi, Ranabandh, Chapra, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741123 do hereby decrale that I have changed my name from Kartar Ali Mondal to Kattar Ali Mandal and hencefort I shall be known as Kattar Ali Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Kattar Ali Mandal & Kartar Ali Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I MAHASINA KHATOON,W/O SEKH MANJUR ISLAM,R/O VILL PASCHIM BAINAN,PO-BAINAN,PS-BAGNAN,HOWRAH-711303,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHASINA BEGAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025,THAT MAHASINA KHATOON AND MAHASINA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHEIKH MANJUR ISLAM,S/O SEKH SAHEBUL ISLAM,R/O VILL PASCHIM BAINAN,PO-BAINAN,PS-BAGNAN,HOWRAH-711303,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH MANJUR ISLAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025,THAT SHEIKH MANJUR ISLAM AND SEKH MANJUR ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHEIKH SAHEBUL ISLAM,S/O SK SARIF MAHAMMAD,R/O VILL PASCHIM BAINAN,PO-BAINAN,PS-BAGNAN,HOWRAH-711303,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAHEBUL ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025,THAT SHEIKH SAHEBUL ISLAM AND SK SAHEBUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MITHU MAJUMDAR(OLD NAME),WIFE OF TIMIR MAJUMDER,RESIDING AT 24, SERANG LANE . PO & PS - TALTALA,WARD NO - 53, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITHU MAJUMDER\ (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/02/2025.THAT MITHU MAJUMDAR AND MITHU MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, TIMIR MAJUMDAR(OLD NAME),SON OF GOURANGA KUMAR MAJUMDER,RESIDING AT 24, SERANG LANE . PO & PS - TALTALA,WARD NO - 53, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TIMIR MAJUMDER(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/02/2025.THAT TIMIR MAJUMDAR AND TIMIR MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, TAMISHRA MAJUMDAR(OLD NAME),SON OF TIMIR MAJUMDER,RESIDING AT 24, SERANG LANE . PO & PS - TALTALA,WARD NO - 53, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAMISHRA MAJUMDER(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/02/2025.THAT TAMISHRA MAJUMDAR AND TAMISHRA MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Suchandra Sharma @ Suchandra Bhar Sharma (Old Name) wife of Lalit Sharma, residing at 70A, Arabinda Sarani, Kolkata- 700005, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suchandra Bhar (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 25/02/2025. Suchandra Bhar (New Name) and Suchandra Sharma @ Suchandra Bhar Sharma (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Monjur Alom S/o Sk Abdul Malek Residing at Vill - Kharkiuttarpara, P.o - Bohera, P.s - Duttapukur District - 24 Pgs(N), Pin- 743294 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Manjur Ali. I declare that Sk Monjur Alom and Sk Manjur Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, SUDARSHAN DAGA AND SUDARSHAN KR DAGA,SON OF MANOHAR LAL DAGA, RESIDING AT 15/4A,RANI SANKARI LANE KALIGHAT, KOLKATA-700026,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDARSHAN KUMAR DAGA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2025.THAT SUDARSHAN DAGA AND SUDARSHAN KR DAGA ALSO SUDARSHAN KUMAR DAGA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Reshma Bano(Old Name) W/o of Mohammed Shekh Sajid, residing at 62F,Topsia road,P.O.-Tiljala Kolkata, Pin-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Reshma Banu (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/02/2025.Reshma banu (New Name) and Reshma Bano (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pralay Pal Biswanath Pal (Old Name) S/O– Biswanath Pal resident of 43/1/1 Sahid Nalini Bagachi Road , Po-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Pralay Pal Biswanath Pal to Pralay Pal and hencefort I shall be known as Pralay Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Pralay Pal & Pralay Pal Biswanath Pal both are same and one identical person.

Name Change

I, Shekh Mohammad Sajid(Old Name) S/O Sk Chand, residing at 62F,Topsia road,P.O.-Tiljala Kolkata, Pin-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Shekh Sajid (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/02/2025.Mohammed Shekh Sajid (New Name) and Shekh Mohammad Sajid (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kamal Hassan Mohammad (Old Name) son of Abdul Gaffar Sardar, residing at Antarbarti Elaka, Gochharati, P.O.- Bhyabla Basirhat, Pin-743291, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kamal Hassan Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/02/2025. Kamal Hassan Sardar (New Name) and Kamal Hassan Mohammad (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sabina Bibi W/o Yusuf Ali Molla Residing at Vill - Bowsahar, P.o - Sanksahar, P.s - Bhangar, District - Kolkata, Pin- 743502 West Bengal India shall henceforth be known as Sabina Yasmin Bibi. I declare that Sabina Bibi and Sabina Yasmin Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, Devendra Gupta S/o Late Ram Prakash Gupta Residing at 1/13, Girish Ghosh Road, 5th Floor, Flat - 5C, P.o - Belur Math, P.s - Belur, District - Howrah, Pin- 711202 West Bengal India shall henceforth be known as Devendra Kumar Gupta. I declare that Devendra Gupta and Devendra Kumar Gupta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, Md Sasher Ali S/o Mohammad Sowkat Ali Residing at Vill - Kharkiuttarpara, P.o - Bohera, P.s - Duttapukur District - 24 Pgs(N), Pin- 743294 West Bengal India shall henceforth be known as Mohammad Shaser Ali. I declare that Md Sasher Ali and Mohammad Shaser Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I M L DAGA,S/O LATE SREE NATH DAGA,R/O 15/4A,RANI SANKARI LANE KALIGHAT, KOLKATA-700026,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOHAR LAL DAGA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/02/2025,THAT M L DAGA AND MANOHAR LAL DAGA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Wajed Ali (Old Name) S/O– Askar Ali resident of Haldibari, Dhangara, Shishu Shiksha Kendra, Chanchal, Dist-Malda, West Bengal, Pin- 732125 do hereby decrale that I have changed my name from Md Wajed Ali to Wajed Ali and hencefort I shall be known as Wajed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/02/2025 . My name Wajed Ali & Md Wajed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Machhatan Bibi Sekh (Old Name) W/O–Year Mohammed Seikh resident of Khairamari, Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my name from Machhatan Bibi Sekh to Mansura Bibi and hencefort I shall be known as Mansura Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/02/2025 . My name Mansura Bibi & Machhatan Bibi Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Md abdul gaffar (Old Name) son of Mohd atiar rahaman, residing at Purbokta Bhagasamuher, Antarbhukta area,Rajendrapur Basirhat, Pin-743422, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul gaffer sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/02/2025.Abdul gaffer sardar (New Name) and Md abdul gaffar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Moumita Karmakar W/o Arijit Maity Residing at Indira Tower, FL-2A, 2nd Floor, IC-9, Baguipara, P.o - Aswini Nagar, P.s - Baguiati, District - 24 Pgs(N), Pin- 700159 West Bengal India shall henceforth be known as Moumita Maity. I declare that Moumita Karmakar and Moumita Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, Shakir Syed Mohammad S/o S Nasim Ahmed Residing at Hutton Road 17/A Hafiz Manzil Asansol, P.s - Asansol South District - Paschim Bardhaman, Pin- 713301 West Bengal India shall henceforth be known as S M Shakir. I declare that Shakir Syed Mohammad and S M Shakir is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, S Modassir Nazar S/o Syed Irfan Ali Residing at Dharampur Dangal, P.o - Burnpur, P.s - Hirapur District - Paschim Bardhaman, Pin- 713325 West Bengal India shall henceforth be known as Syed Modassir Nazar. I declare that S Modassir Nazar and Syed Modassir Nazar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, Saha Alam Sheikh S/o Late Sahajamal Sekh Residing at Vill - Kolorah, P.o - Kolorah, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711411 West Bengal India shall henceforth be known as Saha Alam Sk. I declare that Saha Alam Sheikh and Saha Alam Sk is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-02-2025.

Name Change

I, MD MOHIUDDIN MOLLA (Old Name) S/O RAHIM MOLLA Residing at Ghoradal, District - South 24 Parganas, Pin - 743354, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAHIUDDIN MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 25-02-2025. MD MOHIUDDIN MOLLA (Old Name) and MAHIUDDIN MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Josna Bibi, wife of Sk. Nousad, residing at Ishaque Sardar Road, under Naihati(M), Dist: North 24 Parganas, PO. HAsinagar, P.S. Naihati, Pin: 743135, do hereby solemnly affirm declare my husband's actual/real name is “SK. NOUSAD” instead of "SK NAUSAD" vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistate 1st Class, Barrackpore on 31/01/2025. That “SK. NOUSAD” instead of "SK NAUSAD" both are same and one identical person.

Name Change

I, Hafizur Rahaman Mondal S/o Bazlur Rahaman residing at Vill. Uttarkhaspur, P.O. Duttapulia, P.S. Gangnapur, Dist-Nadia, Pin-741504 West Bengal do hereby solemnly affirm and declare my actual and correct name is Hafizur Rahaman Mondal which is wrongly has been recorded as Hafizur Rahaman in my Passport vide no. M8454706 dt. 14/06/2015. That Hafizur Rahaman Mondal and Hafizur Rahaman is the same and one identical person.

অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে জার্মানির নতুন সরকার!

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোটের আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই মতোই মার্কিন বায়ুসেনার বিমান ভরে ভরে অবৈধবাসী ভারতীয়দের ফেরাচ্ছে আমেরিকা। ব্রিটেনেও অভিবাসীদের ধরপাকড় চালানো হচ্ছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ভারতীয়দের। আইন মেনে প্রত্যার্পণও হবে। সম্প্রতি জার্মানিতে ফ্রেডরিখ মার্জের নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে কট্টরপন্থীরা। নয়া ডানপন্থী সরকার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, শরণার্থী আইন, অভিবাসীদের সামাজিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে কঠোর নীতির কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে সেখানকার বাসিন্দা ভারতীয়রা। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, আমেরিকা, ব্রিটেনের মতোই জার্মানিও এবার ভারতীয় দেশছাড়া করবে। গত মাসে নির্বাচনের আগে অনুপ্রবেশ রুখতে পাঁচ দফা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মার্জ। ওই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে কঠোর সীমান্তচুক্তি, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোখাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া শরণার্থী আইন কঠোর করা, অবৈধ অভিবাসীদের সামাজিক সুবিধা কমানো। একমাত্র বৈধ অভিবাসীরাই সমস্ত সামাজিক সুবিধা পাবেন সেখানে। অনুপ্রবেশ রুখতে কঠোর আইনি ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। জার্মানিতে অনুপ্রবেশ রুখতে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে যৌথ বন্দোবস্ত চান মার্জ। এতদিন ইউরোপের উদারপন্থী দেশগুলির একটি ছিল জার্মানি। সেখানে ভারতীয়-সহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীর সংখ্যা কম নয়। সামাজিক সুবিধা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে এবার তাঁরা চাপে পড়তে চলেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। অভিবাসী ছাত্র এবং পরিযায়ী শ্রমিকরাও বিপদে পড়তে চলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ডানপন্থী ফ্রেডরিখ মার্জের একাধিক সিদ্ধান্তে আমেরিকা, ব্রিটেনের পরে জার্মানিতে বসবাস করা ভরতীয়দের একটি অংশের রাতের ঘুম উড়েছে।

ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে ইস্তফায় রাজি জেলেনস্কি! যুদ্ধের ৩ বছরে নতুন উদ্যমের বার্তা পুতিনের

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নিজের দেশকে ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিতেও রাজি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তিনবছর পূর্তিতে এমনটাই জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। অন্যদিকে, তিনবছর কেটে গেলেও আক্রমণাত্মক মেজাজ থেকে পিছু হটছে না রাশিয়া। তিনবছরের বৃহত্তম ড্রোন হামলা চালিয়েছে ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ। দীর্ঘদিন ধরে ন্যাটোর সদস্যপদ চেয়েছে ইউক্রেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন মোটেও সেই বিষয়টি নিয়ে উৎসাহী নয়। এহেন পরিস্থিতিতে বারবার ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন জেলেনস্কি। সেই প্রসঙ্গ টেনেই রবিবার অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তিনবছর পূর্তির আগের দিন তিনি বলেন, যদি ইউক্রেনের জন্য শান্তি চান, তার জন্য যদি আমাকে পদ ছাড়তে হয়, তার জন্যও আমি প্রস্তুত। ন্যাটোর সদস্যপদের বিনিময়ে আমি প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেব। প্রয়োজন পড়লে এক্ষুণি পদত্যাগ করব।

উল্লেখ্য, ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে জেলেনস্কির সঙ্গে। দিনকয়েকই জেলেনস্কিকে স্বৈরাচারী বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এমনকি রক্তক্ষয়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর জন্যও তিনি জেলেনস্কিকেই দায়ী করেছিলেন। যদিও এই বিষয়গুলি গায়ে মাখেননি বলে জানান ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট। বরং দাবি করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনকে সুরক্ষিত রাখার প্রতিজ্ঞা করুন। সেটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে জেলেনস্কির দাবি, তাঁর পদত্যাগের বিনিময়ে হলেও ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করা হোক। অন্যদিকে, যুদ্ধের তিনবছর পূর্তিতে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। সেনাবাহিনীর উদ্দেশে একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, নতুন অস্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়া হবে সেনাকে। আরও বেশি করে সেনাকে সাহায্য করবে প্রশাসন। বিশেষত ইউক্রেনে যুদ্ধরত সৈনিকদের কুর্নিশ জানিয়ে পুতিন বলেন, ‘দেশের ভবিষ্যকে রক্ষা করছেন আপনারা।’ পুতিনের এমন বার্তার আগেই অবশ্য ইউক্রেনে বড়সড় হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। তিনবছরে সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা হয়েছে ইউক্রেনের উপরে। বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে তার জেরে।

বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব ১১ মার্চ, প্রবেশ নিষেধ, সর্বসাধারণ ও প্রাক্তনীদেরও

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব হবে ১১ মার্চ মঙ্গলবার। এবারও গতবারের মতো সাবেকি প্রথায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বসন্ত উৎসব। বিশ্বভারতী আয়োজিত বসন্ত উৎসব নিয়ে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন, বিশ্বভারতীর ফিনান্স অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) অমিত হাজরা, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার, শান্তিনিকেতন কর্মী মন্ডলীর যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস রায়, সদস্য ভ্রমর ভাণ্ডারী সহ অন্যান্যরা। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের অ্যাডিশনাল এসপি রাণা মুখোপাধ্যায় ও বোলপুর দমকল বিভাগের ওসি সৌরভ মন্ডল। বসন্ত উৎসব যাতে সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজন করা যায় সেজন্যই এদিনের এই বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল বলে বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন জানান, বিশ্বভারতী নিজস্ব ঘরানায় বসন্ত উৎসব পালন করবে সেখানে যাতে করে কোনো বহিরাগতরা প্রবেশ না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সবাই ঐতিহ্য মতো পোশাক পরবে। বোলপুরের অ্যাডিশনাল এসপি রাণা মুখোপাধ্যায় জানান, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১০ ও ১১ মার্চ দুদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। রঙের ব্যবহার হবে না। ওয়াচ টাওয়ার, ক্যাম্প হবে। আমরা সচিত্র পরিচয় পত্রের জন্য ব্যবস্থা করতে বলেছি। গৌর প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানের সম্ভবত প্রাক্তনীদের প্রবেশ থাকছে না। জানা গেছে, একমাত্র বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্তরাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, গৌর প্রাঙ্গন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, এখানে কয়েক ঘন্টার অনুষ্ঠানে পাঁচ লক্ষ জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। পৌষ মেলা হয় মেলার মাঠে। সেখানে ৬ দিন ধরে মেলা হয়েছে। তাই জনসমাগমের সংখ্যা ভাগ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী সাধারণত দোলের দিন বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে না। আশ্রমে বসন্ত উৎসবের সাথে যুক্ত নয় কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ। তাছাড়া 'হেরিটেজ' তকমা রক্ষার্থে এবারও বিশ্বভারতী বেশি সতর্ক। ১১ মার্চ পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আশ্রমিকদের নিয়ে বসন্তোৎসব করবে বিশ্বভারতী। সেখানে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বহাল থাকছে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। এই 'হেরিটেজ' তকমা রক্ষা করতে এবার তৎপর বিশ্বভারতী। স্বাভাবিক ভাবে দোলপূর্ণিমার দিন হচ্ছে না বসন্তোৎসব। দোলপূর্ণিমা ১৪ মার্চ। তার কয়েক দিন আগে ১১ মার্চ বসন্তোৎসব পালন করবে বিশ্বভারতী। কারন একটাই, ১৪ মার্চ শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের ভিড় থিক থিক করে। তাই ওই দিন বসন্তোৎসব করলে বহিরাগতরা আশ্রমে প্রবেশ করে যেতে পারে। অতীতে বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসব হতো আশ্রম মাঠে। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েক ঘন্টা লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হত। উৎসবের সূচনার পরেই বহিরাগতদের তাণ্ডবের সাক্ষী বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আশ্রমিক, শান্তিনিকেতনবাসী সকলেই। এই আশ্রম মাঠ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী চৈতি বাড়ি, গৌরপ্রাঙ্গণ, ঘন্টা তলা, কালো বাড়ি, রামকিঙ্কর বেইজের মূল্যবান ভাস্কর্য প্রভৃতি। তাতেও আবির ছুঁড়ে দেওয়া হতে পারে। এছাড়া অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে , বসন্তোৎসব শেষে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস জুড়ে মিলত মদের রাশি রাশি বোতল, প্লাস্টিক প্রভৃতি। এমনকি, বহিরাগতদের হেনস্থার শিকারও হতে হয়েছে বিশ্বভারতীর বহু ছাত্রীকে। এই বিশ্বভারতী বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এই হেরিটেজ তকমা রক্ষার্থে আর বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার দিয়ে বসন্তোৎসব করতে চায় না বিশ্বভারতী। তাই এবারও বিশ্বভারতীর বসন্তোৎসবে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে পারবেন না। রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে পড়ুয়ারা উদ্‌যাপন করবে বসন্তোৎসব। প্রসঙ্গত, শেষবার ২০১৯ সালে আশ্রম মাঠে হয়েছিল বসন্তোৎসব। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল উৎসব। ২০২১ সাল থেকে তৎকালীন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বসন্তোৎসবে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। এমনকি, ভিড় এড়াতে দোলপূর্ণিমার দিন বসন্তোৎসব না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

পুনরায় দুর্ঘটনার কবলে মহাকুম্ভগামী বাস, কুলটিতে জখম ১৫ জন পুণ্যার্থী

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মহাকুম্ভগামী একটি বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি। যার জেরে জখম হয়েছেন প্রায় ১৫ জন পুণ্যার্থী। মঙ্গলবার আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত ডুবুর ডিহি চেকপোস্টের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বাসটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থেকে প্রয়াগরাজ যাচ্ছিল। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের চোট গুরুতর। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গেছে, বাসটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার পাহাড়পুর থেকে কুম্ভের উদ্দেশ্য যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবুরডিহি চেকপোষ্টে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পিছনে বাসটি ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় প্রায় ১৫ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুলটি থানার চৌরঙ্গী ফাঁড়ি এবং কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে বা ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় মানুষ আহতও যেমন হয়েছেন, মারাও গিয়েছেন। কিছুদিন আগেই গভীর রাতে, ধানবাদের পথে, জাতীয় সড়কে ঘটল দুর্ঘটনা। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থেকে প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন গড়বেতার নলপা এলাকার বাসিন্দা প্রণব সাহা ও তাঁর স্ত্রী শ্যামলী সাহা এবং তাঁদের দুই সন্তান। ওই একই গাড়িতে গোঘাট কামারপুকুরের ভাদুর থেকে প্রণবের শালী পিয়ালী সাহা ও তাঁর স্বামী ও সন্তান-সহ ছিলেন আরও বেশ কয়েকজন। প্রাইভেট কারটি দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রাইভেটকারের ড্রাইভার-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন বাকি সদস্যরা। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। মৃত চালকের নাম শেখ রাজন আলি, তিনি হুগলির গোঘাট এলাকার বাসিন্দা। খবর পেয়ে এলাকায় গিয়েছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপপ্রধান। তাঁরা গড়বেতা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গড়বেতা থানার পুলিসের একটি দল সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিয়েছিল ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে। এরও কদিন আগেই আর এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের অযোধ্যা গ্রাম থেকে একই পরিবারের ৮ জন একটি গাড়ি করে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের দিকে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই গাড়ির চালক জানিয়েছিলেন, তাঁদের গাড়িটি ৭০-৮০ কিমি প্রতিঘণ্টা গতিতে যাচ্ছিল। একটি লরি তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কার জেরে তাঁদের গাড়িটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারে ধাক্কা মারে। ঘটনায় মারা যান দুই ব্যক্তি। আহত হন আরও ৬ জন।

সম্প্রতি ব্যারাকপুর ব্যানকোয়েট হলে রুদ্রগঙ্গা ইন্সটিটিউট এর প্রথম বর্ষ জ্যোতিষ ও তন্ত্র বিষয়ে এক বিরাট সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বানপোষ্ট মিশনের চেয়ারম্যান স্বামী সর্বসুখানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গুণীজনেরা। উক্ত অনুষ্ঠানে ভারতী উপাধিতে সম্মানিত করা হয় শ্রী গোরা দাশগুপ্ত (শ্রী নীলাভ শাস্ত্রী) মহাশয় কে এবং আচার্য উপাধিতে সম্মানিত করা হয় শ্রী সন্তু দত্ত মহাশয় কে।

পর্যটক টানতে নয়া বন্দোবস্ত প্রশাসনের, বইগ্রামে এবার শুরু হল নতুন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার পর্যটন চিত্রে বইগ্রাম স্থান পাক, তার জন্য জেলা প্রশাসন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বোরো, রাভা, অসুর, মেচ, লিম্বু সহ ৩২ টি জনগোষ্ঠীর বসবাস আলিপুরদুয়ার জেলায়। তাঁদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সামনে আনতে এবং পর্যটক টানতে আলিপুরদুয়ার জেলার বইগ্রাম পানিঝোরাতে চলছে বৈচিত্র্যময় ভাষা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চলছে এই উৎসব। এই বছর এই উৎসবের প্রথম বর্ষ। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্মারক এবং উত্তরীয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই উদ্যোগ এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের শিল্পচর্চায় আরও আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে। একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হল ভাষা সকলের ভাষা। স্বমহিমায় বেঁচে থাকুক চান ভাষা প্রেমীরা। আলিপুরদুয়ার জেলায় ভাষা এবং জনজাতির বৈচিত্র্য প্রচুর। জেলার এই সংস্কৃতিকে গবেষক এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও এই বৈচিত্র্যময় ভাষা ও লোক উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। যাতে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির আরও চর্চা হয় ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। জেলাশাসক আর বিমলা জানান, আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন মানে বোঝা যায় ভুটান পাহাড় ও জঙ্গল। তবে লোকসংস্কৃতি ও বই নিয়েও পর্যটন সম্ভব তা একমাত্র বই গ্রামে এলেই বোঝা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই প্রথম তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের গম স্টোরেজ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীর মধ্যে চালের পাশাপাশি গমের চাহিদা অনেক বেশি । কারণ অনেকেই রুটি বা রুটি জাতীয় খাদ্য খেতে পছন্দ করে থাকেন। তবে এবার মুর্শিদাবাদে অতি সহজেই রেশন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই মিলবে গম। যার কাজ চলছে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে। ভারত সরকারের অধীনে ফুড ফর অল স্কিমের অন্তর্গত উন্নত মানের গম প্রান্তিক সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য চলছে জোরকদমে কাজ। এই গমের স্টোরেজ সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলাতে। ৫০০০ মেট্রিক টন গম রাখা যাবে। মোট চারটি জায়গায় রাখা যাবে এই গম। সরাসরি ট্রেনের মধ্যে দিয়েই গম এসে পৌঁছে যাবে মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে। পাশেই সারগাছি রেল স্টেশন, রেল স্টেশনের কাছেই তৈরি করা হচ্ছে এই উন্নত মানের সংরক্ষণ কেন্দ্র। গম সংরক্ষণ কেন্দ্রে আসার পর সেখানে সংরক্ষিত করে রাখা হবে। তারপর সেখান থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যে সরকারের রেশন সরবরাহ মধ্যে দিয়েই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে অতি কম মূল্যে। যদিও এ বিষয়ে প্রজেক্ট ম্যানেজার কুমার শানু মন্ডল বলেন বর্তমানে ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করা হলেও কিছুটা জমি অধিগ্রহণের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ভিজিটিং এর কাজ চলছে খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়ে মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে অতি অল্প খরচে অল্প সময়ে গম পৌঁছে যাবে। মুর্শিদাবাদ জেলার বুকে এই প্রথম এত উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে গম রাখা যাবে। আগামী দিনে এই প্রোজেক্ট বেশ কিছু কর্মসংস্থান মিলবে বলেও আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।

NOTICE
PRESS ADVERTISEMENT

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SHARE CERTIFICATE(S) NO(S) 41255, 107470 FOR 3000 ORDINARY SHARES BEARING DISTINCTIVE NO(S) 70511691-70513690, 2538685391-2538686390 OF ITC LIMITED STANDING IN THE NAME(S) of BHAVANI PARAMESWAR HAS/HAVE BEEN REPORTED LOST/STOLEN AND THAT AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE(S) IN RESPECT THEREOF HAS BEEN MADE TO THE COMPANY'S INVESTOR SERVICE CENTRE, ITC LIMITED 37, JL NEHRU ROAD, KOLKATA-700 071 TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST ISSUANCE OF SUCH DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S) SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE. THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST DEALING IN ANY MANNER WITH THESE SHARES.
Place: Kolkata
Date: 25.02.2025
Sd/-HIMADRI CHAKRABORTY
Advocate

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender Reference/ e-NIT No.:- **481/PGP - (1 No), Dt. 24/02/2025,** of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **04/03/2025 upto 11.00 AM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/- Pradhan
Panchra Gram Panchayat

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
March 01, 2025	04:00 P.M.	HHI Hotel, 235/1, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal - 700 020.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- (1) WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/ PRODHAN - 027/2024-25

For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for CONSTRUCTION OF CC RAOD. Source of Fund: 5th S.F.C. Document download/sell starting(online) from **21.02.2025 up to 27.02.2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid (online) **27.02.2025 18.00 Hrs.** Bid Opening date for Technical Proposals(Online): **28.02.2025 at 12.00 Hours**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

Notice inviting e-Tender for NIT No-301/ISALE/Jangipara/ 24-25 and 302/ISALE/ Jangipara/24-25 for 01 nos. works by the undersigned through online mode (https:// wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 01 Mar 2025 15:00 Hrs.
Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

Notice inviting e-Tender for NIT No-303/P&RD/Jangipara/ 24-25 for 04 nos. works by the undersigned through online mode (https:// wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 10 Mar 2025 15:00 Hrs.
Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia *Gunnath* Bankura*Pin-722121
Notice Inviting e-Tender

NIeT-17/24-25, Memo No-105/Braja/2025, Date-25/02/2025 Last date of Submission **03.03.2025 (5p.m)** Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** website.
Sd/- Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

Office of the Pradhan,
Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah

Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- **1) NIT No:- WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-072/ 15 th CFC(Untied)/2024-25 Sl. No:-01, Dated:-25/02/2025,** Bid submission date:- **26/02/2025 at 10:30 AM** and End of Bid Submission:- **05/03/2025 at 03:00 PM.** Date of Opening Technical Bid:- **07/03/2025 at 03:05 PM** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-25/2024-25** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/Schemes under 15th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from **25.02.2025 up to 10.03.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **25.02.2025 up to 10.03.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **12.03.2025 at 16:05 A.M**. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP dt 25.02.2025** Tenderid- **2025_ZPHD_820372_1** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM**; Name of The Work Pucca drain from Soumak Roy to Panchayat Road SN II; Fund – 15th fc TIED; Estimated Amount-Rs. 197715.00 Sl no 2 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP dt 25.02.2025** Tenderid- **2025_ZPHD_820372_2** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM**; Name of Pucca drain from Basudeb Bag to Makaltala SN X ;Fund – 15th fc TIED ;Estimated Amount-Rs. 176491.00 Sl no 3 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP** dt **25.02.2025** Tenderid- **2025_ZPHD_820372_3** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM** ; Name of Pucca Drain From Bardana Pond to HO Gokul pakira SN VI ;Fund – 15th fc TIED ;Estimated Amount- Rs. 238479.00 Sl no 4 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP** dt 25.02.2025 Tenderid- **2025_ZPHD_820372_4** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM** ; Name of Pucca drain from Dasu Pond to HO Prashanta Mukherjee SN VIII ;Fund – 15th fc TIED ;Estimated Amount-Rs. 193385.00 Sl no 5 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP** dt **25.02.2025** Tenderid- **2025_ZPHD_820372_5** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM** ; Name of Pucca Drain from HO Tarun Adak to HO Prasanta Chandra SN V; Fund – 15th fc TIED ;Estimated Amount-Rs. 195568.00 Sl no 6 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP** dt 25.02.2025 Tenderid- **2025_ZPHD_820372_6** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM**; Name of Pucca drain from HO Bishwa Malik to HO Baldev Ghosh SN XV; Fund – 15th fc TIED ;Estimated Amount-Rs. 127402.00 Sl no 7 :- **1ST CALL NIT no-41/JGP** dt 25.02.2025 Tenderid- **2025_ZPHD_820372_7** Publish Date- **25.02.2025 06.00 PM** ; Name of Pucca drain from Panchayat Tubewell near HO Shyamal Pakira to PHE Stand Post SN IV ;Fund – 15th fc TIED; Estimated Amount-Rs. 168015.00 Completion Time- **30 days** .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-**05.03.2025, 11.30 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **07.03.2025 , 11.30 AM** For details visit website **https:// wbtenders.gov.in**

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN: L24117WB1998PLC087800
নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২বি, ব্রাউনফেল্ড রো ১ম তলা কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৩৯ ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৪৯
ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com, ই-মেইলঃ contactus@hindcon.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ এবং ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের শেষ সার্কুলার নং ৯/ ২০২৪ অনুসারে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('MCACirculars') এবং SEBI (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫, ('তালিকাবদ্ধকরণ') এর ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি, যদি থাকে, যার মধ্যে আপাতত বলবৎ কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কোম্পানি মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রয়ারী, ২০২৫ তারিখে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ ই-মেইল পাঠিয়েছে। ই-ভোটিং এর জন্য সদস্যদের কাছে যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) অথবা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত করেছেন ২৪ ফেব্রয়ারী, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বিস্তারিতভাবে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব সন্তোষ কুমার টিব্রেওয়ালাকে নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের কেবল ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানিটি সিডিএসএলকে নিয়োগ করেছে যাতে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে ই-ভোটিং বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রয়ারী, ২০২৫ সকাল ১০.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে। সদস্যদের ভোটাধিকার শুক্রবার, ১৪ ফেব্রয়ারী, ২০২৫ তারিখে গণনা করা হবে, যা কাট-অফ তারিখ।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের বাস্তব কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে সদস্যদের পাঠানো হবে না। পোস্টাল ব্যালট নোটিশের কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindcon.com, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং CDSL এর ওয়েবসাইট https://www.cdslindia.com/ এ পাওয়া যাবে। যে সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলি থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তবে আছে এবং যারা কোম্পানি / আরটিএ-তে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপি, তাদের ফোলিও নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র সহ, contactus@hindcon.com এবং nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় কোম্পানিকে লিখে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত বা আপডেট করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপি-র সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই- ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কলকাতার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিঃ মলয় বিশ্বাসের সাথে ফোনঃ +৯১ ৯০৭৩৯৮০২৬৬ অথবা ই-মেইলঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা moloyb@cdslindia.com এ যোগাযোগ করুন। যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য আপনি contactus@hindcon.com এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ২৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বা তার পরে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ঘোষণা করা হবে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ডিপোজিটরিতেও পাওয়া যাবে।

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-সঞ্জয় গোয়েঙ্কা
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00848190

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫ ।২ ।২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/810 (1st call)
Name of work : **Laying seal coat at Nayabad Avenue from Prem. No.-1446 to 389 in W/109, Br.-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,12,655.24** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: **Rs. 2,300.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/749 (1st call)
Name of work : **Repairing of road with hot mixture laying at Nirmaal Ch Street, Water Loo Street, Rafi Ahmed Kidwai Road etc under Br-VI**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,93,841.00**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.03.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **01.03.2025 (12 noon)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EEC/XI/114/088/24-25/R
Name of work : **Restoration of C. C. Road disturbed by various diff. PU Agencies, Water Supply Dept. etc in Ward No.-114**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,87,488.16**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **13.03.2025 - 12 noon**. Date and time of opening of bid: **18.03.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **05.03.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/051/24-25
Name of work : **Restoration of C. C. Road at Kalua Paul Para Near Pre. No.-54, 52/2 etc in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,72,943.31**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/053/24-25
Name of work : **Maint. of C. C. Road at Kalyannagar near Pre. No.-62/23 in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,96,560.75**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **08.03.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The tender will be opened on: **10.03.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.02.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/33/24-25/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of C. Conc. passages near 28/1-B.U.K. Dutta Road, A63-Rabindrapally etc. in slums of Ward-101**. Estimated Cost : **Rs. 4,98,547.15**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/34/24-25/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of C. Conc. passages near E16, E16B-Baghajatin etc. in slums of Ward-101**. Estimated Cost : **Rs. 4,99,130.79**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/27/24-25/BUSTEE (2nd call)
Name of work : **Maintenance of C. Conc. passages near 17/4, 15/6-B.U.K. Dutta Road etc. in slums of Ward-101**. Estimated Cost : **Rs. 4,99,439.91**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/28/24-25/BUSTEE (2nd call)
Name of work : **Maintenance of C. Conc. passages near S/B/19-Masjidpara, 313-Baishnabghata Patuli etc. in slums of Ward-101**. Estimated Cost : **Rs. 4,99,409.05**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.03.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4). Date and time of opening of bid: **08.03.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **25.02.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).
1420/24-25

মুথুট মাইক্রোফিন লিমিটেড । এমএসজিবি ও এমএমজিএল স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: 13তম তলা, প্যারিনী ক্রিসেনজো, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র - 400051
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস: 5 তম তলা, মুথুট টাওয়ার, এম.জি. রোড, কোচি, কেরালা - 682035
টেলিফোন: +91-484 4277500, ফ্যাক্স: +91-484 2351494. সিআইএন: L65190MH1992PLC066228

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এমএসজিবি এবং এমএমজিএল ঋণের জন্য স্বর্ণালঙ্কারগুলি কোম্পানির নীচে উল্লিখিত শাখাগুলির কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছে। 29.06.2020, 02.07.2020, 07.07.2021, 21.07.2021, 23.07.2021, 11.08.2021, 12.08.2021, 24.08.2021, 09.09.2021, 25.09.2021, 04.10.2021, 08.11.2021, 12.11.2021, 08.12.2021, 17.01.2022, 01.02.2022, 04.04.2022, 08.04.2022, 13.06.2022, 15.06.2022, 01.07.2022, 07.07.2022, 12.08.2022, 05.09.2022, 21.09.2022, 27.10.2022, 16.12.2022, 09.06.2023, 01.08.2023, 28.08.2023, 01.09.2023, 13.09.2023, 21.12.2023, 02.01.2024, 06.02.2024, 19.02.2024, 11.03.2024, 18.03.2024, 19.03.2024, 23.03.2024, 24.05.2024 যথাক্রমে মুক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল এবং যা বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত মুক্ত করা হয়নি, তা সকাল ১০:০০টায় নিলাম করা হবে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা:. নিলাম কেন্দ্র: বর্ধমান, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, প্রথম তল, হলদার মার্কেট, ৪৮ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, বিরহাটা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ 713101, নিলামের তারিখ . 07.03.2025, বর্ধমান এমএমএল.1105690105144849, 1105690105145259, 1105690105144585, 1105690105144899, 1105690105143452, 1105690105142327. হুগলি জেলা:. নিলাম কেন্দ্র: আরামবাগ, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, (আরামবাগ শাখা), হোল্ডিং নং ৩৪৭/এ, লিঙ্ক রোড (বসন্তপুর মোড়), ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স এর বিপরীতে, আরামবাগ, পশ্চিমবঙ্গ 712601, নিলামের তারিখ . 07.03.2025, আরামবাগ এমএমএল:1106930105144506,1106930105144361,1106930105144287,1106930105144001,1106930105139579, 1106930105139362, 1106930105139223, 1106930105139141, 1106930105139097, 1106930105139062. নিলাম কেন্দ্র: ডানকুনি, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, গোল্ড, ৬৩৮/১৩৫৪, দক্ষিণ সুভাষ পল্লী, এইচডিএফসি ব্যাংকের পাশে, ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ: 712311, নিলামের তারিখ: 07.03.2025, ডানকুনি এমএমএল: 1104820105145116, 1104820105145027. নদীয়া জেলা:. নিলাম কেন্দ্র: কল্যাণী.পশ্চিমবঙ্গ, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, প্রথম তল, বি.৯/১১(সিএ) কল্যাণী থানা, কল্যাণী ওয়ার্ড ১২, কল্যাণী পৌরসভার অধীনে, নাদিয়া 741235, নিলামের তারিখ: 10.03.2025, কল্যাণী এমএমএল.1104500105148918, 1104500105147826, 1104500105147575, 1104500105147266, 1104500105146557, 1104500105145632, 1104500105144968, 1104500105144479, নিলাম কেন্দ্র: কলকাতা.চাকদহ, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, প্রথম তল, সি বি রোড লালপুর, চাকদহ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে, চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ: 741222, নিলামের তারিখ: 10.03.2025, চাকদহ এমএমএল.1104480105151417, 1104480105151356, 1104480105151947, 1104480105151418, 1104480105146607. নিলাম কেন্দ্র: নবদ্বীপ, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, নং ১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, নদীয়া প্লাজা, ১৬২ পোড়ামাতলা রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ .741302, নিলামের তারিখ: 10.03.2025, নবদ্বীপ এমএমএল.1104770105143189. উত্তর ২৪ পরগনা জেলা:. নিলাম কেন্দ্র: বারাসাত.ডাকবাংলা মোড়, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, প্রথম তল, ৫৮/এস, যশোর রোড (এস), এসি মার্কেটের বিপরীতে, বারাসাত ডাকবাংলা মোড়, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, 700127, নিলামের তারিখ . 10.03.2025, বারাসাত এমএমএল.1104160105161277,1104160105154052,1104160105153361,1104160105153183,1104160105153160,1104160105152672, 1104160105150895, 1104160105011439, 1104160105011437মধ্যমগ্রাম এমএমএল.1104160105161532.

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, যদি কোনো কারণে উপরে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত না হয়, তবে একই নিলাম সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। 20.03.2025 তারিখে ডানকুনিতে, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, গোল্ড, ৬৩৮/১৩৫৪, দক্ষিণ সুভাষ পল্লী, এইচডিএফসি ব্যাংকের পাশে, ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ, 712311, 20.03.2025 তারিখে কাটোয়া.পশ্চিমবঙ্গ, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, প্রথম তল, গান্ধী মার্কেট, কাছারি রোড, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতে, কাটোয়া, পশ্চিমবঙ্গ, 713130; 22.03.2025 তারিখে ডানলপ.বি টি রোডে, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৬৪ বি টি রোড, হোল্ডিং নং.৭০৫, ওয়ার্ড নং.২, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের নীচে, কলকাতা উত্তর ২৪ পরগনা। পিন: 700108, 22.03.2025 তারিখে কৃষ্ণনগর নদীয়াতে, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, প্রথম তল, ডোর নং ১৩, মনমোহন ঘোষ স্ট্রিট, পাত্র বাজারের কাছে, কৃষ্ণনগর পিও, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। পিন 741101. এই বিজ্ঞপ্তি সেইসব ঋণ হিসাবের জন্য প্রযোজ্য হবে না যেখানে স্বর্ণালঙ্কারগুলির মুক্তি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

মুথুট মাইক্রোফিন লিমিটেডের জন্য
অনুমোদিত নিলামকারী

গ্রুপ এ থেকে সেমিতে ভারত ও নিউজিল্যান্ড

দুবাই, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপ এ-র অঙ্ক পরিষ্কার। ভারত ও নিউজিল্যান্ড নিজেদের প্রথম দুটি ম্যাচ জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে এই দু-দল মুখোমুখি হবে। এই গ্রুপ থেকে শীর্ষে কে থাকবে, তারই ফয়সালা হবে সেই ম্যাচে। ভারত-নিউজিল্যান্ড যেমন শেষ চারে, তেমনই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই গ্রুপ থেকে ছিটকে গিয়েছে। তাদের একটি ম্যাচ বাকি। সেটা একেবারেই নিয়মরক্ষার। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ বি জমে উঠেছে।

গ্রুপ বি-তে কী অঙ্ক?

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা দু-দলের ঝুলিতেই এখন তিন পয়েন্ট করে রয়েছে। তবে নেট রানের নিরিখে এই গ্রুপে শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়া রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের আর একটা করে ম্যাচ বাকি। গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জিতলে সরাসরি সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে প্রোটিয়ারা। একান্তই যদি সেই ম্যাচ তারা হেরেও যায়, কিন্তু ইংল্যান্ড নিজেদের পরবর্তী ম্যাচ দুটি জিততে না পারে, তিন পয়েন্ট নিয়েও সেমিতে যেতে পারে প্রোটিয়ারা। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচ জিতলেও

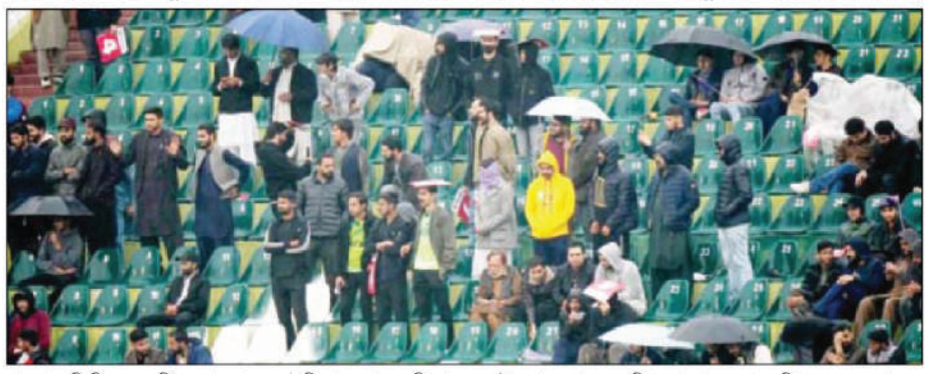

রাওয়ালপিন্ডিতে বৃষ্টির কারণে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। গ্রুপের চার দলই সেমিফাইনালের দৌড়ে। যাবে যে কোনও দুটি দল। গ্রুপ বি-তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়েছে। ফলে ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারলেও তাদের জন্য দরজা আরও ভালোভাবেই খুলে গিয়েছে। নেট রান খুব বেশি বাড়াতে পারেনি। তবে তাদের সেমিফাইনাল ভাগ্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই আছে আপাতত। নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারালেই হবে। কিন্তু আফগানদের কাছে হেরে গেলে অস্ট্রেলিয়ার রেজাল্টের উপর নির্ভর করতে হবে। বুধবার অর্থাৎ আগামী কাল মুখোমুখি হতে চলেছে আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড। যে দল জিতবে সুযোগ থাকবে সেমিফাইনালে যাওয়ার। কিন্তু হারলে বিদায় নিশ্চিত। আফগানিস্তানের নেট রান রেটও ভালো নয়। ফলে পরপর দু-ম্যাচ জিতলে তবেই সুযোগ থাকবে।

রেফারিকে শাসানি, ঘাড়ধাক্কা! শাস্তির সম্ভাবনা লিয়োর

ফ্লোরিডা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ নতুন বছরে মেজর লিগ সকারের প্রথম ম্যাচেই মাথা গরম করে বিতর্কের কেন্দ্রে লিয়োনেল মেসি। রেফারিকে আঙুল তুলে শাসালেন। হলুদ কার্ড দেখার পরও শান্ত হননি তিনি। প্রতিপক্ষ দলের সহকারী কোচকে ঘাড়ধাক্কা দিলেন। তাঁর এমন আচরণের সমালোচনা শুরু হয়েছে। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ ইন্টার মায়ামির অধিনায়কের শাস্তির দাবি করেছেন। গত রবিবার নিউইয়র্ক সিটি এফসির মুখোমুখি হয়েছিল মেসির ইন্টার মায়ামি। এই ম্যাচে ড্র করে মেসিরা। প্রায় ৮০ মিনিট ১০ জনে খেলে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেও কিছু ক্ষণ ধরেই ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল মেসিকে। লাল কার্ড-সহ রেফারির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত দলের বিরুদ্ধে যাওয়ায় অখুশি ছিলেন মায়ামি অধিনায়ক। খেলা শেষ হওয়ার বাঁশি বাজতেই রেফারি অ্যালেক্সিস দ্য সিলভার দিকে তেড়ে যান মেসি। আঙুল তুলে শাসান। তাঁকে বেশ উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। মুখ হাত দিয়ে ঢেকেও কিছু কথা বলেন। মেসি বার বার রেফারিকে বলেন, 'তুমি কাপুরুষ।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মেসিকে হলুদ কার্ড দেখান সিলভা। তার পরও শান্ত হননি মায়ামি অধিনায়ক। রেফারির সঙ্গে তর্ক চালিয়ে যেতেই থাকেন। এর পর মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার পর আরও একটি কাণ্ড ঘটান ক্ষুব্ধ মেসি। মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিউইয়র্ক সিটি এফসির সহকারী কোচ নেহদি বালুচির সঙ্গেও কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মেসির আচরণের প্রতিবাদ করছিলেন। তা দেখে আরও রেগে যান এমএল টেন। বালুচির সঙ্গেও তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে ধরেন মেসি। এক সময় দেখা যায়, প্রতিপক্ষ দলের সহকারী কোচের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে কিছু একটা বলছেন। মেসির এই আচরণে বিস্মিত বালুচি প্রায় বাক্রুদ্ধ হয়ে যান।

গাভাসকরের বিস্ফোরক মন্তব্য

বিরাট কোহলির সেঞ্চুরি সম্ভবই ছিল না

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি তো দূরের কথা, বিরাট কোহলি সেঞ্চুরি করাও সম্ভব ছিল না! এমনই মন্তব্য করেছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। তার মতে, বিরাট কোহলি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের অজ্ঞতার কারণে আউট হতে পারেননি। গাভাসকরের কথায়, বিরাট ভাগ্যবান, কারণ তিনি ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার জন্য 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ডের' শিকার হয়ে আউট হতে পারতেন, কিন্তু পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আপিল না করায় তিনি বেঁচে যান। এমনি ঘটনা ঘটে ঘটনাটি ঘটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে। ঘটনাটি ঘটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ২১তম ওভারে, যখন হারিস রউফের একটি বল থেকে সিঙ্গেল নিয়ে ফিল্ডারের দিকে যাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। তখন পাকিস্তানের ফিল্ডারটি বলটি কিপারের দিকে ছুঁড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোহলি বলটি হঠাৎ করেই হাত দিয়ে ধরেন। মজার বিষয় হল, বলটি সেদিকে যাচ্ছিল যেখানে ব্যাকআপে কোনও ফিল্ডার উপস্থিত ছিলেন না। পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম চেষ্টা করছিলেন ব্যাকআপের জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। গাভাসকর মনে করেন এই ধরনের কাজ ক্রিকেটের নিয়মের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান যদি আবেদন করত, তবে বিরাটের আউট হওয়া নিশ্চিত ছিল। গাভাসকরের মতে, বিরাট যেভাবে

অহেতুক হাত দিয়ে বলটি ধরেছিল, সেটা পুরোপুরি নিয়ম বিরুদ্ধ। পাকিস্তান যদি আবেদন করত, তাহলে ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার কারণে বিরাটকে আউট দেওয়া হতে পারত। কিন্তু পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আবেদন করেনি। এমনকি বলটি যেখানে যাচ্ছিল সেখানে কোন ব্যাকআপ ছিল না, ফলে ভারত একটি বাড়তি রানও পেতে পারত। ক্রিকেটের 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডারদের রান আউট বা ক্যাচ নিতে বাধা দেয়, তাহলে তাকে আউট দেওয়া হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ২০০৬ সালে ইনজামাম উল হক ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে এমনভাবে আউট হয়েছিলেন। আবার ২০১৫ সালে ইংল্যান্ডের বেন স্টোকসও একই কারণে আউট হয়েছিলেন। তবে গাভাসকরের মতে বিরাটের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু আলাদা। কোহলি বলটি হাতে ধরেছিলেন, কিন্তু সেটা পপিং ক্রিজে ঢুকে পড়ার পর। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার রামিজ রাজা এই ঘটনায় খানিক হতবাক হয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, ''পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ম্যাচ সচেতনতা ছিল না। যদি তারা একটু সচেতন হতো, তাহলে তারা দ্রুত আবেদন করতে পারত এবং বিরাট কোহলি আউট হতে পারতেন। এটা একেবারে অদ্ভুত ছিল।'' পাকিস্তানি ক্রিকেটের এই কাণ্ডে হতাশা প্রকাশ করেছেন রামিজ রাজা আরও বলেন, ''এই ধরনের ভুল সচেতনতা দলের পক্ষে ভালো হতে পারে না।'' যদিও বিরাট কোহলি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, ''এটা শুধু ভাগ্যের বিষয় ছিল। আমি জানতাম না, বলটা আসলে কোথায় যাচ্ছে, তবে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেটা আসলেই অস্বাভাবিক ছিল। আমি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা কোনও আবেদন করেনি। কিন্তু, আমি আসলে ফিল্ডিংয়ে বাধা দিইনি, তাই সেটা হয়তো খারাপ কিছু ছিল না।''

রাওয়ালপিন্ডিতে বৃষ্টি, ধুয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ

রাওয়ালপিন্ডি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রুপ বি-তে নিজেদের ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। যদিও রাওয়ালপিন্ডির বৃষ্টি কোনও টিমকেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে দিল

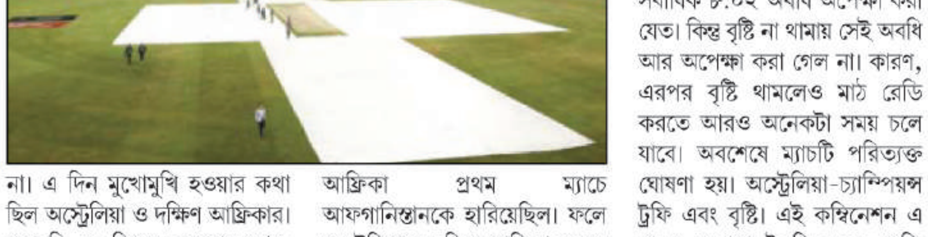

না। এ দিন মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার। গ্রুপ বি-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আইসিসি ওয়ান ডে ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জেতার রেকর্ডও গড়েছিল তারা। এর আগে ২০১৩ ও ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোনও ম্যাচ জিততে না পেরে গ্রুপ পর্বেই বিদায় নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়েছিল। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কোনও এক দলের কাছে সুযোগ ছিল সেমিফাইনালে পা রাখার। যদিও বৃষ্টি বাধা পেরনো গেল না। প্রাথমিক ভাবে টসের জন্য অপেক্ষা বাড়ে। দফায় দফায় বৃষ্টি। রাওয়ালপিন্ডির পিচ ঢেকে রাখা হয়। দু-দলের প্লেয়াররাই অপেক্ষায়। মাঠে কিছু হলেও সমর্থক ছিলেন। তাঁদেরও হতাশা নিয়েই ফিরতে হল। অন্তত ২০ ওভারের ম্যাচ করার জন্য সর্বাধিক ৮.০২ অবধি অপেক্ষা করা যেত। কিন্তু বৃষ্টি না থামায় সেই অবধি আর অপেক্ষা করা গেল না। কারণ, এরপর বৃষ্টি থামলেও মাঠ রেডি করতে আরও অনেকটা সময় চলে যাবে। অবশেষে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা হয়। অস্ট্রেলিয়া-চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং বৃষ্টি। এই কম্বিনেশন এ বারও হতাশা তৈরি করল অজি শিবিরে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গত আট ম্যাচের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ছোট্ট ব্রেক ভারত সেরার লড়াইয়ে বিদর্ভ-কেরল

নাগপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সেমিফাইনালে মাত্র ২ রানের লিড। আর তাতে ইতিহাস গড়েছিল কেরল। রঞ্জি ট্রফি ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল তারা। অন্য দিকে, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বইকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বিদর্ভ। এ বার লাল বলে ভারত সেরার লড়াই। কাল শুরু হচ্ছে রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল। নাগপুরে হবে এই ফাইনাল। ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ। বিদর্ভ যে হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগাতে চাইবে, সেটাই স্বাভাবিক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ২ মার্চ। তার আগে ভারত সেরার লড়াইয়ের বিস্তারিত জেনে নিন। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে প্রথম বার ফাইনালে উঠেছে কেরল। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কাছে স্মরণীয় মুহূর্ত। গ্রুপ পর্ব হোক বা নকআউট। নজর কেড়েছেন বেশ কিছু তরুণ মুখ যেমন সলমন নিজার, মহম্মদ আজহারউদ্দিন। তেমনই অভিজ্ঞ ব্যাটার তথা ক্যাপ্টেন সচিন বেবিও। কিন্তু বিশেষ করে বলতে হয় মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কথা। এই তরুণ কিপার ব্যাটার সেমিফাইনালের মঞ্চে ১৭৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদর্ভ প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন। শেষ বার পাঁচ বছর আগে ট্রফি জিতেছিল তারা। সেই দলের সঙ্গে অনেক অমিল। এ বার রঞ্জিতে তাদের মূল ভরসা হয়ে উঠেছেন যশ রাঠোর, করুণ নায়ার এবং ভুললে চলবে না অক্ষয় ওয়াদকরের কথা। ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করছেন। ফাইনালের মঞ্চ বরাবরই আলাদা। কেরল প্রথম বার ফাইনালে উঠলেও বিদর্ভের কাছে হালকা নেওয়ার সুযোগ নেই। দীর্ঘ ফরম্যাটের ম্যাচে ছোট ছোট অবদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই অনেক ছোট ভুলও বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ, বিদর্ভ বনাম কেরল, সকাল ৯.৩০, জিওহটস্টারে সরাসরি।

টুর্নামেন্ট সূচি নিয়ে চক্রান্তের শিকার পাকিস্তান, আজব তত্ত্ব আওড়ালেন রামিজ রাজা

করাচি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। ইতিমধ্যে পড়শি মুলুকে নানান সংস্কার, নানাবিধ বদলের প্রস্তাব এসেছে। ওয়াসিম আক্রম, শোয়েব আখতারের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন বাবর আজম থেকে শুরু করে গোটা টিম ম্যানেজমেন্টকে। যদিও দলের ভরাডুবি প্রসঙ্গে ভিন্ন সুর গেয়েছেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজা। রামিজের তত্ত্ব-চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অন্যায়ভাবে, ষড়যন্ত্র করে কঠিন সিডিউলের মুখে ফেলা হয়েছে পাকিস্তানকে। নিউজিল্যান্ডের বদলে যদি অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল বাংলাদেশের মুখোমুখি হতেন মহম্মদ রিজওয়ানরা, তাহলে ফল অন্যরকম হতেই পারত। রামিজ তাঁর দলের হার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ''আমি অবাক হয়ে ভাবছি, কেন পাকিস্তানকে তাদের প্রথম ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে হল। তাদের অবশ্যই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামা উচিত ছিল। যদিও বাংলাদেশ শক্তিশালী দল, তবু পাক টিমের জন্য সেটা তুলনামূলক সহজ চ্যালেঞ্জ হতে পারত।'' এর সপক্ষে অবশ্য যুক্তিও রেখেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রামিজ। তাঁর দাবি-পাকিস্তান-বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ গ্রুপ এ-র সমস্ত দলকে একই রকম চাপে রাখতে পারত। কিন্তু সেটা না হওয়ায় নিউজিল্যান্ড আগাম অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায়। অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে হার পাক বাহিনীর উপর চাপ তৈরি করে। ভারতের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পর যা বাড়তে থাকে। ভারতের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ এবং নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছুটি হয়েছে পাকিস্তানের। যদিও ঘরের মাঠে এমন অসহায়ভাবে পরাস্ত হওয়ার পরেও বিপক্ষ নায়ক বিরাট কোহলিকে কুর্নিশ জানাতে ভোলেননি রামিজ। 'চেজ মাস্টার' বিরাট-ই যে ভারতের জয়ের আসল 'মাস্টারমাইন্ড'-একথা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন রামিজ রাজা।

ওর চেয়ে ভালো কাউকে দেখিনি বিরাট বন্দনায় রিকি পন্টিং

দুবাই, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটা সময় তিন ফরম্যাটেই ছিলেন সেরা। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই এই ফরম্যাটে দেশের জার্সিতে বিদায় জানিয়েছিলেন। টেস্ট ও ওয়ান ডে-তে ফোকাস করাই টার্গেট ছিল। যদিও মাঝে টেস্ট ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া সফরে। একটি সেঞ্চুরি করলেও তাঁর আউটের ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। ওয়ান ডে খুব বেশি খেলেননি। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে হাফসেঞ্চুরি করলেও মন ভরাতে পারেননি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো অপরাজিত সেঞ্চুরির ইনিংস। কিং কোহলি আবারও আলোচনায়। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি বলছেন, বিরাটের মতো সেরা কাউকে দেখেননি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির ইনিংসের পথে ওয়ান ডে আন্তর্জাতিকে ১৪ হাজার রানের মাইলফলকও পেরিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে এই নজির। আইসিসি রিভিউতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক কিংবদন্তি রিকি পন্টিং বলেন, ''আমার মনে হয় না

ওডিআই ফরম্যাটে বিরাট কোহলির চেয়ে সেরা কাউকে দেখেছি। ও রানের নিরিখে আমাকে আগেই ছাপিয়ে গিয়েছে। সামনে শুধুই দু-জন। আমি নিশ্চিত, ও নিজেকে এ ভাবেই মেলে ধরবে এবং সর্বকালের সেরা হিসেবে এই ফরম্যাটে কেরিয়ার শেষ করবে।'' পাকিস্তান ম্যাচে সেঞ্চুরির পর ওডিআইতে বিরাটের মোট রান ১৪০৮৫। তাঁর সামনে কুমার সাঙ্গাকারা (১৪২৩৪) ও মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। বিরাট কোহলির কাছে সুযোগ রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই সাঙ্গাকারাকে ছাপিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসার। যদিও সর্বকালের সেরা সচিন তেন্ডুলকরের থেকে এখনও ৪৩৪১ রানে পিছিয়ে বিরাট। পন্টিং যদিও মনে করছেন, বিরাটের যা ফিটনেস, আরও কয়েক বছর অনায়াসে খেলে দিতে পারেন এবং সচিনকে ছাপিয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি বাঙালি ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্যের!

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি পেলেন বাঙালি ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন। তাঁর বিরুদ্ধে বয়স ভাঁড়ানোর মামলায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কর্নাটক হাই কোর্ট। সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কর্নাটক হাই কোর্টে খারিজ হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্যের হলফনামা। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশের পরেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন লক্ষ্য। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, আপাতত লক্ষ্যের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাবে না। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও করা যাবে না। ১৬ এপ্রিল হবে মামলার পরবর্তী শুনানি। ২০২২ সালে লক্ষ্য, তাঁর দাদা চিরাগ সেন, বাবা ডিকে সেন, মা নির্মলা সেন ও কোচ বিমল কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাগরাজ এমজি নামের এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ ছিল, জুনিয়র স্তরে জাতীয় প্রতিযোগিতা খেলার জন্য আড়াই বছর করে বয়স কমিয়েছেন লক্ষ্য ও চিরাগ। তাতে প্রতিযোগিতায় বাকিদের থেকে সুবিধা পেয়েছেন তাঁরা। লক্ষ্যের এখন বয়স ২৩। নাগরাজের অভিযোগ, বেআইনি ভাবে বয়স আড়াই বছর কমানো আছে তাঁর। প্রথমে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল। তিনি ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেন। তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে মামলা গড়ায় কর্নাটক হাই কোর্টে। এই মামলায় লক্ষ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কর্নাটক হাই কোর্ট। হলফনামায় লক্ষ্য জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত করা হয়েছে। তাঁর কেরিয়ারের ক্ষতি করার জন্য ইচ্ছা করে এই অভিযোগ করেছেন নাগরাজ। সেখানে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, ২০২০ সালে প্রকাশ পাড়ুকোন ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে পারেননি নাগরাজের কন্যা। সেই সময় সেই অ্যাকাডেমিতে খেলতেন লক্ষ্য। কন্যা ব্যর্থ হওয়ায় ইচ্ছা করে সেন পরিবারকে নিশানা করছেন তিনি। লক্ষ্যের এই হলফনামায় খুশি হননি বিচারপতি। তিনি সেই হলফনামা খারিজ করে দেন। তাঁর মতে, নাগরাজের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তদন্ত করার অনেক কারণ রয়েছে। সেই কারণে পুলিশকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তার পরেই সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল।

মোহনবাগান বাকিদের থেকে অনেকটাই আলাদা, বুঝতে পেরেছিলেন ম্যাকলারেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি আইএসএল মরসুমের শুরুতে জেমি ম্যাকলারেনকে সই করায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই অজি বিশ্বকাপারকে দলে সই করানো নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক ছিল ময়দানের এই প্রধানের। তবে শুরুটা খুব একটা ভালো ছিল না এই গোলমেশিনের। সিজনের প্রথম থেকেই তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের সাক্ষী থাকার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। যারফলে কিছুটা হলেও আশাহত হতে হয়েছিল সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে এই বিদেশি ফরোয়ার্ডকে। বিশেষ করে দেশের এই প্রথম ডিভিশন লিগের হাইভোল্টেজ ডার্বি ম্যাচে অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স করেন জেমি ম্যাকলারেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইমামি ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে দুইটি লেগেই গোল পেয়েছিলেন এই অজি তারকা। যা নিঃসন্দেহে এনে দিয়েছিল জয়। তারপর সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে

উঠেছেন ম্যাকলারেন। বিশেষ করে গত কয়েকটি ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্স সহজেই মন জয় করেছে সকল সমর্থকদের। যার সুবাদে অনায়াসেই শিল্ড জয়ের দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। শেষ ম্যাচে শক্তিশালী ওড়িশা এফসির বিপক্ষে গোলের মুখ খোলা সম্ভব না হলেও এই অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলারের সক্রিয়তা যথেষ্ট চাপে ফেলে দিয়েছিল প্রতিপক্ষ দলকে। এমন সেই ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ও বেশ কয়েকবার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে হানা দিয়েছিলেন বাগানের এই ফুটবলার। তবে শেষ মুহূর্তে ম্যাচের অতিরিক্ত সময় গোল করে দলের শিল্ড জয় নিশ্চিত করে দেন দলের আরেক অজি ফুটবলার দিমিত্রি পেত্রাতোস। বর্তমানে সেই নিয়েই মাতোয়ারা আপামর বাগান জনতা। দলের জার্সিতে প্রথম বছর খেলতে এসে এমন অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়ে যথেষ্ট খুশি অজি ফুটবলার জেমি ম্যাকলারেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে এসে মোহনবাগানে যোগদান করে তিনি যে কোনও ভুল করেননি এবার সেটাই জানালেন এই হাইপ্রোফাইল ফুটবলার। একটি জনপ্রিয় মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''কলকাতায় যে মুহূর্তে আমি অবতরণ করি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি সঠিক জায়গায় এসেছি। তাছাড়া বিমানবন্দরে সমর্থকদের থেকে আমি যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তা এমন কিছু যা আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। যা বলে প্রকাশ করা কঠিন।'' তাঁর এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে খুশি করেছে সকল সমর্থকদের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com